সূচিপত্র

শুধু রাতের শব্দ নয়

শুধু রাতের শব্দ নয় ১১
ভাখো এই আমি এলাম ১১
বদলটা অন্ধকারে হয় ১৩
ফিরে আসা ১৪
অথচ জলের জন্যেই ১৫
অস্থিমজ্জায় কোনো ১৭
লক্ষ লক্ষ শিশু ১৯
গর্জনের সামনে ২০
কিছু শোনা না গেলেও ২১
দেয়ালের বাইরে ২২
নির্জনে ২৩
সন্ধের পথে ২৪
বারে বারে এই ঘর ২৫
চক্কর ২৬
অলিগলি ঘুরে ২৭
চব্বিশ ঘণ্টায় ২৭
দিনলিপি ২৮
যদি তাদের বুকের পাশে ২৯
একি কোনো নির্জনতা ৩০
এত ঝড়জলেও ৩২
এই ইস্পাত ৩৩
স্বর ৩৪
অন্ত স্রোত ৩৫
পদ্মপাতায় কাঁপে ৩৬
রাস্তায় ৩৭
কোনো কোনো চিহ্ন ৩৭
সময় ৩৮
সাইকেলে ভর ক'রে ৩৯
গভীর শহরে ৪০
একজন নিশ্চয় দাঁড়িয়ে ৪১
ঠাসবুনোন শহরটা ৪২
রহস্য ৪৩
কথা ৪৪
ঘুরে ফিরে এইখানে ৪৫
পোড়া মাঠে ওরা ছিল ৪৬
তারিখ ৪৬
সন্ধের মেলায় ৪৭
মানস সরোবরের পাখিরা ৪৭
পেছন থেকে যে ডাক শুনি ৪৮
সেই ভেজা মাটির উপর ৪৯
এই একটা রাত্তির ৫০

প্রথম পলি শেষ পাথর

পুরোনো নতুনের টানে গন্ধ শব্দ ৫৫
এর পর কোনো ৫৮
ওই তুঙ্গে ৫৯
সবই রাস্তার কথা ৫৯
স্তব্ধ নয় ৬০
আমি ধোঁয়া দেখে ৬০
আবার এক অস্থিরতা ৬১
এখন ভাবনা ৬১
পড়ন্ত বেলার বাড়ি ৬২
আমি অন্ন ক'রে বলি ৬২
এক চিলতে ফাঁক রয়েছে ৬২
ভিড়ের মধ্যে ৬৩
আমার একটা মজা গাঙ ৬৩
খাতা খুলে ৬৪
পুঁথি ৬৪

শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম ৬৫
রাস্তার দুই সার দোকানের... ৬৫
বানাও ইন্দ্রপুরী ৬৫
খোলা ৬৬
দৃশ্য ৬৬
বিকেলবেলায় ৬৬
সাবাস মাদারি ৬৭
মাটি কেবলই কাঁপছে ৬৭
এসব কিছু নয় ৬৮
শিশু ৬৮
কথাগুলোকে ৬৯
এই কয়েকটা ছত্র ৭০
নিরুদ্দেশের মাঝখানে ৭০
তারা অবিশ্রান্ত আসে ৭১
পারাপার ৭১
আলো থেকে বেরিয়ে ৭২
এইবার চলো ৭৩
ফসল ঘন হয়ে উঠলে ৭৪
অপেক্ষায় ৭৪
মহিমা ৭৫
চওড়া চওড়া রাস্তায় ৭৬
পরম আশ্রয়ে ৭৭
তুমুল পথে আসেনি তো ৭৮
যদিও কোথায় ৭৮
ইচ্ছে পুষে রেখেছিল ৭৯
পতন ৭৯
লণ্ঠনটা দপদপ করে ৮০
এই যে গ্রীষ্মের ৮০
যে এসেছে ৮২
অন্য এক হাত ৮২
শিয়রের তারা আর ৮২
শেষ গাড়ি ছেড়ে গেছে ৮৩
মোড়ের ঘুরপাক ৮৪
অন্তরাল একটু সরলে ৮৫
ভিটে আগলে ৮৫
সে তার প্রলাপ ব'কে ৮৬
এক শিশুকে দেখে ৮৬
নিশ্চল রয়েছো ৮৭
সাত সমুদ্র পার হয়ে ৮৮
অগ্নিবলয়ের এপারে ৮৯
কি ক'রে আগলাব আমি ৮৯

খুঁজতে খুঁজতে এতদূর

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ৯৩
প্রতিমূর্তি ৯৩
শহরের চৌকাঠ পার হয়ে ৯৪
তবেই তোমার কথা টইটম্বুর ৯৫
শান্ত ৯৫
মোহনগঞ্জের উপাখ্যান ৯৬
সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে ৯৭
তোমার মূর্তি আমি ৯৮
এই হাওয়া ৯৮
আমি যেখানে ৯৮
কাপের ওপর হালকা ধোঁয়ায় ৯৯
নিটোলের স্বপ্ন শেষ হলেই ১০০
পুরোনো চিঠি খুলতে গেলে ১০১
বৃক্ষমূলে ১০১
অলঙ্কার ১০২
কাঁচ ঘর ১০২
বন কেটে বসত ১০৩
বিরতি ১০৩
যেখানে আংটার মাথা ১০৪
স্পর্শ থেকে স'রে গেলে ১০৪
চুলা ১০৫

আমার হাতে কোনো ১০৫
কেয়ারির চারা ১০৬
সাদা ভাত মুঠোয় ১০৬
ছেঁড়া ক্ষত গুলো ১০৭
দুই ঠোঁট ১০৮
চেনা জল ১১০
হায় ১১১
চেনাজানার মধ্যে ১১২
আলো-আঁধারির তামাশা ১১৩
বৃষ্টি ১১৩
এই স্তব্ধতায় ১১৪
পাতা উল্টে গেলে ১১৪
জড়ো হওয়া ১১৫
অপেক্ষা ১১৬
দূর পাল্লার নাড়া ১১৬
যাত্রা শুরু চলা ১১৭
দেখার জায়গায় ১১৭
পুরো দিনটা... ১১৮
দুস্তর ১১৯
সব ভার নামিয়ে ১১৯
দেখলাম লোকটা ১২০
এমনই ভঙ্গুরতা ১২০
তুমি শান্তিতে চোখ বুঁজে ১২১
চারপাইয়ের ওপর ১২২
পটবদল ১২২
ময়দানের ওপারে হলঘর ১২৩
সবই ভণ্ডুল ১২৪
কোন্ বিন্দুতে কখন ১২৪
আমি জানি না ১২৫
শূন্যতার বিরুদ্ধে ১২৬
দ্বৈত ১২৭
কথা বোঝবার জন্যে ১২৮
পরিস্থিতি ১২৮
স্থিতিহীন ১২৯
সমুদ্দুরে যায় ১৩০
এইখানে স'রে এসে ১৩০
যত আগুন ১৩১
দক্ষিণা বাতাস কি এইভাবে ১৩২
ওই কোন্ নক্ষত্রের ১৩৩
কামিলার সময়ের ভিতরে ১৩৩
উছ্‌লে উঠেছিল ১৩৪
জানি না কত কাছে ১৩৪
আবার কথা খুঁজতে হবে ১৩৫
স্ফটিক জল চিৎকারে ১৩৬
এতসব চিনিয়েছিল ১৩৬
কামিলা হাঁটছিল ১৩৭
একসঙ্গে ১৩৮
বাইরে ১৩৮
কৌশল কথা ১৩৯
সম্রাট ১৪০
নাটকীয় ১ ১৪০
নাটকীয় ২ ১৪১
শিল্প ১৪১
ছবিগল্প ১৪২
খেলা ১৪২
এ এক রাজা ১৪৩
আমি বেরিয়ে পড়েছি ১৪৪
নিসর্গের বুকে ১৪৫
শেষ সরাইখানায় ১৪৫
রাজা ১৪৬
সাপের পাঁচালি ১৪৭
তিনি ১৪৮
ডকুমেন্টারি ১৫০
কাটল ১৫০

রোদ ডেকেছে ১৫০

যদিও আগুন ঝড় বন্যা ভাঙা

অথচ ঘুরতে ঘুরতে ১৫৫
আমি তো সহজ করেই ১৫৬
এখন ভাখো ১৫৮
ছবি ১৫৯
কত যে আমি হেঁটেছি ১৬০
স্বপ্ন দেখায় ১৬০
সেই দেশে ১৬১
মোলোয়েজ, তোমার উদ্দেশে ১৬২
যেমন বৃষ্টি ঝরে ১৬৩
আগুনের কথা আমি... ১৬৩
সব যাত্রায় ১৬৪
কেমন ক'রে দিন যায় ১৬৪
কিন্তু তার মাঝখানে ১৬৫
একের পর আর ১৬৬
ধুলোর মানুষ ১৬৬
দৃশ্যমান ১৬৭
এর পরে ১৬৮
খেল ১৬৮
শর্টকাটের খবর ১৬৯
তুফানে ১৭০
জীবনানন্দ ১৭০
নটরাজ ১৭১
যখন থমকে যাই ১৭১
তবুও আমি বলছি ১৭২
জাহাজঘাটার সকাল ১৭২
বাতাস কাঁপিয়ে ১৭২
ওই ধারাজলে ১৭৩
জখম ১৭৩
চিৎকার ১৭৪

পরিশিষ্ট ১৭৫

ভুল সংশোধন

২০ পৃষ্ঠায় গর্জনের সামনে কবিতায় ১৪ লাইনে 'যাচ্চেতাই' হবে 'যাচ্ছেতাই'
২১ পৃষ্ঠায় অস্তির কথা কবিতায় ৯ লাইনে 'যেখানে' হবে 'সেখানে'
২৭ পৃষ্ঠায় অলিগলি কবিতায় ৬ লাইনে 'মুখো' হবে 'মুখে'
৪১ পৃষ্ঠায় গভীর শহরে কবিতায় ৩১ লাইনে 'পুরা' হবে 'পুরো'
৮০ পৃষ্ঠায় লণ্ঠনটা দপদপ কবিতায় ৬ লাইনে 'আলো' হবে 'আলো'
৮ লাইনে 'আলে' হবে 'আগুন'
৮৯ পৃষ্ঠায় কবিতার নামটা হবে অগ্নিবলয়ের এপারে
৯৩ পৃষ্ঠায় সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে কবিতায় ৭ লাইনে 'আনা' 'হবে 'অন্য'
৯৫ পৃষ্ঠায় শব কবিতায় ১৬ লাইনে 'এ-তাদের' হবে 'তাদের এ'

শুধু রাতের শব্দ নয়

শুধু রাতের শব্দ নয়

প্রথম সমুদ্র আমার ভোরবেলার।
অন্ধকার তাঁবুটা ভেঙে দিয়ে
আমি তাকিয়েছিলাম যেখানে সূর্য ওঠে,
একমুঠো ঝিনুকে শুধু রঙ নয়
মাস্তুলের হেলানো ছায়া,
ভিজে বালির উপর পায়ের দাগ অস্থির,
জলের উচ্ছ্বাসে কোটি গলার ডাক
আমাকে তোলপাড় করেছিল,
আমি পৃথিবীর আলোয় ঘুরে
অদৃশ্য তট আর আমার দোসরদের কথা ভেবেছিলাম।

শেষ সমুদ্র সূর্যডোবার।
আদিগন্ত ঢেউ কি সমস্ত দুঃখকে নাচায় ?
সন্তানসন্ততির মুখ
তুমুল জলের উপর ঝুঁকে থাকে,
আমি কি তাদের যন্ত্রণার ছাঁচে দেখি ?
অগণ্য দোসরের পাশাপাশি
তারা আমার মমতায় সংলগ্ন,
সেখানে কোনো আশা কখনো মরে না।
শুধু কি রাতের শব্দ ?
আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন
আমার শেষ সমুদ্রে।

দ্যাখো এই আমি এলাম

তোমরা কখন আমাকে ডেকেছিলে
সময়ের কোন্ চূড়ায় দাঁড়িয়ে ?
আমার বুকের ভিতরে
কত বছরের চ'লে-যাওয়া,

আমি কান পাতলে
আমার দু'পায়ের সেই চ'লে-যাওয়া,
এক টুকরো জমির উপর
আওয়াজ থেকে স'রে স'রে পশ্চিমে
ক্রমে সন্ধে গড়িয়ে
ক্রমে হৃৎপিণ্ডের আলাদা স্তব্ধতার কাছে।

তোমরা কেউ আমাকে ডেকেছিলে
পুবকোণে দাঁড়িয়ে ?
পর্দাটা ভীষণভাবে ন'ড়ে গেল
যেন শব্দকে আর ঠেকাতে পারছে না,
আমি ধোঁয়ার লণ্ঠন উঠিয়ে আতিপাতি
আমার হাতের আধগজ আলো
কোনো মুখ পর্যন্ত পৌঁছল না।
আবার আমি হলদে পাতার উপর,
কিন্তু আকাশ দপদপ ক'রে উঠল
আমি আর নড়িনি
তবু টের পেলাম এবার ফিরতি টান
পুবপশ্চিম আলোয় ভাসল ব'লে
এবং আমার নাম উজান স্রোতে।
দ্যাখো এই আমি এলাম
তোমাদের মেলায়,
এই পাকাচুল মানুষটা
পঁচিশটা শীতের বরফ ঢাকা
গ্রীষ্মের তুষে পুড়তে পুড়তে পুড়তে পুড়তে।
চিনতে পারো ?
রাত্তিরের চোখ দিয়ে আমি তোমাদের মেলাই
সেই কবেকার সকালে,
তোমাদের মুখের ভোলে বুঝি
প্রথম সবুজের জের রয়েছে।

ছোটরা আমাকে ছুঁয়ে দেখুক।
কিংবদন্তী কই, এ তো রক্তমাংসের মানুষ!
তোমরা আমাকে ছোঁও
তাহলে আমি আমার শৈশবের নদীকে পাব,
আমাকে শুইয়ে দেবার মাটি তারই দুই ধারে।

বদলটা অন্ধকারে হয়

বদলটা অন্ধকারে হয়,
ঘুমঘুম ট্রেনে চেপে আমি রওনা হই।
চকের জ্বলন্ত ঘণ্টাঘর আর আমাকে টানে না
পড়শীরা তাদের দুর্গের ফোকর থেকে
হাসি ছুঁড়ে বলে না, অভিযানে যাও।
অভিযান!
পতঙ্গের মতো ঝটপট
দু'চোখ বন্ধ ক'রে মাথাকোটা,
আবার ফিরে এলে
ঘুলঘুলির ফাঁকে বরণ-মুদ্রা
যেন মস্ত বিজয়কে আমি বগলদাবা ক'রে এনেছি।
অথচ আমার তো জানা
পায়ের তলায় রাস্তাগুলো কেমন উলটে থাকে,
এবং বুকে হেঁটে আমার যাওয়া
সেই স্তম্ভটা পর্যন্ত,
ফিরতি পথে একশোবার হাঁটু ভেঙে বসা
আর শুকনো পাতার গাদায় মুখ গোঁজা,
মহল্লায় এসে গেলে পথ জুড়ে দুর্গ
পাচিলের ভিতরে আমার জন্যে তৈরি
নিঝ্‌ঝুম বিশ্রাম।

আমি রাতের ট্রেনে পাড়ি দিই,
সমস্ত পথ ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ

আদরের কথার শব্দ,
জানলা দিয়ে তাকালে
এপার ওপার কালো দাখি
পাড় অব্দি গাছগাছালির ঢল,
চোখের দু'পাতা এক করলে
শনশন কালবৈশাখী
আর মৌসুমী হাওয়ার মন্তর।
মেঘ কেটে যেতেই রোদ
আমার ছোটবেলার ছুটোপুটির রোদ,
প্রকাণ্ড ইষ্টিশনের মাথায় সূর্য
উপরে নিচে পাশে লোহার বাজনা
টালমাটাল মানুষ,
আমি পৌছলাম।

দুরন্ত স্রোতে আমার পা
ঘাসমাটিপাথর হুড়মুড়িয়ে
ঘরবাড়ি টলতে টলতে
আমাকে মাঝখানে নিয়ে দুরন্ত,
লক্ষ মুখ বিস্ফোরণের আভায়
আর, কী ঐ আহা আগমনীর গান,
কোন্ আশ্বিনের সূর্য
বুলায় ছোট্ট মুঠোয় ধরা,
আমি পৌছলাম
আমার কেন্দ্রে বাংলায় আমার বাংলাদেশে।

ফিরে আসা

কয়েক হাজার মাইল
কয়েক হাজার দিন,
ঘোড়ার খুরে ধুলো ওড়েনি
চাকার ঘর্ঘর ছিল না।

কিম্বা অস্ত তীরের জন্তে জলের তোলপাড়,
চলার সমস্ত শব্দ আমার পাঁজরে ছিল
আমি তারই রেশ নিয়ে ফিরে এসেছি
আপনজন।

দরজাটা শুধু ভেজানো
আমি হাত দিতেই পাল্লা স'রে যায়,
ছাদ থেকে সন্ধে নেমেছে
আলো জ্বালা হয়েছে
মুখ ক'টির চারপাশে ছায়া কাঁপছে,
ওরা বুঝি দরজার দিকেই ঘুরে ছিল
সব হাসি একসঙ্গে আমার উপর পড়ে
ঠোঁট থেকে চোখ থেকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে,
ওদের রক্তের বাজনা
এখন আমার পাঁজরে।
আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ঘরসংসার
বাংলার জল মাটি হাওয়ার সাজ,
উনুনের কোণটা রাঙা হয়ে উঠেছে
ঝড়ের আকাশ হঠাৎ যেমন হয়।
আছে দাঁড়াবার একটু ঠাঁই ?
ওরা হাসছে, আমি যে ফিরে এসেছি
আপনজন।

অথচ জলের জন্যেই

বালির ঝড়ে চলতে চলতে
ক্রোশের পর ক্রোশ
আমার মন তখন বৃষ্টিতে টইটম্বুর
আমার পা পলিমাটিতে নামার জন্তে
বাতাসে ভর দিতে চায়।

চলতে চলতে আমি যাদের দেখেছি
তারা কেউ আমার নিকটের নয়,
আমার পৃথিবী যেখানে ফুরোয় তারা সেইখানে,
তাদের হাতের কোণ সূক্ষ্ম কেটে কেটে
হাজারধার কাঁচে ছড়িয়ে দিয়েছিল
তাদের পুষ্ট ঠোঁট পাথরের ছাঁচে ঢালা,
বোধহয় তারা আমাকে ডেকেছিল
আমি শুনতে পাইনি, কেননা তাদের ভাষায়
ছায়া ছিল না।
যেমন ছায়ায় আমি কৈশোরে গা জুড়োতাম।
চলতে চলতে আমি কেবলই ঘ্রাণ নিয়েছি
কখন বাতাসে ভিজে গন্ধ টের পাই,
কালো দীঘি কলমি পিছল পাড়
আর আঁজলা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল
আমি বুক পেতে কোন্ আষাঢ় শ্রাবণে,
দিগন্তের তটে বনবাজিনীল
চলতে চলতে ইন্দ্রজালের মতো,
কখনো-বা সীমান্তে মেঘের পাহাড়
রাত্তিরের মুষলধারায় ভাঙবার মুখে।
আমি ভেবেছি মেঘের গাড়ে সারা শরীর ধুয়ে
কখন আমি নিরন্ন ঘরে শুতে যাব
এবং একজন অন্তজনকে সান্ত্বনা দেব
এবং চোখ বোজার আগেই সর্বনাশের দোলায়
বিজয়ের স্বপ্ন দেখব।

চলতে চলতে এ কোথায় পৌঁছলাম ?
যারা আমার এত কাছে
তাদের আমি নাগাল পাই না,
আমার চোখের জ্বালা কোথায় রাখি
কারো মুখে কোনো আর্দ্রতা নেই,

গাছপালার ছায়া পায়ের নিচে চেপে ধ'রে
তারা স্বয়ংপ্রভ।
অনর্গল ঘোষণায় দিনরাত্রের ঘণ্টাগুলো কাঁপে
কিন্তু আমি কোনো বাজনা শুনি না
খরার মধ্যে সমস্ত সুর জ্ব'লে যায়,
ঘরের চাল থেকে টুপটাপ টুপটাপ
যত স্মৃতি
এবং ততই আমি উন্মুখ,
আমি তো তৃষ্ণায় চিহ্নিত হ'য়ে আছি
তবু কথকথার সাতমহল তৈরি হয়
তার গায়ে না শ্যাওলা না মৌসুমীর নোনা,
ঝকঝকে শুকনো পাথরে আমি বন্দী।
ধারালো পাড়ে যারা দাঁড়িয়ে
তাদের হাত আমি কী ক'রে ধরব
তারা সবাই সূর্য নিয়ে খেলা করে,
কোনো হৃদয়ে বুঝি জলধারার দুঃখ নেই
অথচ জলেরই জন্যেই আমার আসা।

অস্থিমজ্জায় কোনো

অস্থিমজ্জায় বুঝি কোনো গোপনতা থাকে।
তাদের ঠোঁট চোখের তারা আর ত্বকের আলোয়
আমি উদ্ভাসিত হয়েছিলাম,
তারা গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখেছিল
আমি তাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম,
কেউ কিছু সাজিয়ে সাজিয়ে বলেনি
সবটাই পাপড়ি খোলার সঙ্গে
পাতার উপর রোদ পড়ার সঙ্গে
মৌসুমী হাওয়ায় বৃষ্টির সঙ্গে
এবং শিশুরা বড়ো হয়ে যখন হঠাৎ তাকাল

আর তাদের বাপ-মা মনের বোঝা যখন পালকের
মতো উড়িয়ে দিল
তার সঙ্গে,
কেউ কিছু সাজিয়ে বলেনি,
কিন্তু প্রত্যেকটা কথা নিশানের মতো দুলছিল
আমাকে ডেকে ডেকে, আমি শুনেছিলাম
এবং এক বন্ধ নদী আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল
তাদের বুকের দরোজায়।
আরো কথা চোখ মুখ থেকে
আরো কথা হাত পা ঘুরোলে
সবই আকাশের তারা হবার মতো;
আমি মাথা তুলে ধরেছিলাম
উজ্জ্বলতার জন্যে
এবং রাত্তিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম।
আশ্চর্য এই : আমি এখন নৈঃশব্দ্যে
কোনো গুঞ্জন আর নেই
বাতাসেও না জলেও না,
আমাকে ঘিরে এত ছলছল
যেন দু'চোখের পাতার নিচে জড়ো হয়েছে।

তবে কি কোনো কথা ধমনীর ভিতরে নয়?
নিশানের যত রঙ রাত্তিরে ধুয়ে যায়
এবং কোন্ উৎসে গান আছে তার জন্যে আমি মাথা কুটি
চোখ মুখ ঠোঁটের ভাষার তলায়
বুঝি এক করাত শিকড়ে শিকড়ে বসানো ছিল,
অস্থিতে মজ্জায় ভয়ঙ্কর গোপনতা ছিল।

লক্ষ লক্ষ শিশু

লক্ষ লক্ষ শিশু
ফুটপাত ছাড়িয়ে ভাঙা রাস্তায় পা দিতে
না দিতেই পাখনায় থরথর
কলকাতা এমন রঙ বিলোয় যে কথায় কথায়
ঘাসপাতা প্রজাপতি এবং অগুন্তি তারা ছয়লাপ
ট্রামলাইন ফুরিয়ে দিয়ে খোলা মাঠ
গঙ্গার বুকে নৌকো
কাগজের ভাঁজ থেকে তরতরিয়ে
অনেক ক্ষেতের ধারে কনে বা বিকেল পেরিয়ে
ফানুসের আলো
চয়ের হাওয়ায় ঘুরে মাতলায়।

তখনই সন্ধের ফুল ফুটে ওঠে
গড়িয়াহাট ছলাৎছল নদীর পাড়ের
দোলা নিয়ে নলখাগড়া কাশবন
আর বেল রজনীগন্ধার ফুয়ে
একরত্তি গায়ের সুবাস
মালা আর পুতুলকে আঁকড়ে ধ'রে ভিড়ের উজানে চলতি পথ
বুড়োমানুষের বুক কচি মুখটা আগলে আগলে
অন্ধকার পার হয়ে একটু আলোয়
একটু কেন একটু কেন এই ব্যাকুলতা খালি
কারণ দূরের পাড়ি দিতে হলে আলো
এমনকি বাড়ির রাস্তা অন্ধকারে হারাবার মতো।

এখনই দক্ষিণ পুরো খুলে যায়
আ-মরি বাতাস আহা সমুদ্দুর
গা-জুড়োনো রাত কথা বলি-বলি
অথচ ঘরের ভিত ভীষণ ঝড়ের দিকে

ছোট্ট বিছানায় কোণ শাল তুলে কলকল
কত লক্ষ হাত বাড়ে
কত-না মজার দেশ বাকী
যখন কালকের সূর্য উঠবে কলকাতা
বাঁশের ইশারা-লাগা সোনার রোদ্দুরে
ইস্কুলের স্মিত্তি পথে হৈ হৈ বাড়ি
আশ্চর্য হবার গল্প
সব গলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে বুলার চিৎকারে
খুশির হাজার লক্ষ ঢেউ।

গর্জনের সামনে

গর্জনের মুখে একটা তারা কাঁপছে। তাকে দেখার পরই আমরা বেরিয়ে ছিলাম, বুলা আর আমি। এতক্ষণ হাঁটছিলাম। আমরা সারা পথ নানান কথা বলছিলাম। মানুষ, চড়ুই, টগর, জল, কাঠবিড়াল, আমরা আর ঐ তারা। সবটাই তো আমাদের ভালো-লাগা। আমরা বুঝেছি আমাদের যে বুদ্ধি আছে তা দিয়ে কোনো হিসেব মেলানো যায় না। আমরা তাই এই ভাবেই বলি। তোমার সঙ্গে চলতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে দেখতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে ভাবতে আমার ভালো লাগে।

তারাটা যখন সবে ফুটেছে তখন আমরা বেরিয়েছিলাম। আমরা কোনো কিছু থেকেই আলাদা হয়ে যাইনি। এই দিন এবং এর আগের সবগুলো দিন এবং সবগুলো সন্ধে আর রাত আমরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। আমরা কথা বলছিলাম। কথাগুলো যেন জুড়ে জুড়ে এক সাঁকো, তার উপর দিয়ে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে সমস্ত বোঝাবুঝি পারাপার করছিল। কষ্ট কি ছিল না? ভীষণভাবেই ছিল। খাবারের দোকানের কাছে ভিখিরি ছেলেটা কোনো দিন আমাদের নজর এড়ায়নি। এবং ঘরে বাইরে যত যাচ্ছেতাই চিৎকার আমরা শুনেছি, সব আমাদের কানে লেগে ছিল। তবু আমরা তাদের ছাপিয়ে উঠছিলাম, এই সমস্তকে শুধরে-নেওয়া আর একটা সময়ের কথা আমরা ভাবছিলাম, বলছিলাম। আমাদের বলা এবং শোনা অনেক কবিতার বাজনা আমাদের উছলে তুলেছিল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে এসেছি ? যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ঐ তারা এখন কাঁপছে। আমি ধুলায় হাত শক্ত ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।

কিছু শোনা না গেলেও

কিছু শোনা যাবে না
আমার কথার ভিতরে তখন অন্ধকার
শব্দগুলো একের পর এক নিভে গিয়েছে,
তবু আমার দু'চোখের পড়ন্ত রোদ
তোমার মাথার উপর ভোরের আকাশ ধরবে।

ছোট দুটো হাত
তখন এক বিশাল পাথরের বিরুদ্ধে
যেন সেই দিনগুলো গুঁড়িয়ে না যায়
যেখানে আমাদের অনুভব হীরের মতো জ্বলছে
যেখান থেকে আমরা পৃথিবীর বৈভব দেখেছি।
কিন্তু মৃতভারের সঙ্গে
তুমি কতক্ষণ আর যুঝতে পারো ?
আমার চোখ বলবে
ছেড়ে দাও,
এই পাথর থেকে স্রোত
তোমার সমতলে নামবে,
তোমার সব প্রিয় মুহূর্ত
কোটি কোটি মানুষের সুখে
দিগন্তজোড়া ফসল হবে

স্বস্তির কথা কে বলে

আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে ? আমার দিন আর রাতগুলোয় বাঘনখ বুলা। ছেলেমেয়েদের এত আনন্দ আছে আমি ভাবি, কিন্তু খেলনা বাগান আর টাপুরটুপুর ভাবতে ভাবতে আমি ঝলসানো ঘাসের উপর গিয়ে পড়ি। তখন উনুনে ভাত ফোটার সময়। এত মুখে জোগাবার ধান সে-মাটিতে আর তো জন্মায় না। সেখানে ব'সে প্রবোধ দিতে আমার সমস্ত রক্ত হিম হয়ে আসে। আর জোড়া জোড়া চোখ আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে। একের পর এক, অন্তহীন মিছিল।

ভালোবাসার জন্যে আমার বুকের দুই খাতায় অভ্যর্থনা টাঙিয়ে রাখি। শিশু যেখানে হাত ছুঁইয়ে আস্তে আস্তে মাথা রাখে। একঘর স্বপ্ন তার চোখের পাতার উপর, তার ঠোঁটের বাঁকে। কিন্তু যুদ্ধের দামামা কাছে আসে। আমি তা চাপা দেবার জন্যে যত স্নেহের ঢেউ তুলি, দেয়ালের ইঁটে তত জোর হুমকি ওঠে। আর দুই বুকের উপর এসে কাঠি পড়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দে শুধু হায় হায়।

আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে ?
দ্যাখো না আমার হাসিমুখ বুলা হঠাৎ হঠাৎ কী যন্ত্রণার মূর্তি হয় !

দেয়ালের বাইরে

আমার এমন যন্ত্রপাতি নেই যে ঘরের দেয়াল ভাঙতে পারি। আছে হাতের কয়টা আঙুল, সেগুলো মুঠো ক'রে ইঁটের উপর মারি। সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ছিঁড়ে যায় আর সেই ফাঁক দিয়ে আমার বুকের রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে।

আমার গর্ব ছিল এক প্রকাণ্ড সূর্যের, মস্ত প্রান্তরের, আসমুদ্র নদীর স্রোতের। এক সদ্যজাগা গলা আমি তাদের সুরে বেঁধে নিয়েছিলাম, রোজ শুনতাম। কচি কথাগুলোকে আমি চারিয়ে দিতাম রোদে, জলহাওয়ায়, আমার আগুয়ান ভাবনায়। আমি মনে মনে বলতাম শিশুদের গান ক্ষেতের ফসলকে দোলাবে, বইয়ের অক্ষরগুলোকে নাচাবে। আমি একটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছিলাম আর কতটুকু সময় পেরোলে আরামের তাপ ঘিরে সবাই গোল হয়ে বসবে এবং সাজানো থালাবাটিকে চোখ দিয়ে আদর করবে। তারপর ভোরে ঘুমের কোল ছাড়লে হাতপায়ে আলো ঠিকরোবে এবং দিনের উজ্জ্বলতায় মিশে যাওয়ার জন্যে

আবার সবাই যেতে উঠবে, আমি ভাবতাম।

হায়রে সূর্য! হায়রে স্রোত! এখন আমি দেয়ালের বাইরে ঘুরছি। আমি বন্ধুমুখের কথা ভাবছি। আমি আঙুল মুঠো ক'রে ইঁটের উপর মারছি আর বুকের রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

নির্জনে

বৈশাখের রোদ্দুর চিরে আসে
একটি নরম ডাক,
যদিও মাঠঘাট পুড়ছে
পুকুরের জল নিষ্ঠুর আয়না
তবু একটি হাতের পদ্মফুল হাসে।

*

ক্ষেতের মাটি অসাড়
শূন্য ভিটে দুপুর ছেয়ে আকন্দ গাছ,
আমার কানে মন্ত্রের মতো
ধানের চারা ধানের চারা,
উঠোনে ঘরে পথে পথে
কলকণ্ঠের অঝোর ফোয়ারা।

*

সন্ধের কথা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে
ধোঁয়ার ঘরে
নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা একটা,
কিন্তু গন্ধ জলজল করে
সন্ধেতারায়।

*

চলতি রাস্তা মানুষ হঠাৎ হারিয়ে যায়
ঘর-বার কিছুই অচেনা,
আমার বুকের আড়ালে
সারা রাত জ্বালিয়ে রাখি তোমার গান,

সারা রাত হাহাকারের ঝাপটায়
নিভন্তে নিভন্তেও তা নেভে না !

সন্ধের পথে

সন্ধের পথে বেভুমার লোক,
খাঁখাঁ রাস্তা আর পোড়া আকাশ
বালিগঞ্জের দুপুরে প'ড়ে থাকে,
শিকড়গুলোর পাথরের কামড়
একটু একটু ক'রে আলগা হয়,
চোখের কোণে যেটুকু নীল ছিল গাঢ় হতেই
শ'য়ে শ'য়ে বিজলির চমক।
তখনো দালানকোঠা পুরো ঠাণ্ডা হয় না,
তাও নিয়েই দেয়াল রঙে রঙে ঢেকে যায়
গোধূলির শাড়ি ময়ূরপঙ্খী ফুটফুটে হাজার:রাতের।
জোয়ার খেলে কটকওয়ালা বাজারে
শুকনো ডাঁটা খোসা ধুলোসুদ্ধ ভাসিয়ে
ঝুড়ির মধ্যে অসাড় সবুজ উলটে পালটে।

কহতা মেলা কখনো থামো-থামো
দোকানের সামনে ভিতরে অবাক,
গয়নায় কাপড়ে সন্ধে-রাতটা রাণীর মতো লাগে
তার মুকুটের তারা বুঝি আকাশে,
হাওয়ার তরঙ্গে মণিমাণিক
হাতের আগে আঙুলের ফাঁকে শূন্যে।
মাটিতে কি শুরুগুরু ?
নাকি উপর থেকে মস্ত চাকা
গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে নামে ?
হাসির ধাক্কায় দেয়াল থরথর করে,
ইঁটের নিচে ইঁটে ভিতের মধ্যে

জ্বর যেন বাসা বেঁধে আছে।
পাগুলো নাচের মতো ঘোরে ফেরে
যেখানে ফুটপাত ঘেঁষে কানা আলোয়
রক্তের আবর্ত ভীষণভাবে পাক খায়।

বারে বারে এই ঘর

বারে বারেই এই ঘর।
সকালের ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে
দরজাজানলার ফোকরগুলো হাঁপায়.
কয়লার উপরে মা'র কান্নার মুখ,
হাঁড়িপাতিল খাঁ খাঁ করে।
সামনেই রাস্তায় ভিজে-ভিজে ধুলো,
ঠিক বোঝা যায় না
রাতে বৃষ্টি হয়েছে, না, রক্ত।

গল্প শুনতে শুনতে
বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছিল,
তারা চোখ রগড়ে দ্যাখে
তেপান্তর নেই
উধাও হবার হাওয়া নেই
দাঁড়াতে গেলে কালো আকাশে মাথা ঠেকে যায়
তাদের চোখ জ্বলে পেটের নাড়ী জ্বলে
তারা কি হাপরের মধ্যে রয়েছে ?

উঁচু হ'য়ে একটা আওয়াজ আসে।
সে কি সমুদ্রের, না ঝড়ের,
না, অনেক গলার চিৎকারের ?
আসতেই থাকে,
অথচ গাছের পাতা নড়ে না

ধোঁয়া যেমন ঘোরায় তেমনি ঘোরে,
মা কেবল ক্ষণভরে কান্নার মুখটা তোলে
আর বাচ্চারা ঘনঘন বাইরে উঁকি দেয়।

চক্কর

বালিগঞ্জ কালীঘাট চক্কর দিয়ে এসে
মস্ত বড় মোড়টায়।
এগোবার বা পেছোবার প্রশ্ন নেই
যেখানে আরম্ভ পৃথিবী পরিক্রমা
সেইখানেই শেষ হয়,
যেখানে মেয়েটা দুই হাতে
দেদার কুঁড়ি বুকের উত্তাপে ধ'রে
আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে থাকে,
আর ঝুলন্ত আপেলগুলো
অবিরত সুতোর উপর খেলে,
শিকড়ের কথা উড়িয়ে নিয়ে
বঙ্গোপসাগরের হাওয়া
কোন্ হিমবাহে চ'লে যায়,
আর জননীর স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে উঠ্‌তি জোয়ান
সেই দিকে পা বাড়ায়
যেদিক থেকে রাত্তিরের ডাক আসে।

তখনো কংক্রিটের কঠিন গা বেয়ে
নরম আশমানী নীল গড়িয়ে পড়ে
এবং কয়েকটা গানের কলি
স্নায়ুশিরার উপর আবিরের রঙ ছোঁড়ে।
তখনো অন্ধকার নামে না,
সব পায়ের দাগ
গোল হয়ে এসে মেলে।

বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত,
ঘুরে ঘুরে।
মাঝখানের বিন্দুটা ঘুরে ঘুরে
যেন তুরপুনে পৃথিবীর বুক
এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দেবে।

অলিগলি ঘুরে

অলিগলি ঘুরে রোজ প্রকাণ্ড চিম্‌নিটার সামনে। দোকানের ঝলমল পেছনে ফেলে, মেয়েদের বুকের চমক পেরিয়ে এসে। কালো চোঙটার কোথাও একটু ঝিলিক নেই, স্পন্দন নেই। তবু তার ভিতরের লড়াই যেন আমাদের স্নায়ুতে শিরশির করে। হিংস্র থাবা বুঝি লোহার দেয়ালে রক্তের ফিন্‌কি উঠিয়ে দেয়। অথচ উপরে শুধু ধোঁয়া। ধোঁয়ার মধ্যে গাঢ় আকাশ বা তারা, কখনো কখনো ঝড়ের ভ্রূকুটি। পাখিদের ঝাঁক ডানা ঝাপটে আমাদের মুখো চেউ লাগিয়ে যায় সিঁদুর রোদের, অন্ধকারের, প্রবল হাওয়ার। আমি এবং আরো অনেকে ঘুরন্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর প্রেমিক নায়ক হতে ইচ্ছে করি সকালবেলার শিশুরা তখন ইতিহাসের কাহিনী। তাদের ছোট ছোট আঙুলের দাগ মাটিতে লেগে আছে। তারা মস্ত নর্দমার ধারে জঞ্জালের গাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। খুঁজে খুঁজে পোড়া কয়লা টিনের কৌটো ন্যাকড়া জড়ো ক'রে মাথায় তুলেছিল। তারপর চিম্‌নির আড়ালে রাত্তিরের পথে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে।

চব্বিশ ঘণ্টায়

কারখানার ভোঁ
ঘরের আনাচে কানাচে ভিরমি লাগে
সময়টা খানখান হয়,
কে বলবে কখন বিজ্‌লি জ্বলে
কখন সূর্য।
তবু সকালের জল কাৎরে কাৎরে পড়ে
আস্তাকুড়ের উপর সারা রাতের মায়া জ'মে থাকে।

অবশেষে কাক-চড়ুই গাছের মাথায় ফিরে গেলে
শিশুদের বুকে নির্জনতা নামে,
তারা মা'র নিঃশ্বাসের কাছাকাছি স'রে আসে।

চব্বিশ ঘন্টার ফাঁকে ফাঁকে
দরজার আর্তনাদ,
তখন রাত না দিন,
কতবার মা'র হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে, আছড়ে পড়ে

দিনলিপি

সকাল হতেই দোকানগুলো জেগে উঠেছে। নখদাঁত শানানো হয়ে গেছে। তবু ঠোঁটে মিষ্টি হাসির অলৌকিক টান। বাচ্চাদের হল্লোড় লাগলেই মিটমিট ক'রে তাকাবে। আহা, কী চমৎকার কচি শরীর সব। দ্যাখো, কাঁচের শার্সিতে মুখ সেঁটে দ্যাখো। তারপর এসে ঢোকো হাঁ-র মধ্যে যেখান থেকে কাউকে ফেরানো হয় না।

* * *

থরে থরে ফলে সব্জিতে মারাত্মক রঙ। আমি নাড়াচাড়া ক'রে দেখি আর আমার হাত বিষিয়ে ওঠে। তাদের গায়ে যেন পারমাণবিক ছোঁয়াচ। এই বিষ কী ক'রে ছাড়ানো যায়? আমি বাগান থেকে ঘরে, ঘর থেকে বাগানে নিঃশত্রু বীজের ডানামেলা দেখতে চাই।

* * *

বস্তা উপুড় ক'রে দিলেও মাত্র কয়েক মুঠো। শস্যের দানাগুলো রাস্তার শানের উপর পড়ে। মনে হয় তারা ভেঙে গেল। কাঁচের মতো। তারা এমন ভঙ্গুর হয়েছে। ভেঙেই যায় বোধহয়। তবু তাদের জন্যে কাড়াকাড়ি। কেননা ক্ষেতখামারের পথ নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা অঙ্কুরগুলো সোনায় বাঁধানো হয়েছে। ভাঙা দানা ক'টাই দাঁতে তুললে বুঝবে জীবনের কত স্বাদ।

যদি তাদের বুকের পাশে

আমি এক সামান্য মানুষ,
অগুনতি দিনরাত্তির নিয়ে
আমি একই জায়গায়,
আমি তাদের জড়িয়ে ধুলোয় মুখ রগড়াই,
দুএক পশলা বৃষ্টির সুর জ'মে উঠবে ভাবি
অমনি হাওয়ায় যন্ত্রণা,
আমি যদি-বা চলি যদি-বা থেমে যাই
এখানে ওখানে গোঙানি,
মস্ত নদীর এপারে নদীর ওপার থেকে
দুই পলিমাটির তট
কবরে কবরে চিতায় চিতায় ঝাঁঝরা।
প্রথম চিৎকার আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল
কিন্তু আমি ছিটকে আগুনের মধ্যে যাইনি,
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপেছি
এবং আমার গা থেকে বছরগুলো ঝ'রে ঝ'রে
ধুলোয় মিশে গিয়েছে,
আর এই একটা বছর
ঝড়ের নখে কুটিকুটি।

আমি এক সামান্য মানুষ,
গোলামির মজলিসে
আমি বত্রিশ পাটি দাঁতে হাহা করি,
ঝকঝকে নাল মহিমার কথা শুনি
এবং পুরু গালচের উপর
ছুঁড়ে-দেওয়া মোহরগুলো বিশ আঙুলে হাতড়াই।
তারপর আসর ভাঙে,
ছাতিফাটা শেষ রাতে
মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমি হাহাকারে।

আমি এই সামান্য মানুষ,
তবু এখন আমার রক্তে
পর্ব ঝনঝন ক'রে,
আমার ভাইরা সকালের রোদ
মুঠো ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছে,
তাদের গলার আওয়াজ
লাল নদীর স্রোত পেরিয়ে আমার কানে।
আমি কিছুই পারিনি
তবু তাদের রক্তের অক্ষর
বাংলায় আগাগোড়া আমার ভোরের নাম ডাকে,
পাঁজরের আগুন নিয়ে তারা
এক অন্ধকার গুঁড়িয়ে তারা
ভোরে।
আরো বড় অন্ধকারের ভিতরে
আমি যদি তাদের বুকের পাশে বুক রাখতে পারি।

এ কি কোনো নির্জনতা

নির্জনতা আমার জানা
সেই যখন দুপুরে দূরে ঘুঘু ডাকত
বাঁশবনের পথে শাড়ি চুঁইয়ে ভিজে পায়ের ছাপ পড়ত
অথবা সারা ক্ষেতটা বুকে আঁকড়ে একটা মানুষ
ধনুকের মতো টানটান বেঁকে থাকত
আবার যখন সন্ধের চৌকাঠ ডিঙিয়ে দুই ছায়া
আরো ঘন ছায়া হয়ে মিশে যেত
অথবা সিংদরজার চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলত
এবং ছাই উড়িয়ে উড়িয়ে বাতাস স্বপ্ন নিয়ে ঘুরত
দিন থেকে রাত্তিরে রাত্তির থেকে দিনে।

নির্জনতা আমার জানা
সেই যখন ফুটপাথের কৃষ্ণচূড়া রোদে টসটস করত

কাঁসরের বাজনা পাষাণে পাষাণে চারিয়ে যেত
অথবা ময়দানের আকাশে সেই তারাখসার ঝোঁক
আর গঙ্গার উপর থেকে জাহাজের বৈরাগী বাঁশী
আবার যখন মোটরগাড়ির চাকা ঘুরতে ঘুরতে
ঘুমের ঢেউয়ের মধ্যে থেমে যেত
এবং ঘুমের ভিতর থেকে যেন কোন্ মা'র কান্না ভেসে আসত,
একটা ঝলকানি নিভত
কোনো মুখের উল্লাসের উপর
দুলতে দুলতে যবনিকা নামত।

নির্জনতা আমি জেনেছি।
নিজেকে বিলোবার নিজেকে সমৃদ্ধ করবার ঘনিষ্ঠ মাটিতে।
আমি এই যেখানে এসেছি
এ কি কোনো নির্জনতা,
শব্দে শব্দহীনতায় থিতোনো
আলো অন্ধকারের চাকে নতুন গড়া ?
যদিও আমি এক দ্বীপের মতো সময়ে
কই জলরাশি তো উছলোয় না
অথবা তলে তলে কোনো তরঙ্গ ছড়িয়ে যায় না।
এত ফানুষ তবু জগদ্দল হাওয়া আমাকে চেপে ধরে
এত ঝলক তবু সামনে পেছনে দেখি আলোর পাঁচিল,
আমার চারপাশে হাজার হাজার হাতপায়ে দম দেওয়া
এত নড়াচড়া তবু বুকের মধ্যে থেকে উঠে-আসা শব্দ নেই
অন্ধকার রক্তে কোনো সূর্যের জন্ম নেই।
এক আকাশ-জোড়া শিবির আমি বরাবর দেখেছি
তার হাঁ-করা মুখের টকটকে লাল প্রতিবিম্ব দেখেছি,
এখন তার বিশাল হাসি দেখবার শখে
ধোঁয়া বেয়ে ধোঁয়া বেয়ে
নিভন্ত জন্মার মূর্তি ফুটিয়ে তুলে অভিযাত্রী অভিযাত্রিণীরা,
যেন পায়ের তলায় পৃথিবীকে তারা শূন্যের কাছে গঁপে দেবে।

কারো মনে পড়ে না কখন ঐ মুখ
আগুনের ভাষায় কথা বলেছে।

আর এই গাছপালা ?
তারা রাস্তায় মাঠে নির্লিপ্ত আবহাওয়ায়,
আর তাদের আপনার ধুলো নিরুত্তাপ শুয়ে
সেই ধুলো যেখানে থুবড়ে প'ড়ে বুকের খাঁচাগুলো
হাপরের মতো ফুলকি ছুটিয়েছিল।
এই গাছপালা বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাসও লুকিয়ে রাখেনি
অথচ তাদের শিকড়
রক্তের ধারায় ভিজে লাখ লাখ বাজের আত্মীয়তার অনুভবে ছিল,
তছনছ জমিতে ছিটিয়ে-পড়া হাড়মাংসহৃদয়রক্তের পথে
তারা দাঁড়িয়ে আছে।

এত ঝড়জলেও

এত ঝড়জলেও আগুন নিভল না।

সুন্দরবনের গাছগুলো ঠায় ভিজল। উঠোনের চেলাকাঠ আর কয়লা রসাতলে গিয়ে গাদা হল। হাওয়ার দাঁত চালচুলোর কথা কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ল। নড়াচড়ার ফাঁকগুলো পর্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায় ঠাসা হয়ে গেল।

অনেকদিন ধ'রেই বিড়বিড় ক'রে প্রার্থনা উঠছিল। দরদালান থেকে। পানাপিনার গম্বুজের তলা থেকে। শোবার ঘরের নরম পালঙ্ক থেকে। প্রার্থনা উঠছিল ইস্পাতের ছাউনির মধ্যে হৃদয়হীন বিদ্যুতের মগজ থেকে। প্রলয়ের বৃষ্টি যেন সব ঠাণ্ডা করে হে ভগবান, শরীরের বারুদ যেন ভিজিয়ে জাব ক'রে দেয়। এত কাকুতিমিনতি আকাশে জমা হলে কি প্লাবনের মেঘ হয়, বাতাসে ঘুর লাগায় ?

কিন্তু মুষলধার বর্ষণের পর বুকের একটা দাগও মুছল না, নিঃশ্বাস একটুও হিম হল না। কষ্টের স্তূপের নিচে ভীষণ তাত র'য়ে গেল।

জলে-ডোবা গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর। তারা কেবল জলতে জলছে, জ'লে জ্বেলে জলছে।

এই ইস্পাত

ইস্পাতের ভঙ্গিটা মনের পরতে ব'সে যায়
ঠিক যেমন ক'রে মাংস চেরে।

ফার্নেসের ভীষণ গনগন থেকে
সেই যে বেরিয়ে এল
তাকে ভুষিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করো।
পিতৃহননের বোধ
তখন টগবগ করছিল,
'হুঁশিয়ার' বলতে বলতেই
বুড়ো হাড়গুলো ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে।
তবু আমরা স্নেহের সঙ্গে বললাম:
'দেখো জমি কেমন সুফলা হয়।'
বাবলা শেয়ালকাঁটা যত বাড়ে
ততই যেন ঐশ্বর্য পৃথিবীর ভাঁড়ারে!
তখন সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে
আমিও বললাম:
'ঠাণ্ডা হোক না, ও আমাদের নিবাসকে
এমন চমৎকার গড়ন দেবে।'

ওর শীতল মূর্তিটা
এখন আমি আন্দাজ করি,
শুধু আন্দাজ,
কারণ তার ছায়া আমাকে চোখ খুলতে দেয় না
আর আমি রাতভোর
ঘরদোর ভাঙার শব্দ পাই,
এবং আমার চব্বিশ ঘণ্টায়
রক্তের তাজা গন্ধ,
আমার যা কিছু স্বপ্নের ভিতরে
তাও বিপন্ন হয়ে পড়ে।

আমি বীজের সঙ্গে
মানুষের সঙ্গে
এই ইস্পাত কী ক'রে মেলাই ?

স্বর

ইঁটকাঠপাথরে বিঁধে বিঁধে
তেজীয়ান ফলকগুলো চমকায়।

প্রথম গুনগুন এক স্মৃতি হয়ে আছে,
সেখানে ছায়ার মূর্তি নিয়ে বিষাদ
হৃদয়ের উপরে নত
যেন কোনো দুঃখের সান্ত্বনা নেই।
তখন অনুভব হয়েছিল
ঘরের গুমোট কান্নায় ভিজে গিয়েছে,
দরোজার পথে উজাড় বুক পেতে দিয়েছে
মরা গাঙ,
আকাশ থেকে পালক
গাছ থেকে নীড়ের খড়কুটো
ঝরতে ঝরতে চারদিকে গহন রাত,
এক মুখ আর এক মুখের দিকে
অন্ধের মতো ফেরানো।

সরু রেখার স্বর
চোয়ানো রক্তের স্বর
কখন মোড় ঘুরে প্রচণ্ড সূর্যকে লুকে নিয়েছে।
অন্ধকার পাড় ভেঙে এমন ঝল্‌কানি
যেন গলায় দিগন্ত জলছে,
আর পৃথিবীর আবহাওয়ার বলয়
সাদা আগুনে সমস্ত শব্দ মুড়ে দিয়েছে,

তুফান টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে
ঘরে ঘরে আওয়াজ কাঁপছে
আর চোখে মুখে সবিত
বিদ্যুতের মত খেলছে।
ভিতসুদ্ধ চার দেয়ালই টলমল।

অন্য স্রোত

সে তো পাল তুলে নৌকো ভাসিয়ে যাওয়া।
পৃথিবীর বুক জুড়োনোর জল
নীল মোহনায়,
উজানে কত যে আগুন নেভে
আর ভাঁটার বেলায় শিয়রে ঘুমের হাত
হাটগঞ্জগ্রাম আহ্লাদের ভিতর আবছা,
বটতলার ছায়ায় গল্প ছড়ানো,
ধবলীর পায়ে পায়ে সোনার মাটি ঝলমল করে,
খালুই থেকে লাফিয়ে উঠে রূপোলী মাছ
ঘরের দিকে সকাল ছিটিয়ে দেয়,
আর যে-মুখগুলো দেখা যায়
তাদের চারদিকে উৎসবের ঘের।

ঘূর্ণির পথে সামাল সামাল
এ এক অন্য স্রোত।
কে কোথায় যায় জানি না
আমাকে ধ'রে জলের মুঠো
আছড়ে ফ্যালে ভাঙা পাড়ে,
কোনো ঘরসংসার স্পষ্ট নয়,
রাত্তিরে লণ্ঠন নিয়ে কারা যেন ডাঙায় ঘুরছিল
তাদের কুয়াশা-ঢাকা শরীর আর দেখা যায় না।
তারা কি কোনো বীজ রুয়েছিল?

কাদার পরতে একটাও অঙ্কুর নেই
কোনো হাতের মায়া কোথাও লেগে নেই,
হাহা বাতাসে তাদের নিঃশ্বাস মিশে আছে
আলাদা ক'রে তা শোনা যায় না।
আমি মাটির ঝিলিক খুঁজি,
রঙবেরঙ কথা খুঁজি,
কিন্তু আমার মাথার উপরে চারপাশে
আকাশ গর্জায়
আর পায়ের দিকে অবিরাম পালটা স্রোত।

পদ্মপাতায় কাঁপে

তুমি উপরে হাত মেললে আকাশে ছায়াপথ,
আমাদের পুরোনো গুঞ্জন
অস্ফুট চওড়া নদীর মতো।
আহা কী স্বপ্ন
দুপুরের জলা ক্ষেত বুকের মধ্যে রেখে আহা!

পাহাড় ছেড়ে সমতল ছেড়ে সমুদ্রের দিন
কোন্ জলের নিচে,
সন্ধের তারা এক মাটির পিদিমে,
আন্দোলিত পতাকা হৃদয়ে নয়, অগাধ ছায়ায়।
দেয়াল পার হয়ে দেয়ালে
মাঝ নীল থেকে বরাবর ঐ দিকে,
তবু কী অভিনিবেশ নিয়ে দেখা,
যদি রাত্রির দরজা এই প্রথম খোলে।

হঠকারী রক্ত, ভাঙন, অনেক সম্ভাবনা :
চাকা ঘুরতে ঘুরতে একটা মোড়ে স্থির হয়ে যায়।
·এখন তোমার সাধনা

এবং তোমার সান্ত্বনার ভিতরে
আমি নীড়ে ফেরার পাখি,
অথচ তোমার চোখের এক বিন্দু আশা
দেখি পদ্মপাতায় কাঁপে।

রাস্তায়

হাওয়াঘরের উপরে মোরগটা ঘুরছেই। আমি এক মরা আকাশ নিয়ে শহরের রাস্তায়। আমার সামনে ঐ হাওয়াঘর। আর এপাশে ওপাশে দেয়ালের ফাটলে বটের চারা হাওয়ায় শিরশির। ভিত পর্যন্ত শিকড় নামতে নামতে অন্ধকার কতখানি গভীর হবে কে জানে। ততক্ষণ সেকেলে গাছগুলো পাহারাঅলার মতো খাড়া। তাদের শরীর আমার ভাবভালবাসাকে আমল দেবে না। অথচ নীল চাঁদোয়া থেকে একরাশ ফুলের ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো হয়েছে। ঠুনকো সব পাপড়ির ভিতর দিয়ে হাওয়া।

আলতো হাওয়া ছাইগাদায়। ছাই আমার আস্তানার আনাচে-কানাচে রাস্তাঘাটে। হাঁটো ঘোরো দৌড়ও, মাটিতে কোনো রঙ ছলকায় না। না জলের, না আলোর, না ঘাসপাতার। আর আজন্মের লোহাপাথর, তারা যেন ধূসর ঘুমে ছাওয়া। কোনো সময় হঠাৎ রক্তের জ্বালায় আমি তাদের টের পাই। বাইরে সব চুপচাপ। এমনকি আমার বুকের টালমাটাল দুই ঠোঁট চেপে নিঃশব্দ হাওয়ায়।

তবু ইতিমধ্যে পাঁচিলের গা থেকে ছবিগুলো খসতে শুরু করেছে। টুকরো টুকরো হাসিমুখ শহরের খাদের উপর ভাসছে। হাওয়ায়।

কোনো কোনো চিহ্ন

কোনো কোনো চিহ্ন খোঁজা।
যখন একটা কথা বলা হল
তার বিচ্ছুরণের জন্যে অপেক্ষা,
যখন কারো পা রাত্তিরে ডুবে থাকে
তার মুখে কোনো সূর্য ফোটে কি ?
কোথাও দুই বাড়ানো হাত

হৃৎপিণ্ডের স্রোত বুঝি ছড়িয়ে দেবে,
ভিড়ের মধ্যে ঢেউয়ের মাথায় আলোর স্তম্ভ
অনেক তলের ভিত থেকে উঠে যদি এখনি জ্বলে,
রক্ত কেমন বাজে,
কত প্রখর ছাপ পড়ে বিদায়ের ?

এমনি ক'রে ধুলোয় হাওয়ায়
আর জলকাদায়
আর শরীরে শরীরে।

সময়

সময়কে নিয়ে অনেক মজা দেখা গেল।
কখনো তাকে ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙানো হল,
কখনো হাসিতে উচ্ছলে তোলা হল
বা চাপা কান্নায় কাঁপানো হল,
কখনো-বা তাকে হৃদয়ে হৃদয়ে
বাজানো হল।

সৌরভ বিষাদের আভা কৌতুক
উজ্জ্বল পথ ধ্যানের সুষমা ধূপছায়া,
কত রকম।

চোখ নাক কান খুলেই রাখো,
বোধহয় দৃষ্টের চূড়ান্তে আসা গেছে।
এবার সময়ের গলায় দাঁত বসেছে,
লোভের দাঁত।
দ্যাখো এবার কী হয়!

অতঃপর সে সার্কাসে ঢুকতে চায়। সাইকেলের খেলা দেখাবে। আমি তার দক্ষতায় সন্দেহ করি, কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস টলাতে পারি না। বেশ বুঝি তার পুরোনো সাইকেলটিই তার মনোবলের উৎস। তার প্রেরণাও সেইখান থেকে। দু'চাকায় ভর ক'রে ছুটতে ছুটতে সে পৃথিবীকে এমন অন্তরঙ্গভাবে পেয়েছে যে পতনের চিন্তা তার মনে আসে না। কিম্বা সে হয়তো ভাবে মুখ থুবড়ে পড়া আর খাড়া থাকা একই অস্তিত্বের দুই পিঠ, আলাদা করতে যাওয়া হাস্যকর।

তার সাইকেলটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। দেখতে নয়, গুণে কর্মে। বাজার-দরে নয়, অন্তর্গত মূল্যে। তার সমস্ত বিত্তেবুদ্ধি গচ্ছিত রেখে এককালে সে এটিকে সংগ্রহ করেছিল। যবে থেকে তাদের সম্পর্ক হয়েছে তবে থেকে মস্তিষ্কের ব্যাপার অবান্তর হয়ে গেছে। যাতায়াতটাই আসল। দিনের পর দিন এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যাওয়া, ফিরে আসা, আবার যাওয়া আবার ফেরা। মাকুর মতো। তাই কি জীবনের প্রতীক নয়?

এবং সাইকেলটি যেন মন্ত্রপূত। নইলে সে বাঁচত না। মোটরগাড়িরা দুনিয়ার রাস্তার মালিক। তারা সাইকেল-টাইকেল সহ্য করতে পারে না। বিশেষত লরি-দের তো লোকদেখানো সভ্যতার বালাই-ই নেই, তারা দৈত্যের মতো মার-মার ক'রে সোজা তেড়ে আসে। তাকে পিঠে ক'রে এই সাইকেলটি যদি তাদের পাশ কাটিয়ে বা পা গ'লে বা বগলের তলা দিয়ে স'রে পড়তে না পারত তাহলে সে কোন্‌কালে পঞ্চভূতে মিশে যেত। তবে ভূত হয়তো হত না, কেননা তার শরীরে সনাতন ভারতের পবিত্র তীর্থরেণু লেগে থাকত।

রোজ পৌঁছে দেওয়া এবং নিয়ে আসা, সেটাই অবিশ্যি সবচেয়ে বড় বাঁচানো। অন্নজলে বাঁচানো। এখন রাস্তা বন্ধের নোটিশ দেখেই সে এই অন্য মতলব এঁটেছে। সেটা আশ্চর্য নয়। তার অভ্যেস হয়ে গেছে বাঁচার এবং সাই-কেলের বাঁচানোর। দুটিতে সার্কাসে ঢুকবে। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কিতে শুধু এইটুকু সে মেনেছে যে ছোকরা খেলোয়াড়দের মতো পুরোদস্তুর খেলা দেখানো তার বুড়ো হাড়ে পোষাবে না। 'সাইকেলের খেলায় সে সঙ সাজবে: ক্লাউন। যতবার সে উচ্চারণ করেছে 'ক্লাউন,' ততবার তার চোখমুখ বিরল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। সে সাইকেলে ভর দিয়ে মানুষকে হাসাতে হাসাতে একদিন ম'রে যাবে। এর চেয়ে জীবনের বড় সার্থকতা আর কিছু নাকি হয় না।

গম্ভীর শহরে

বাড়িগুলোর গায়ে নামঠিকানা একাকার,
জলে ভিজতে ভিজতে বা দিনদুপুরে পুড়তে পুড়তে
তাদের ধাঁধা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়,
কড়া নাড়লেই শব্দটা পাথরে লেগে ফিরে আসে,
মানুষের সম্পর্কিত রক্তে হাড়ে
কোনো পরিচয় স্থির হয় না,
গেলাস পেলেট চামচের বাজনা
দরজার তলায় সরু হাওয়ায়,
আবার ঝুল বারান্দায় সাঁইসাঁই দাপায় ঝাউবন,
ছুটি কাটানোর দিন লম্বা নেমে আকাশ থেকে
লাল জানলায় ঢুকে পড়ে,
সেখান থেকেই অন্ধকার ঝুরি রাস্তা পর্যন্ত।
অতএব সারাক্ষণ একই রকম চলা
হাতড়ে হাতড়ে : কই, মুখের আলো কই ?

কাছেই এক নদী রয়েছে বহতা স্রোত :
পলিমাটি বীজ বোনার ঋতু
নৌকো ঘোরানো দুর্ধর্ষ বাতাসের সামনে,
বহতা স্মৃতি :
এক পাড় ভাঙে তো অন্য পাড় গড়ে,
হোই তুমি কোথায় আছো ?
এই যে এখানে—
সাবাস তুমিও পৌঁছলে।
চরের শিকড়ে শিকড়ে রোদ নামে বৃষ্টি নামে
রক্তের অলিগলি বেয়ে নামে,
বুকের পাটা জুড়ে ভবিষ্যৎ সবুজে ঘনিষ্ঠ হর্ষে।
কোন্ সে রোদ ক্ষেত মুড়ছে সোনায়
এবং অন্ধকারে সবুজ জ্বলছে : এগোও।

হোই তুমি কোথায় আছো ?
এই যে এখানে—
হ্যাঁ, তুমি আমার হৃৎপিণ্ডের দামামায়।
উত্তরোল ঘণ্টাগুলো দিগন্তে দিগন্তে পুরো দোলে,
এক পথ পার হ'য়ে আর এক পথ : এগোও।

এগোনো নয়, এখন বাড়িঘরের গোলকধাঁধা,
এধারে ওধারে কাঁটাতারের নিয়মকানুন : খবরদার কে যায় ?
কে যায় দিন ছাড়িয়ে মাঝ রাত্তিরে ?
ছাতের ফাঁকে ফাঁকে আকাশটাও শেষ পর্যন্ত লোপাট হয়
চাঁদ তো কবেই গেছে
ধ্রুবতারা সপ্তর্ষি মৃগশিরা এমনকি মেঘও নেই,
কিছুই আর জ্বলে না কিছুই বর্ষায় না,
অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে হাঘরে মানুষ
এক ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপে দাঁড়ায়,
ঝোপজঙ্গল সাপখোপ নিঃশব্দ শেয়াল,
বাপেদের গাঁথা দেয়ালে ফাটল হাঁ করে।
হোই বাসিন্দারা কোথায় আছো ?
কোটর ছেড়ে একে একে প্যাঁচারা
গভীর শহরে ওড়ে।

একজন নিশ্চয় দাঁড়িয়ে

ট্রামবাসের ঝড় এইরকমই বয়,
ভোররাতের কুঁড়িটা মরে
আর আমি টলতে টলতে
তারস্বরে ঘণ্টি লাগাই,
থামো,
বুঝি থামলেই আমি জমি পাব—

ওলটপালট হয় পথ,
দোকানঘরের আগুন
দুই ধারে ছড়িয়ে যায়,
রাস্তার কোণগুলো গনগন করে।
আমার শিরার সব ঢেউ
চোয়া পাথরে লাগে
আর আমাকে অস্থির করে,
এই থামো,
আমি এখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ব
যেখানে রাশ রাশ মানুষ ঘুরপাক খায়।

একসঙ্গে অন্ধকারে যাব
মাটির উপর দিয়ে হেঁটে
কখনকার সেই কথা আমি আঁকড়ে আছি।
আমার জন্যে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে
চৌরাস্তার কাছে
যেখানে ভীষণ এলোমেলো টান
যেখানে সমস্ত মুখ ঘুরে যায়
আর অপেক্ষা করার জায়গাগুলো
হল্‌কার ভিতরে কাঁপতে থাকে,
কাউকে ঠাওর করতে পারি না,
থামো, আমি এখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ি,
আমার জন্যে একজন নিশ্চয় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঠাসবুনোন শহরটা

ঠাসবুনোন শহরটা আকাশে টান দেয়
তখনি পাথর আর খোয়ার উপর
রোদের ফুল জ্যোৎস্নার ফুল ঝ'রে পড়ে,
বিকেলের ঢেউ লাগলে ঘরদোর আনচান করে,
লাখ লাখ পায়ে ডানা খোলার ঝোঁক আসে,

ময়দানের নামজাদা গম্বুজ
তিনশো মাইল মহাশূন্যে লটকে যায়।
দূরের কোন্ পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার ধারা
নদীর খাতে এসে পড়ল বুঝি,
তারপরই সাগর থেকে সবুজ বান মাটি ভাসাবে।

আমি ছোট মাপের ঘর ছেড়ে
বেহিসেব আয়তনে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ি।
নষ্ট রাস্তায় আমি পদে পদে হোঁচট খাই,
ঐ একটাই আমার পথ
এবং যত অন্ধকার ঐখানে,
এগোতে গিয়ে আমি মুহুর্মুহু থামি,
আচমকা গাড়ি ছুটে আসে ঝনৎকারে
কখনো আসে তূর্যনিনাদে,
রাস্তা তখন চোখ-ধাঁধানো আলোয় জ্ব'লে ওঠে,
বাচ্চাকাচ্চা মাল্‌সা উনুন সমেত
গোটা একটা সংসার দারুণ জ্যান্ত দেখায়,
আর ইঁটের খাঁজ কাটিয়ে কদমগাছ
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দোলায়,
আমি ভাবি মার-মার ক'রে বৃষ্টি নামলে
যদি ফুল ফোটে
আবার ভাবি ইঁটগুলো সব উপড়ে ফেললে
আকাশের ঢাল পর্যন্ত ক্ষেত ছড়াতে পারে।

একটা গাড়ি চ'লে গেলে আর একটা গাড়ি
আবার অন্ধকার,
এমনি ক'রে রোজ,
আমি রোজই দেখি
নষ্ট রাস্তায় কেউ একজন
পাগলের মতো রাতের টুঁটি ধরবার চেষ্টা করে।

রহস্য

খালঘাটি পার হলে বাঁশঝাড়
বিষম আড়াল দিয়ে রাখে
সাপের বৈদূর্য, ধূর্ত
শেয়ালের মুখের গরাস,
পোকামাকড়ের প্রজন্মের যুগ—
এ সব রহস্যগুলো।

আর এক রহস্য থাকে,
কুঁড়েঘর।
কিছু কচি হাতপায়ে ঘুণ লাগে,
মাথার উপর থেকে চাল খ'সে গেলে
শিশুরা আকাশে দেবদূতের হাত ধ'রে
ঈশ্বর সকাশে যায়,
ঝোপঝাড়ে বুঝি-বা তখন পুণ্য
ঐকতান শুরু হয়।

কথা

সহজ বলার ছিল যেমন নিঃশ্বাস।
ক্ষেতে মাঠে জল পড়তে অঙ্কুরেরা হেসে
মাথা নাড়ল একসঙ্গে, আমাকে আকাশ
দেখাল, দেখাল মেঘ, নীল পরিবেশে
যখন বাতাসে ডানা মেলে বুনো হাঁস
উড়ে গেল, টুপটাপ শান্তিকণা শেষে
আমার মুখেও লাগল, খালজমি জুড়ে
ঘণ্টা বাজল শিশুদের খেলার দুপুরে,

তখনি আমার কথা উৎস থেকে জেগে
বৃষ্টি রোদ অপাপের সমান্তরালের
পথ ধরল। আমি যেই নদী স্রোতোবেগে

আমাকে চাললাম অমনি টের পেলাম বেড়
চোরা পাথরের। এক কুটিল প্রণালী
কথা ভাঙে, বুকে খেলে বাঁকা চতুরালি।

ঘুরে ফিরে এইখানে

আমি ঘুরে ফিরে এইখানে,
গ্রামগঞ্জ ধুয়ে ধুয়ে জল
স্থির হয়ে থাকে,
আকাশের পথ ভেঙে এইখানে
রক্তাক্ত সূর্য মরে।

কল্লোল শোনার জন্তে ঘর
অন্ধকারে ঝুঁকে পড়ে,
দুঃখ কী ভীষণ নিঃশব্দ হতে জানে।
ভিতরে কোথাও আগুনের সাড়া নেই,
পিদ্দিমটা নেভা এক কোণে,
উনুনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেও
সব চোখই হিম আয়না,
এমনকি হাড়ের জ্বালানি
গুহার বরফে গোঁজা থাকে,
অথচ যে-লোক বাইরে থেকে
ফেরে তার শরীরের দাহ যায় না
ওরা তাকে রক্তে রক্তে দ'খে মারে,
আকাশে সোনার থালা দেখেছে সে
এই স্বপ্ন কথা তবু
কেউ না কেউ বুকে ধ'রে রাখে

পোড়া মাঠে ওরা ছিল

পোড়া মাঠে ওরা ছিল, এখন বরফের মুখে। দেখছে কী
প্রচণ্ড শীত আশেপাশে সামনে। রাত্তিরের স্রোত হাজার খাতে
ধারালো হয়ে আছে। রোদ উঠে গিয়েছে বড় বাড়ির ছাতে। সেখানে
এলানো চুল পেকে পশম থেকে আলো ঘুরে ঘুরে আকাশ নীল
ক'রে উড়ুরে হাওয়ায় খেলে। ফোঁটায় ফোঁটায় যখন ঝরে তখন
আদুড় গায়ে সূর্য লেপ্‌টে যায়, হৃৎপিণ্ডে আগুন লাগায়। হায় কী
তাপ! খরার রোদের মতনই বটে। মাটি যেমন খাক হয়েছিল,
বীজগুলো ঝাঁঝরা হয়ে মরেছিল তেমনি, ঠিক তেমনি ক'রে
শরীর পোড়ে।
মাঠের মধ্যে কথাগুলো মন্তর-মন্তর শোনাচ্ছিল, স্পষ্ট নয়।
তবু এমন : এই কয়টা দিন পার হলেই শীতল হবে গো, খুব শীতল।
মরা জমির ধার বরাবর খেজুর গাছে তখন ভাঁড় টাঙানো হয়েছে,
টুপ্‌টুপ ক'রে জমছে জুড়ন। রাঙা ডুরে শাড়ি ফালাফালা হয়ে
বুকে পাছায় তাজ্জব রঙ ছড়িয়েছে আর তড়কা কেটে গিয়ে খোঁচা-খোঁচা
দাড়িগোঁফে রেশমী চমক দিয়েছে। তখন নিভত বাতিগুলো চোখের
সামনে ইন্দ্রপুরী মরাই নোটনপায়রা।
তারপরই পা পড়েছে পাথরে, বরফের দাঁতে। আর উপর থেকে
শক্ত জমাট আগুন কে ঢেলে দিয়েছে। গোলাঘর মাছের বাওড়
নবান্ন পালাগান মজ্জব হুমড়ি খেয়ে পাথরের উপর ছত্রাকার। শূন্য
হাতগুলো ঠাণ্ডার তাতে ঝলসে যায়। যেন বাজপড়া ডাল। সারা
শরীর আঁধারে মিশে আঙার হবে বোধহয় আর খনির পেটে থরে থরে
সেঁটে যাবে। পোড়া মাঠ থেকে বছরের মোড় নিয়ে বরফের ধোঁয়ায়।
হায় শীতের কী দহন!

তারিখ

তারিখটা ছুঁয়ে বছরগুলো ঘুরছিল। দাগা বোলানোর মতো। এক দুই তিন
ক'রে গুণতে গুণতে আমার হাঁপ ধরছিল, আমি খেই হারিয়ে ফেলছিলাম।
সময়ের পাকে বিশ্বসংসার জড়িয়ে যাচ্ছে আর আমি দেখছি একটা কিছু।
দেখতে দেখতে তা আমার চোখে আবছা হয়ে আসছিল। অনেক আলো

জালিয়েও বাজি পুড়িয়েও তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারছিলাম না। শেষকালে আমি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি আস্তাকুড়ে।

সেই পথেই আমি এখন যাই আসি। কখনো সকালবেলায়, কখনো সন্ধের ঘোরে। বাজারের থলি, দুধের বোতল আর বয়েসটা প্রাণপণে আঁকড়ে। এবং দেখি একগাদা ছাই ছেঁড়া ন্যাকড়া মরা ইঁদুরের কলজে ফুঁড়ে হীরে জ্বলছে।

সন্ধের মেলায়

সন্ধের মেলায় তাকে দেখি।
প্রথমে এমন মনে হয়
পূর্ণিমার ঠাণ্ডা রুপো যেন
ঢেলে দেওয়া মুখে স্তনে,
ক্রমশ ঠাণ্ডর করি জ্বলন্ত গোলক
টুকরো টুকরো ঘোরে,
বোধ হয় শরীর ছোঁয়,
এবং সে আবর্তে দাঁড়িয়ে বুক চেপে
"এত আলো সয় না সয় না" বলে,
তারপর ম'রে যায়,
রোজ দেখি ম'রে যায়।

মানস সরোবরের পাখিরা

মানস সরোবরের পাখিরা—
আমি ধোঁয়া আর আগুন থেকে হাত তুলেছি,
ঐ ছাখো ছাখো।
পাথর-ইস্পাতের জাঙাল
নিশ্ছিদ্র পাহারায় রয়েছে,
আমি আমার আধখানা হৃদয়ের
চিতিয়ে দিয়েছি নীল তরঙ্গের দিকে,
কারখানায় সিটি বাজছে,

হাওয়ার পাক লাগিয়ে লাগিয়ে
কেবলই লাল আবর্ত,
সামনে পেছনে ঘুরছে ঘুরছে রাস্তা পোল
ঘুরছে ঘুরছে বাড়িঘর মাঠ মানুষ।
এই মুহূর্তে আমার অলস আঙুল বরাবর দ্যাখো
ঐ ওরা ডানা ভাসিয়ে নামছে,
মানস সরোবরের পাখিরা।

পেছন থেকে যে-ডাক শুনি

ফিরে তাকালে অনেকখানি বুনো রাত
অনেকখানি ভরদুপুরের আগুন
এবং কখনো ঈষৎ চাঁদ
অথবা কয়েকটা পাতায় নতুন রোদ।
পেছন থেকে আমি যে-ডাক শুনি
তা আরো অনেক দূরের।
সেখানে আমার জন্মের উৎস,
আমার চোখ খোলবার আলো
শীতল ত্বকে লেপা,
আমি তার উপর বুক রেখেছি
এবং আমার মার মুখে গোপন হাসি দেখেছি।

আমি কোনো উদ্দাম জলধারা পাইনি,
কোনো খনিজের উজ্জ্বলতা দেখিনি,
আমার ছিল ভালোবাসার কাদামাটি
আর ছিল এক বিষণ্ণ পুকুর,
বেলা হলে আমি তার পাড়ে গিয়ে বসতাম,
ঢিল ছুঁড়তাম মাঝখানে,
নড়া জলের ঘের ক্রমে বাড়ত
বাড়তে বাড়তে আমার দিনটাকে ছাপিয়ে যেত।

পেছন থেকে ডাক শুনি
আমি বঁইচির ছায়া ছেড়ে
আরো নিস্তব্ধতার প্রবেশ করি,
পৃথিবীর শুরু আর শেষ
ঘুরে আসে উঠোনে,
রোদ যায় চাঁদ উঠবে কখন ?
আমি চেয়ে থাকি এক হাসিমুখের দিকে।

আমি পেছন থেকে ডাক শুনি
আর সেই জলের ঘের বাড়তে বাড়তে
আমাকে, আমার এতগুলো বছরকে ছাপিয়ে যায়
দুপুরের আগুন পার হয়ে
গজরানো রাত ছাড়িয়ে।

সেই ভেজা মাটির উপর

তখন বৃষ্টি থেমেছিল,
শৈশবের উপর এক ঝলক রোদ
চকচকে ঘাসের ডগা হেলে সাপ
মাঠের অন্ত কোণে প্রজাপতি
এবং সারা বাতাসে ফুলের মতো মুখগুলো,
গাছের উপর দিয়ে একটু বাঁক,
যদিও মাস্তুল দেখা যায় না
তবু জাহাজের ভোঁ শোনা গিয়েছে বাড়িয়ে
যখন মেঘে মেঘে সমুদ্দুর।

আমি যার হাত ধরলাম
সে রাতের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছে
জুঁই কামিনী চাঁপার গন্ধে ভুরভুর,
আমরা দৌড়ে উড়ে যেতে চাইলাম
খেয়ালই হয়নি খানাখন্দ রয়েছে

আকাশ পর্যন্ত কাঁটার বেড়া রয়েছে
এবং আমাদের হাড়মাংস শিকড়ে জড়ানো।

আমাদের ওড়া তারপর ওঠা আর পড়া,
এইভাবেই অন্তরঙ্গ রক্ত
কখনো তোড়ে কখনো ফোঁটায় ফোঁটায়
শিকড়ে নেমেছে,
গাছ ফুল শস্য শরীর
এখন সেই ভেজা মাটির উপর।

এই একটা রাত্তির

রাস্তার ধুলোয় কোজাগরী জাদু,
আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছি,
ঐ আমার ছায়াঘর বিশ শতকের পাড়ে
শীতল চাদর ঢেকে প'ড়ে আছে,
তার চিৎপাত কাঠামোয়
ঝটপটের কোণগুলো ঘষামাজা।

আমার গলির অসুখ খুবই জানা ছিল,
আমি দাঁড়িয়ে দেখতাম
পারার বেমক্কা লাফে জ্বর উঠছে,
মাছির ওড়ায় বুঝতাম
কুকুর চক্করে বুঝতাম নর্দমার পোকার গাঁদিতে
আর দলে দলে হাভাতেরা যখন দৌড়ত
বুঝতাম তাপ বাড়ছে,
হাড়ের কোটরে কোনো পরমাণু
বিস্ফোরক হয়ে গেছে মনে হত।

অসুখের গলির বাইরে পা বাড়াতেই
দেখি তেপান্তর মণিমাণিক্যের বিভায় রয়েছে,

আদুড় বাচ্চারা মরি-মরি
জ্যোতির্ময় মুকুট পরেছে,
আমি হাঁটছি,
আগে আগে তিথিরিরা চ'লে গেল,
তাদের পেছনে লম্বা পথে
যন্ত্রণার ছাপগুলো আহা কী প্রসন্ন ফুটছে।

প্রলয় এড়িয়ে এই একটা রাত্তির
আমি কুহকী আলোয় হাঁটছি।

প্রথম পাখি শেষ পাথর

পুরোনো নতুনের টানে গদ্য পদ্য

প্রথমেই সবিনয় নিবেদনে বলা ভালো
অনেক বছর ধ'রে পাথরে পাথরে
স্মৃতি বেশ ক্ষ'য়ে গেছে, ফলে
পুরোনো নতুনে প্রায়ই জট লাগে,
আমি নিশ্চিত বুঝি না
তারা কোন্‌ সীমান্তে পৃথক হয়েছে,
এই যেমন আকাশের জবাকুসুমসঙ্কাশ যদি
মনে জাগে অম্‌নি আমি পূর্বাচলে
নিশান ওড়াতে চেয়ে হাত মুঠো করি,
অথচ তা কোনো আদিম উষার রঙ
আব্‌ছা কোণে লেগে আছে এখনো মোছেনি
কিম্বা হয়তো মনে হল কারো দু'চোখের পাতা
খুলে গিয়ে সংসারের স্নেহ ছড়িয়ে দিয়েছে
কিন্তু একটু ঠাহর ক'রেই বুঝি আশে পাশে
টুক্‌রো টুক্‌রো ঘরবাড়ি প্রাচীন কীর্তিতে লট্‌কে আছে,
ভিটের ভ্যারেণ্ডা কণ্টিকারি প্রেমের সবুজ নিয়ে খেলে।
এই রকম। কোনো কিছুই নির্ণীত হয় না।

*

আমার অনেক জানাবার কথা থাকে। জানানো। কাকে জানানো? আমাকে, না অন্য যারা ওখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশায় রয়েছে তাদের, না একসঙ্গে আমাদের? সে যাই হোক, বলাটাই আসল। শুরু থেকে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কে আমার ভর নেবে? গদ্য? তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়। দেখেছি ডাকাডাকিতে সে বেশ সাড়া দেয়। তার প্রশ্রয়ে এক-এক সময়, কী যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চল্‌কে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ের ভেতরে প্রক্ষালিত হতে থাকে। অবিশ্যি হাড়ের ঠকঠকানিও ওঠে। তবু তার পেছনে প্রকাণ্ড দরজা খোলার শব্দ ক্রেম ভেঙে সমস্ত শরীরটাকে ভুবনডাঙায় চারিয়ে দেয়।

অথবা পদ্যও ভিড়তে পারে, আমার ওই নিবেদনের মতো। এমনকি তার চেয়েও বেশি ক'রে। পদ্য। মেঝের ফাটল, সিঁড়ির নিচে পেল্লায় গর্ত আর

মাঝখানে পা টিপে টিপে একটা পল্‌কা রোদ্দুর এধারে আমি অথবা তুমি কাছাকাছি আসবার জন্যে তুমি এবং আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সুর লাগিয়ে দেখবে ব'লে সে লুকিয়ে থাকে। আমি বলতে পারি :

কোন্ রাস্তা যে কোথায় যায় এখন
বোঝা যায় না, কিসের আশায় আশায়
মাচায় পোড়ে কুমড়ো ফুল, উঠোন
টেমির আলোয় ছায়ার মেলা বসায়।

নয়ানজুলি ছাড়িয়ে গেলে ভাঙন
পায়ের আগে ক্রমেই মাটি খসায়,
কতই বা দূর জলঘূর্ণির লগন,
তোমার জাগা তেরাত্তিরের বাসায়।

এভাবে বলতে পারি। কিন্তু আরো যে বলবার থাকে। এভাবে সব সময় আমার বুকের রক্ত সেখানে জোয়ায় না যেখানটায় কোনো কপাল কি গাল কি একরাশ চুল নয়তো পোয়া ইঁট ধুলো নুড়ি কি জোড়করা হাত কি ফাটা কৌটো কি একমুঠ চাল নয়তো শব্দ গলা থেকে ফুটপাথ থেকে থামের গা থেকে হঠাৎ বা অনেকক্ষণ ধ'রে আমার উপরে বা কাছে উৎকণ্ঠায় থাকবার জন্যে যেখানটায়।

•

শুরুর কথাই ভাবি। কোথায় শুরু ? সে কি সকালের জল-চপচপ ঘাসে আর বিকেলের মাঠে যেখানে ছেলেরা প্রজাপতির সঙ্গে উড়ছে অথবা পা থেকে পায়ে পৃথিবীটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ? নাকি সন্ধের আড়ালে যেখানে আর কিছু নেই শুধু ঝুলে ছুটো চোখের উপর গুনগুন করে ঝরছে পাপড়ি পালক ছবির রঙ ? পুকুরপাড় থেকেও শুরু হতে পারে। খোলামকুচির চকর কিম্বা শাপলার দোলা লাগিয়ে জল ছুপুরের মধ্যে ছড়ানো কলাপাতা ধুয়ে ভাত নেওয়ার পালা [illegible]কে, ঝিরঝির।

এঁটো কলাপাতায় একেবারে ঢালাও নেমন্তন্ন। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা ধেয়ে আসে। তাদের গায়ের যবার বাতাস দাউদাউ করে। পাতে হাত দেওয়ার আগে পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের আগুন [illegible] [illegible] পাতলার অর্ধচন্দ্র হারেরেরে তুড়ুক ঠুকে ব'লে ক'টা গেরাস মুখে দিতে

অন্ধ জুড়িয়ে গেলে তখন কুকুরদের গলা জড়িয়ে দিল্‌লেগি আতুতুতু ভালোবাসায় কলকল গলিঘুঁজি নর্দমা। বাঁচার খুব জোশ আছে।

ঐ ভালোবাসার শহর পানে হাঁটো। আমি অনেককাল আগে বলেছিলাম শহরে প্রথম পা ফেলার কথা। কড়া রোদ্দুর ছিল এবং কার যেন মুখের পদ্ম ফুটেছিল। পুকুরের আর ক্ষেতের কাদা পোঁটলাপুটলি জাব্‌ড়ে ইস্টিশানের ছ্যাকরাগাড়ির চাকা-বরাবর পুরোনো বাড়ির বাগানে বড় শিমুলগাছের তলায় থিতিয়ে রহস্যজনক গোল হয়েছিল। কিন্তু কোনো চারা জন্মায়নি। তবে পদ্ম ফোটার কথা এসেছিল কেন? তা আসতে পারে, তোমাকে আমার একদিন সেরকম বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। তখন শিউলি কুড়োবার সকাল। অঘ্রানে শীতের রাতে সেই তোমাকে কাঁচের পর্দার সামনে দেখলাম, রাস্তার বাতিগুলো জ্বলছে না বা জ্বললেও নিভে যাচ্ছে কিন্তু কাঁচের ওধারে খুব রোশনাই আর এধারে আমরা পরস্পরকে দেখবার চেষ্টায় কাঁচের উপর সেঁটে আছি যদি আলো আসে, যদি আয়নার মতো দেখা যায় উলটোদিকের আর এক আয়নায় আলো ঠিক্‌রে অনেক দূর পর্যন্ত বাখির মতো একের পর এক ঘর গাছপালা জল ফুল তোমার মুখ বেড় ক'রে আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে যায় যদি, তাহলে পাপড়ি মেলার কথা ভাবতে পারি। কিন্তু কই, জ্বলজ্বলে আলো দেখছি ভেতরে অথচ তা ফিরে আসছে না অন্ধকারে যেখানে আমরা ফুটপাথের ধসের ঠিক পাশে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছি, চুপচাপ একেবারে চুপচাপ।

*

অপেক্ষা করার কথা মনে হয়, কতবার করেছি তো।
গোরুর গাড়িতে একটা লম্ফ দুলতে দুলতে
রাতের ভিতরে ঢুকল, আমি দাওয়ার উপর থেকে
চেয়ে আছি, কে আমাকে দেখেছে স্থাপিত
এইখানে, কে কখন ফিরে আসবে,
হাজারটা আবিষ্কার সম্ভাষণে খুলে যাবে,
প্রত্যেক শীষের দানা পেকে উঠলে
চোখের ঝিলিক খেলবে সমস্ত হাওয়ায়।
অনেক অপেক্ষা থাকে।
অবশেষে ট্রেন থামল প্রকাণ্ড শহরে,

প্ল্যাটফর্মের ওধারে আরেক ট্রেন ছাড়ো-ছাড়ো;
এত খোঁজাখুঁজি এই ক্ষেত্রে মিটোয় না,
একটা অলস্ত কাঁটা হস্তে হয়ে ছোটে সামনে,
এদিকে সবুজ গাছগুলো একে একে ম'রে যেতে থাকে।

•

তোমার সঙ্গে দেখা হল। কই দেখা হল? আমাদের মুখ আমরা দেখতে পেলাম না। চকচকে কাচে, চামড়ার জেল্লায় চোখ কেবলই পিছলে পায়ে পায়ে এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে এদিক যেমন লক্কা নাচে কিম্বা অন্ধের সামনে হেঁটে স'রে ঘুরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ খোড়লে নামছে ওদিকটা কা কে জানে। শুরু আর শেষ কোথায়? সেই জন্যে গল্প বলো পদ্য বলো এইখানটায় খুব আথান্তরে প'ড়ে যায়, আমাকে এমন কোথাও নিতে পারে না যেখানে আমি তোমায় ডাকতে পারি বুকে হাওয়া টেনে একটা ঘরমুখো রাস্তায় অভিযাত্রীর মতো পা বাড়াবার জন্যে ঠিকরোনো এলোপাথাড়ি রঙ মেখে ভূত হয়ে সূর্য ওঠার বা ডোবার সময়ে যখন আর একটা রঙের কোয়াশা খুলবার দিনক্ষণ বেশ স্পষ্ট আঁচ করা যায়। তাই অনিশ্চয়তার মধ্যে ভিজে মাঠ বিকেল ভোর ধানের ছড়া ফোটা পদ্মর সঙ্গে অপেক্ষার কথা এসে যায়। কিন্তু শুকনো গেঁয়ো মাটি ঝেড়ে ফেলে এক জায়গায় উসখুস না ক'রে চেয়ে থাকতে থাকতে গা-গতর কেমন শক্ত লাগে আর রক্ত থমকে গিয়ে ইচ্ছেগুলোকে এমন জমিয়ে দেয় যে কাচঘরের সামনে যেন প্রাচীন মূর্তি খাড়া হয় যা তুলে নিয়ে কোনো সময় হয়তো ভেতরে বসানো হবে। আমরা পাথর হতে এসেছি নাকি? কখন এসেছি, এখন না অনেককাল আগে? তাহলে এখান থেকেও শুরু হতে পারে যখন আমি ফুটপাথের ছুঁইছুঁই কিনারা ধ'রে সরতে সরতে বাঁক ঘুরে পেছন দিককার গড়ছুট এলাকায় গিয়ে অন্য কোনো আলো পাওয়া যায় কিনা ভাবছি।

এর পর কোনো

ধুলোপড়া তুকতাক লাগিয়ে আমি এক দৃষ্টে ছিলাম এইবার মঞ্জরী এইবার তুমি তোমাকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ভোজবাজিতে রেখে হাওয়া খেলানো, সুরঙ্গ নয় ফুৎকার মাটি থরথরাচ্ছিল খুব। ধুলোর বুজগুড়িতে এক-একটা সাধের নাম ছুমন্তর কিন্তু মাটি থেকে কেউ আর ওঠে না কিছু

আর ওঠে না। আমি দেখিনি আকাশে মেঘ নেই মাঠটা ফুশোকাং হয়ে আছে। আমি হাঁটু মুড়ে আমার সামনে দাঁড়াবার জায়গা কোথায় গজানো কোথায় দেখব, আমি বর্ষণ ভাবিনি মঞ্জরী আমি পিপাসা ভাবিনি। দিন যায় কিছুই হয় না এই সব খেলোয়াড়ি একলা মাঠের মধ্যে শেষমেশ একলা আমি, এরপর কোনো গুঁড়িগুঁড়ি জল কি তোমাকে দিতে পারব, ভালোবাসা ?

ওই তুঙ্গে

ধূলোকাদা মেখে ওই তুঙ্গে উঠেছে ওখানে হাওয়া খুব হাওয়া উত্তর দক্ষিণ দাবড়ে উড়নচণ্ডী। ওই ওড়ার মুখসমান উঠে গিয়েছে প্রেম। ওইখানে রোদে পুড়ছে বৃষ্টিতে ভিজছে। যেমন রোদবৃষ্টি বাদায় আর হাঁটা রাস্তায়। যেমন ধূলোকাদা গাঁঘরে শহর-বস্তিতে তেমনি ছোপ লেগে আছে। আমার প্রেম। সে যদি ঈগল-ঝাঁপ দেয়, দুনিয়া রঙীন খেলা খেলবে চাঁদসূর্য বলিহারি গড়াবে তখন কে কার কা পরোয়া দিগ্বিদিকে ওড়ো। উত্তর দক্ষিণ মুচড়ে হুহুহু ওইখানে যেন বুকভাঙা ঝড়। হাওয়ায় সমুদ্রের ছিটজল হাওয়ায় খোড়ো চালের আগুন হাওয়ায় পিদ্দেতেষ্টার টান। ওইখানে প্রেম চূড়ান্ত রক্ত নিয়ে জেগে। ঝাঁপানো নেই ওড়া নেই জন্মের মাটি গায়ে লাগিয়ে ওই তুঙ্গে রয়েছে। আমার প্রেম।

সবই রাস্তার কথা

হাওয়ায় জাফ্‌রি কেটে একটা জায়গায় বসা শোয়া ঘুমোনো পাশের স্কুল-বারান্দা থেকে পৃথিবী জরিপ করবার কাগজপত্তর, কচি ডালপালার ফাঁক দিয়ে লাল রোদ ঢুকলে কাঁচের গেলাসে ধ'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঃ নেশার কা রঙ। ফেনায় ফেনা সাবান-জলে গা ডোবা লতানো সোহাগ গলা বেড় ক'রে, অর্কিডের ঝুলন্ত সারি ঝুমঝুমি হাত বাড়িয়ে ছেলেবেলাটা বাজিয়ে দিলে কেমন হয় বাঃ বাঃ এই রকম আর কি।

একটা জায়গায় আমরা বসেছি এখানেই শোয়া ঘুমোনো কিন্তু আমি চৌহদ্দি ঠাওর করতে পারছি না জরিপের হিসেবনিকেশ কেবলই উড়ে যাচ্ছে আমাকে দখল ক'রে ফেলছে অন্য শব্দ কোন্ সকালে কোন্ জায়গা ছেড়ে

আমরা বেরিয়েছি এখান থেকে কতদূর তারপর কত। গাছের ছায়া নত হয়ে আমাদের উপর, মাটির ভাঙা কোণায় পায়ের আঙুল বুড়ো গাছের নিচে তোমাকে নিয়ে ছাতটাত নেই হাটের ধুলোয় তোমাকে নিয়ে, কাঁকরে লেগে শব্দগুলো ঠিকরে পড়ছে সবই রাস্তার কথা আমাদের বাঁচন।

স্তব্ধ নয়

এইখানেই বোধ হয় ইতি করার কথা। বহুকালের জ্বলনে অক্ষরগুলো পোড়া-পোড়া হয়েছে এখন একটু উস্কে দিলেই তারা ছাই হয়ে উড়বে দখিনা বাতাসে ঝড়ে, অন্ধকার হলে ভূতুড়ে ছোঁয়া আর একদম বোবা হঠাৎ কোনো ঝলকে চকমকানো নয় শূন্যে লেপাপোঁছা। দাঁড়ি টানবার জায়গা এখানে ছিল কিন্তু কী ক'রে টানি? মনে হয়েছিল সব নিস্তব্ধ হয়ে আসবে ছাইয়ের ভেতর গুঁড়ো গুঁড়ো কথা হাওয়ায় ওড়া যখন পাখিদের ডানা গুটিয়ে গিয়েছে বাচ্চারা মায়ের কোলে এলিয়ে পড়ছে বাঘবাঘিনার বনে সাড় নেই। কিন্তু দেখি তা নয়। আওয়াজ আসছে সাত রঙে অন্ধকার কাটছে টাটকা গলায় গান না কান্না কী তাজা যন্ত্রণা অথবা কী দুর্জয় ভোরাই এই আরম্ভ হল জানো না এই আবার নতুন কথা-কোটা গলায় শব্দ উঠে দমকে দমকে হাওয়ার থরথরানি। কিছুই স্তব্ধ নয় এই কেবল আরম্ভ।

আমি ধোঁয়া দেখে

আমি ধোঁয়া দেখে বুঝেছিলাম মানুষের মধ্যে এসেছি, মানুষ, আমার তাপিতোশ নিয়ে এতদূর ঘুরে ঘুরে এমন পাতলা হাওয়ায় যে সেখানে কথা বইত না লম্বা নিঃশ্বাস টেনে ফুসফুসটা যখন ফাটো-ফাটো তখন ছেড়ে দিতাম কথা আর তারা আমার বুকেই লেপ্টে যেত সমান-সমান দুঃখ সমান-সমান সুখ। তাদের বুকে ক'রে খোঁজা ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। যেই দেখলাম আঁচ আর কালো কালো শাক তখনি পরাণ উছলে উঠল যাক বেশ জমবে ফুটন্ত সুখদুঃখের দানাগুলো সামনে নিয়ে কড়াই খুন্তি হাঁড়ি বাজিয়ে আমরা সব একসঙ্গে ত্যাখো বাঁচামরা কিছুই না ত্যাখো আমরা সব আমি তোমাদের কথা শুনছি তোমরা আমার কথা শোনো আমার অফুরন্ত বলবার আছে। যখন একেবারেই এসে পড়েছি তখন দেখি কে কোথায়

খুব আগুন খুব ধোঁয়া ঘরগুলো জ্বলছে চাল-বেড়া মাটিতে লুটিয়ে ধুঁকছে হাওয়ায় দম আটকে যায় এত তাত যে আমি কাছে যেতে পারি না কোথায় খুঁজব কাকে খুঁজব। আবার আমি অন্য দিকে আমার অনেক বলবার ছিল।

আবার এক অস্থিরতা

আবার এক অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসল। কিছুক্ষণ আগেও তো আমি সুন্দর আকাশে হাত বাড়িয়ে চাবি ঘুরোলাম অমনি কালো বাক্স থেকে গান ছাড়া পেয়ে ভেলা-ভাসানো ঢেউ একবার আমাকে একবার ঝুলন-সন্ধেকে চমৎকার ভ্রমণের কথা ব'লে দিল। মজাদার পৃথিবী স্প্রিংয়ের ওপর, গান। আর তখনি কোথা থেকে কী লোহার ভেতরে কাটন হাড় পেঁষে আর আমি খুব অস্থির ঝলকে ঝলকে বেলা ঢ'লে পড়েছে মাটির ওপর স'রে স'রে এদিক থেকে ওদিকে কেননা খুব কাছে কাতরানি। আমাকে নিয়ে এই পৃথিবী এমনি ক'রেই ঘুরে যায়।

এখন ভাবনা

আসরের বাইরে বেরিয়েই দেখি আমরা বনের মধ্যে। আমি ভেবে পাই না কী ক'রে এখানে এসেছিলাম যখন রোদ্দুরের পথে তুমি সঙ্গী হওয়ার পর চারাগাছ আর মৌসুমের কথা এবং চোখ খুলে বাঃ কী সুন্দর বলার কথা উঠেছিল, আপনা থেকেই উঠেছিল যেন ওই সব আমাদের ভেতরকার জিনিস। অবিশ্যি তাদের ওপর মাঝে মাঝে উৎসবের ঝলক এসে পড়ছিল কোথা থেকে জানি না, তখন চোখ উঠিয়ে দেখিনি, ওঠানো সম্ভব হয়নি স্বস্তির এমন রাজত্ব ছিল। সামনে কোথাও রোশনাই রয়েছে মনে হয়েছিল কিম্বা এও হতে পারে তা মন থেকেই সামনে কোথাও ছড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে কি সেই টানেই এসেছিলাম, এই আসরে? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কখন পৌঁছে ভেতরে ঢুকেছি আর কখন বেরিয়ে এসেছি আগুনের তাতে বসা দাঁড়ানো আর ছায়ারা জগঝম্প থেকে ছিটকে এ নয় এ নয় চিৎকারের চেয়ে এখন বড়ো ভাবনা হয়েছে কী ক'রে সেইখানে ফিরব যেখানকার জল-আলোর

দিকে আমরা আগল-খোলা ছিলাম। সেখানে ফেরার আগে আর কোনো সন্ধানে যে কোনো যাবে না তা আমরা বুঝতে পারছি।

পড়ন্ত বেলার বাড়ি

কলকাতার বিকেলে নারকেলপাতার ছায়া পড়ে আর কাঁপে তখনই সীমান্ত পার হওয়া। ট্রেন হুসহুসিয়ে ছুটেছে আমি শহরে তালা লাগিয়ে ছুটছি, দেখতে দেখতে রোদ হেলে তাল সুপুরি খেজুর নারকেলের ডগা থেকে নিঃসাড়ে নেমে আমবাগান জামবাগানের ঘোর, তখন কাছেপিঠে অল্প ছলাৎছল আর এই এসে গেলি আয়, রাস্তায় দু-একটা লণ্ঠনের দোলা-ঢেউ চল বাড়ি যাই। জলছাপ কাগজপত্তর মজুদ ভাবনা গাদা ক'রে চেপে সিন্দুকের ডালা গুমঘরে ডুবে গিয়েছে, খাঁজ-টায়ার মেশিন লোহালক্কড় পেছনের চারকুড়ি মাইল নর্দমায় শুয়ে আছে, লণ্ঠনের সঙ্গে খালি চুপচাপ পা বাজারের পথ ছেড়ে ভ্যারেণ্ডা-বেড়ার দিকে, হাওয়া মেখে বাকলের গন্ধ মেখে কয়েকটা গলা রাস্তায় এসে পৌঁছয়, পাশের মাঠে আরো কত ছড়িয়ে যায় ভোররাত্তিরের মধ্যে ভোর ছাড়িয়ে সকালে আয় বাড়ি আয়।

আমি অল্প ক'রে বলি

আমি অল্প ক'রে বলি যদি তুমি বোঝো নইলে পাহাড় সমুদ্দুর মরুভূমি তোমাকে উধাও করবে নইলে মহাশূন্য তোমাকে নিয়ে চক্কর জুড়বে তুমি ছোট্ট দরজাটা দেখতে পাবে না যে তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার একলা পিদ্দিমের কাছে যাকে হাত দিয়ে আগ্‌লে তুমি সেই রাস্তা রাখতে পারো যেখান দিয়ে অগুনতি পাখির ওড়া আর পায়ে পায়ে ধূলোটে গন্ধ চওড়া হতে হতে চওড়া হতে হতে শেষকালে পৃথিবীর মেলা।

এক চিল্‌তে ফাঁক রয়েছে

এক চিল্‌তে ফাঁক রয়েছে তাই দেখছি এলাহি সাজসরঞ্জাম তুলি চলছে গোলা রং ঝিকে ঘন লেপে যাচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে বাঁক নিচ্ছে খাড়া উঠছে মোড় ঘুরছে হায় হায় হারিয়ে যাচ্ছে, পাশে ওপরে নিচে দৃষ্টি চলে না, আমি ভেবে নিচ্ছি পুরো ছবির সূর্য-ওঠা আর অন্ধকারে বীজ-কাটা

আলাপসালাপ বাচ্চাদের হুটোপুটি বড়োদের হাহা হাসি তেমনি ঠোঁট তেমনি পা গোলাপি বেগ্‌নি ধানিসবুজে আশমানি লাল হলদের ছড়াছড়ি হাল্‌কা গম্ভীর গলায় সুরের রঙদারি। আমার চোখ চলে না আমি হারিয়ে যাওয়ার দিকে বারে বারে তাকাই। এ দিকে আমার দমবন্ধ হওয়ার মতো এতটুকু জায়গা পেছনে পাশে দেয়াল সামনের দেয়ালে এক চিল্‌তে ফাঁক দিয়ে দেখছি। আর আমি ভেবে নিচ্ছি।

ভিড়ের মধ্যে

ভিড়ের মধ্যে এক পা এক পা ক'রে যেমন অন্ধকারে অথচ ঝেলোয়ারি আলোয় দারুণ খেলছে ফুল আর মনিহারি। চেঁচানো শুনেছিলাম 'বাঘ বাঘ' সেই সঙ্গে শুনতে পেয়েছিলাম গর্জাচ্ছে এখন দেখি ঝলমল 'সে-ল সে-ল' হাসিমুখের ওপর ঝলক প'ড়ে মিলিয়ে যায় আমি হাতড়ে হাতড়ে এগোই কই হাসি আমার হাতে ঠেকে শুকনো ঠোঁট ভাঙা গাল ভিড়ের মধ্যে আমি বুঝতে পারি না কারা এদেরই সঙ্গে কি আমার কথা হয়েছিল এই জায়গাটা পাড়ি দেব এক ছুটে নয় সে অসম্ভব এক পা এক পা ক'রে যেমন অন্ধকারে। মাথার ওপর খুব চিৎকার খেলছে শুনতে পাচ্ছি না 'বাঘ বাঘ' আর গর্জানি।

আমার একটা মজা গাঙ

আমার একটা মজা গাঙ তবু কচুরির দাম ভেঙে কাদা ঠেলতে ঠেলতে চ'লে আসে নৌকোর ছলাচ্ছলাৎ কেমন ক'রে আসে? আমি ঘরমুখো পথে কচুবনে পড়তেই আব্‌ছা আওয়াজ এইবার যেন গোড়ালি ভিজে যাবে এইবার, আশশ্যাওড়ার ছায়া লুটিয়ে পড়েছে ঠাণ্ডার ওপর এই তো আমার আনাগোনার এলাকা রোজই ফিসফিসিয়ে লাগ্‌ ভেল্‌কির সেই কবেকার ঘর থেকে গাঙ পর্যন্ত গাঙ থেকে ঘের, একটা একটা ক'রে দিন জমা হয়েছে আর তাদের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাটের জল।

ফিরতি পথে দেখছি তুমি দাঁড়িয়ে আছো তোমার আঁচল জলো হাওয়ায় ভিজে উঠছে তোমার শরীর দুলছে তোমার মুখ ঢেউয়ের বরণ। আমার দিনগুলো সব তুমি উছ্‌লে তুলেছো। তোমার দিকে তাকিয়ে শুনছি কলকল নৌকোর ছলাচ্ছলাৎ।

খাতা খুলে

আমি গন্তগন্তর খাতা খুলে বসি আর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি এত ওড়াউড়ি দৌড়ঝাঁপ চলনবলন এত, কাকে ফেলে কাকে আর ওই কোণানি রয়েছে আর ওই ঠোঁট থেকে গড়ানো লাল দাগ আমার সাদা পাতা পর্যন্ত তারই ওপর দিয়ে ঘোরে কাঁচপোকা টুনিপালক হাসিখুশির ঝিলিকে জামের থোকা হালে দোলে অলিগলি ছাপিয়ে জলুস, এত। এ,দকে খাতা যেই খুলি অমনি কোত্থেকে চেঁচানি "রাত হয়েছে" থেকে থেকে "রাত বাড়ছে" তারপর "এবার চ'লে পড়ো সময় পার হয়ে যাচ্ছে।" এতবার। আমার পাতাগুলোর ওপর এমন টানমাটাল আমি হাতের নিচে তাদের চেপে ধ'রে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

গণ্ডি

মাটি কাঠ জলের গণ্ডি মানুষের গণ্ডি বেঁকে জড়িয়ে ছড়িয়ে মুচড়ে আমাকে নিয়ে খুব নক্সা বানায়। আমি তাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে এসে জিরোই আর আকাশ নামতে নামতে একেবারে মাথার ওপর, যেমন সমুদ্রের তলায় তেমন চাপে মনে হয় এবার হয়ে গেল কয়সালা কিন্তু কোনো এক সুড়ঙ্গ দিয়ে শোষানির টানে ছিটকে বেরিয়ে আবার বাঁকা ঘেরের মধ্যে হাঁটা, মাতাল পা হাওয়ায় ঘাসবনে পোড়াবালিতে আঁস্তাকুড়ে লাঠিসোটা হুড়কোর সামনে।

ঠাউরে বুঝি পোকারা জন্তুরা সর্বক্ষণ সুখদুঃখের টানাপোড়েনে রয়েছে। আমি চেঁচিয়ে বলি আমি এক বড়ো পোকা এক জন্তু শোনো কিন্তু কে কার কথা অন্যের কথা শোনবার কান আমাদের কই হাওয়া টুকরো টুকরো ক'রে যে যার কোণে টেনে নিয়েছে যাতে বেঁচে বর্তে থাকা যায় আর সর্বক্ষণ একোণ ওকোণ থেকে গোঙানি আহ্বেশনা মারমার কাটকাট। বাঘবাঘিনীর জোড় শঙ্খলাগা সাপ প্রেমিক-প্রেমিকা এদের দেখে ঠিক আছে বলতে না বলতেই দাঁত নখ বন্দুকের ধুন্ধুমার। মাটি কাঠ জল কিছুই আর ছোঁয়া যায় না মানুষ ছোঁয়া যায় না জন্তুতে পোকায় বেলেল্লা হারজিৎ। আহা তোমার কথাটা শোনাও আমারটাও একটু শোনো কিন্তু সাড়া নেই সামনের পেছনের পাশের টিকিতে ঝোপে অনবরত শিউরোনি গরগর এই বুঝি সোহাগ ভাবতে না ভাবতেই হুঙ্কার কথার ওপরে লাফ সবই ছিন্নভিন্ন।

শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম

আমি শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম। কত উজ্জ্বল আহা সে এক ঐশ্বর্য আমি কথাগুলো ভাঁড়ার থেকে বের ক'রে সাজিয়েছিলাম আর হেঁকে বলছিলাম কী সব রত্ন দেখে যাও এরপরও কি অন্ধকার থাকে? কিন্তু সেগুলো এক দমকায় রাস্তায় প'ড়ে গেল। তাদের বর্ণ নেই আলো নেই তারা এখন পাথরের ভাই।

রাস্তায় দুই সার দোকানের…

রাস্তায় দুইসার দোকানের মাঝখান দিয়ে ঘাড় গুঁজে আমি এগিয়ে এসেছি তারপর একটানে বাজারের মধ্যে একেবারে তরিতরকারি মাছমাংস চালডাল নুনতেল মশলার গাদায়। এতক্ষণ আমার বুকভরতি কবিতার চারপাশে শুকনো সব মুখ জড়ো হয়ে ছিল আর বুঝি রক্ত নেই তাদের চামড়া চিরে যাচ্ছে শিরগুলো একটা একটা ক'রে ছিঁড়ছে। আমি যে জিনিসেই হাত দিতে যাই, আমার আঙুল বেয়ে টপটপ রক্ত। আমি হন্যে হয়ে খুঁজছি কোথায় এই গাদার নিচে বাসি পাতায় একটু রস রয়েছে যদি পাহারাদারের অজান্তে নিঙড়ে নেওয়া যায় হায় বিশল্যকরণী, যদি আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের কাছে ওই সব নিঃশ্বাস বইয়ে রাখা যায় হায় বিশল্যকরণী। আমি খুঁজছি খুঁজছি।

বানাও ইন্দ্রপুরী

কচি ডাঁটা ভেঙে সোনা মুখ ছিটকে পথে এধারে ওধারে হাঁটো থেঁতলে থেঁতলে জোর কদমে হাঁটো গন্ধ রস ধুলোয় মিশ খেয়ে আরেক জন্ম পেয়ে যাবে, পেল্লায় বাড়ি উঠবে সেখানে লোহার দাঁড়ে ঝুলবে শিকড় তার দোলায় ঝনঝন ঝনঝন সোনারুপো, এমনি রূপকথা জাগাও, বানাও ডালে ডালে বানিয়ে ফ্যালো হঠাৎ এক ইন্দ্রপুরী গন্ধ ছেনে রস ছেনে ঢেলে দাও দশবিশ তলা উঁচু থেকে আমাদের মাথার ওপর আমরা নাকে মুখে দম আটকে জাদু-ঝারায় চান করি।

খোসা

তিনটাকা চারটাকা পাঁচটাকা কিলোর খোসা অজচ্ছল ঝ'রে পড়েছে দুই ধারে মাঝখানে জাতীয় সড়কে চোরাগলিতে, তার হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় দেয়ও ওহো রস ব'য়ে ব'য়ে রসের সমুদ্দুর হাবুডুবু খেতে খেতে দম আটকে আসে তার মনে পড়ে বর্ষার রাত্তির ঝমঝম বৃষ্টি ঝালো অন্ধকার গোল হাওয়ার ভেতরে মুঠো এগিয়ে দিলে ঝাঁপ-ঝাঁপ সব আস্বাদ সেঁত হয়ে ঘুরছে রাস্তার মোহনায় যেখানে দেয়াল নেই ছাত নেই কেবল ভাসা। শীতের রাত্তিরও মনে পড়ে গায়ে পা জড়িয়ে ওম নেবার জন্যে আঁকুলিবিকুলি যেখানে আছড়ে পড়ছে সেখানটা নিঃঝুম পাথর খোঁড়া মাটি সেখানে হত্তো দিয়ে আঁচ তোলবার তিন-ইঁট ফোকর। গর্তগুলো সব ভ'রে উঠেছে, পাকা ফলের মতন খোসায় মুড়ে গিয়েছে পৃথিবী।

দৃশ্য

নিখোঁজ ছেলেটা আবার ওই তো দাঁড়িয়ে ঢালু পাড়ে পিছলে যাওয়ার মতো তার যা কিছু দেখা সবাঙ্গে ফুটে জীয়ন্ত স্ট্যাচু বানানো আর এক্কার সবুজ বাস্তবে ঘেরাও নারকেল গাছের মাথায় ঘাসের চাপড়ায় ধানক্ষেতে ঝিঙেধুঁধুলের মাচায় আরো কত কত আবার বারান্দার টবে বাগিচায়। মার কোল ছেড়ে বাজারে বাজারে দুনিয়া ঘুরে উদোম ছেলে ফের এসে পড়েছে বুকের ওপর। তার হাত দুটো সবই সাপটে ধরতে গিয়েছিল কিন্তু খুদে আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে গলগল ক'রে, যেন রক্ত, বেরিয়ে গিয়েছিল চাল ডাল আনাজ সবই। মাটি বড়ো স্নেহময়ী চাদ্দিকে দুধের ফুল ফুটিয়ে দুধের ফল ফলিয়ে তাকে সাজিয়েছে মধ্যিখানে সে আহামরি কী শিল্পময় হয়ে আছে।

বিকেলবেলায়

বিকেলবেলায় মেয়েরা ডোবার পাড়ে এলে তাদের ছেঁড়া শাড়িতে রঙবাহার গায়ে ছলছল আলো উনুনে কাঠকুটো গোঁজার আগে জ্বালুনির আগে এই সময়টা রোদ কেমন ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে আদরের মতো আর শ্যাওলার ভেতর থেকে জল ইশারা করলে নামো পায়ের পাতা উরু কোমর

বুক গলা ক্রমে জড়িয়ে জড়িয়ে অন্ধকার আহা যদি এমন অন্ধকার সন্ধের ওপর দিয়ে চালচুলো জুড়ে বাত্তভর ছড়িয়ে যেত, মেয়েরা পাড় বেয়ে নামতে থাকে।

বিকেলবেলায় ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে বাচ্চাদের এপার ওপার দৌড়োদৌড়ি মাঠটায় আবিরের ছোপ ধরলে ঘাসের ওপর থেকে লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে আকাশে উঠে লাল নীল হলদে সবুজ বেলুনে উড়তে উড়তে উড়তে হঠাৎ থির আর ওড়া যায় না নিচে টানছে ভাঙা টিনের চালা থুনকুঁড়ো বাস নামো নামো খিদে পেয়েছে মা'রা এতক্ষণে ডোবা থেকে ফিরেছে নামো।

সাবাস মাদারি

বড় ফটক ছোট ফটক আবার বড় ফটক আবার ছোট ফটক আবার··· গোলকধাঁধার মধ্যে সাবাস মাদারি টলটলে পুকুর গোলাবাড়ি পিচের রাস্তায় সোয়ারী সমেত মোটরগাড়ি ঘণ্টায় ১০০ মাইল ছুট লাগিয়ে মোড় নেয় তারপর পায়ের চাপে হয়তো ১০০০ মাইল তারপর ১০০০০ তারপর ১০০০০০ তারপর কোথায় কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে দেখি সেই কখন মোড় নিয়ে বাগানের ভেতরে পৌঁছে ঘুমোচ্ছে, অন্য দিকটায় ফসলের পর ফসল পাহারায় বসানো কল্কি-অবতার তার ইস্পাতের ওপর কী চেকনাই আরো এগিয়ে গেলে কালিকালি কাপড় গুঁড়োগুঁড়ো হাড় ঢেউয়ের মুখ পর্যন্ত জঙ্গলমহাল ওখান থেকে ঘুরে ফের হাঁটতে হাঁটতে প্রেমশান্তি-নিবাস ঘুমন্ত যন্তর ছোট ফটক বড ফটক আবার ছোট ফটক আবার বড় ফটক আবার···

মাটি কেবলই কাঁপছে

ছবি তোলা হবে আমি মুখ উঠিয়ে ধরছি কতবার রাত্তিরে কতবার দিনে নরম পলির উপরে পা রেখেছি ছড়ানো ভালোবাসায় শিকড় গেড়ে শরীরটা যদি শোভার মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়। পরিবেশ চৎমকার সাজানো হয়েছে গাছপালা ফুল চাষবাস জ্যোৎস্নার ঢল নামছে রোদ্দুরে ফসল পাকছে মাঠের উপর দিয়ে ছুটিয়ে দেবার জন্যে খুশির হাওয়া মজুত রয়েছে, ছবিটা

একবার উঠলে ধন্য ধন্য তুমি আমাদের মুখ রাখলে তুমি যুগ যুগ···কিন্তু আমি পারছি না ধনধান্যে বসুন্ধরা সবার সেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আমি স্থির হতে পারছি না আমার পায়ের তলায় মাটি কেবলই কাঁপছে।

এসব কিছু নয়

এ সব কিছু নয় আমি বলি নিজেকেই আমি বলি তুমি জলতে তো কতই দেখেছো এই ক্ষেতখামার মাছের ভেড়ি গাছগাছালি মানুষ এমনি খরা লেগে আছে তোমার হাওয়ায় পোড়া গন্ধ, তুমি তো দেখেই থাকো বুকের আগুন পেটের আগুন।

আমি দু'একবার মনে করার চেষ্টা করেছি তারপরই সামনে এইখানটা জলস্থ, কবে যেন কার হাত উপুড় হয়েছিল ঝরঝর করে মাটির দিকে পড়েছিল আলো অন্ন সব নিচে আরো নিচে শেষে এমন যে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, নর্দমায় মুখ গুঁজড়ে খুঁজছে মাগীমদ্দ কচিকাঁচার ঝাঁক। বেরোবার সময় আমি বুকপকেটটা বাজাতে বাজাতে বলি এসব কিছু নয় নিজেকেই আমার বলা তবু শব্দগুলো আকাশ থেকে ফিরে আসে মাটি থেকে আবার লাফিয়ে ওঠে যেন মন্তরা এ-স-ব—কি-ছু—ন-য়—

শিশু

চন্দ গেঁথে দেওয়া যেতে পারে
চোখ ফিরিয়ে ছুলে বা না ছুলে
অন্ত্য-মিল দেওয়া তাও যায়
বন্ধ চোখে মন যা আওড়ায়
এই যেমন দিলাম এখন।

কিন্তু সে আমাকে এরকম করতে দেয় না যখন তখন নাটমঞ্চ ছরকুট ক'রে চোখের দুই পাতার মধ্যে চ'লে আসে আদুড়-গা বাচ্চা। দিনরাত্তির ব'লে কথা নেই আঁস্তাকুড়ের পাশে বা ফুটপাথে বা ধসা দাওয়ায় রাত্তিরটা খুব ছোট আর দিন তো জ্বলে ওই জায়গাগুলোর বুকে, ওইখান থেকে আসে। ওইখানে এইখানে অক্ষরের ছড়াছড়ি শহরের কাগজে কাগজে

দেওয়াল জুড়ে ছয়লাপ শব্দের নক্সা ঢাকঢোল চোঙে গেরামভর। কী করবে সে ? মস্ত হাঁ করে কিন্তু অক্ষর সে খেতে পারে না শব্দ সে খেতে পারে না। খিদে খিদে খিদে। তখন হাপর থেকে ছিট্‌কে প'ড়ে জলুনি সমেত একেবারে আমার চোখের গোড়ায়। শীতগ্রীষ্ম ব'লে কথা নেই খোলা চামড়ায় বেজায় তাত লাগে। রাস্তা পুড়ে ছাই-ছাই অথচ দুইধারে স্মৃতিপশমের জেল্লায় যেন সবে চাঁদ উঠেছে নীল হাওয়া বইছে অথচ তাত ঘ'ষে তার শরীর ফুল্‌কি ছিটোতে ছিটোতে এইখানে। ঠাণ্ডায় গরমে এমন। আহা নিষ্পাপ শিশু! কিন্তু সে কী করবে ? আহা নিষ্পাপ— কিন্তু সহানুভূতি সে খেতে পারে না দরদ সে খেতে পারে না। খিদে খিদে খিদে। এত শব্দ আর অক্ষরের ফাঁকে তার চিৎকার এইখানে আগুনে।

কথাগুলোকে

আমি কথাগুলোকে সাপ্‌টে ধরতে যাই। তারা তিন শো পঁয়ষট্টি দিন একঘেঁয়ে বকে বকায় শাসায় পায়ে লুটোয় ভোঁতা গলায় চেঁচায় হাঁপায় এলিয়ে যায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে। আমি তাদের ধরি কিন্তু তারা আমার মুঠো ফসকে নেমে দম-দেওয়া চাকায় ঘোরে সেই আগের আওয়াজ। 'তুমি বুঝি আমায় ভালোবাসো-না ?' অথবা তুমি কি আমাকে ভয় পাও নাকি ভয় দেখাও ?' ভালোবাসা ভয়, মানে কী ? অথবা 'চলো আমরা ওইখানে পালাই' নয় 'এসো আমরা মরুভূমি বানাই আর বালিতে মুখ গুঁজি' নয় 'ধন্য যন্ত্রণা ধন্য বসুন্ধরা' নয়তো 'সমস্ত কথাবার্তাকে ত্রিশূলে ফুঁড়ে আমরা জয়পতাকা উড়িয়ে দিই কেননা আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছি চুপ।' এসবের মানে কী ?

কথাগুলোকে তাদের অভ্যেস থেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে তারা স'রে স'রে আবার পুরোনো খাতে। তাদের ধান্দাবাজি নাট্‌কেপনা বক্‌-বকানি অন্ধ ঘোরা ধাপ্পা ভাঙা গলা সমানেই চলতে থাকে। এ-আচরণ আর কাঁহাতক সওয়া যায় ? কেতাদুরস্তি শেষ হোক। তোমার হাতটাকে লাঙল করো মাটি যেমন উল্‌টে দেয় তেমনি ক'রে উল্‌টোও কথাগুলোকে তবেই তাদের উপর থরে থরে চারা জন্মাবে চোখ-ছাপানো ফসল। তখন নবান্ন তখন বসন্ত তখন শান্তি।

এই কয়েকটা ছত্র

এই কয়েকটা ছত্র বন্ধুদের মনে ক'রে। আমি বলতে চাই আমি তাদের আবার দেখা পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল। যখন ধুলোর হাওয়া হায় হায় করে, আমি বুকের মোচড়ে একবার পেছনে ঘুরি একবার সামনে। পথগুলোকে বাছতে যাই : কোন্ দিক দিয়ে তারা এসেছিল, কোন্ দিকে আমি গিয়েছি। রাস্তার ওপর ঘরদোর থুব্‌ড়ে পড়লে, নম্বরগুলো উলটো-পালটা হয়ে গেলে আর কি কিছু জানা যায় ? চারপাশেই বাড়ি বাড়ি বাড়ির স্তূপ। তার ফাঁক দিয়ে চেনবার মতো আলো আসে কই ? লণ্ঠন জ্বালিয়েও সুবিধে হয় না, দেখি আমার ছায়ার হাত পুরো অন্ধকারটা জড়িয়ে ধরে। তারপর ? তারপর থাকে বেহুঁশ রক্ত, রক্তের বিড়বিড় : ভালোবাসা স্বপ্ন আহ্লাদ ইত্যাদি, পৃথিবীতে স্বর্গ ইত্যাদি। এমনিভাবেই হয়তো রাত বাড়ে। আর আমি মাঝে মাঝে দম বন্ধ ক'রে শোনবার চেষ্টা করি কোনো দূরের চিৎকার, একটা, মাত্র একটা অক্ষরের টান : অ—। যদি আমার দিকে আসে, আমার কাছ থেকে ফেরে।

বৃথা।

তাহলে কি প্রশ্ন আর দিক ঠিক করার নয় ? এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে যাওয়ার ?

নিরুদ্দেশের মাঝখানে

বইয়ের অক্ষরগুলো শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়েই দিল। তারা আমার কাকুতিমিনতি শুনতে পেয়েছিল। আশ্চর্য ! আমিই তো শুনতে পাই না অনেক সময়। "যাও তোমার রতন দীঘিতে যাও—" যেই বলা আমি একছুটে চ'লে এসেছি তালসুপুরির চামরের নিচে। চোখের মধ্যে এপার ওপার ধ'রে নিয়েছি। কত জল, গভীর জল। মাছের পাখনা তবু চমক দেয়। চেয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছে হয় তাদের রুপোলীতে ভেসে পড়ি। উপরের আস্তরণ যখন কালো হয়ে উঠবে তখন নিচের দিগন্তের দিকে নেমে যাওয়া যাবে। কিন্তু ঘাসের পাড় রয়েছে আর রয়েছে চেনা মাকাল করমচা আর ঘেঁটু ধুতরো ফুল। তাদের কাছ ঘেঁষে পায়ের দাগ চ'লে গিয়েছে কচুবনের মধ্যে দিয়ে খড়ো ছাউনির বাদামী এলাকায়। আমি পরিষ্কার

দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি দিন হওয়া রাত হওয়া জাগা ঘুমোনো খোঁজা, হাঁ৷ পাগলের মতো খোঁজার পর ধকধক হৃৎপিণ্ড। ওই ওখানে একটা জায়গা সন্ধে-সন্ধে। আমি মাছ ফল ফুল ঘাসের ভিজে গন্ধ পেছনে রেখে এগোব। সময় আর বেশি নেই।

তারা অবিশ্রান্ত আসে

তারা অবিশ্রান্ত আসে। কোথা থেকে আসে এত? পৃথিবী যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, হয়তো তার ওধার থেকে। যেন কোনো খনি থেকে তারা উপরে এসে পৌঁছয়। তাদের পোঁটলাপুঁটলির মধ্যে অনেক খবর: কী ক'রে হাড়ে ঘুণ ধরে, শিরাগুলো ফিন্‌কি দেয়, চোখে আগুন লাগে এই সব। খুঁটে-পাওয়া চালগমের দানা শুধু নয়, তিলে তিলে জমানো অন্তরের কথা।

কিন্তু বাইরেটা কী সুন্দর! হেই গ্যাখো কত রকম খেলা। বাস চলেছে, ট্রেন চলেছে, ফুরফুর ধুলো উড়ছে, বাঁশি বাজছে। আবার ধরা গলার মতো ভোঁ-ও শোনা যায়। জাহাজ। দুএক মিনিট কি তারা অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবে? কিন্তু দেখা ফুরোতে চায় না। আশে পাশে খুব রোশনাই। বাজার বসেছে আনাজপত্তর মনিহারি থেকে আলো ছোটে তাদের গায়ের উপর এসে লেপ্‌টে যায়। রোশনাই।

বাজার পার হলে আর কিন্তু তারা নিজেদের ঠাওর করতে পারে না। পাল্টে হাওয়ায় কী সব ওড়ে আব্‌ছা নিঃশব্দ। যেন তাদের পোঁটলাপুঁটলি থেকেই ওগুলো ছাড়া পেয়েছে, হাত উঁচু করলে নিজেদের অনুভবগুলোই যেন তারা ছুঁয়ে ফেলবে। এরপরে তারা কোন্‌ দিকে এগোয় আর দেখতে পাওয়া যায় না।

পারাপার

চোখ দুটো আমাকে তাড়া করে। পেছনে কি বন, না ঝকমকে শহর? চোখ দুটো তাড়া ক'রেই আসে। হয়তো কোনো জানোয়ার। কিম্বা কোনো মোটরগাড়ি হয়তো। আমি দৌড়তে দৌড়তে মজা গাঙের ধারে পৌঁছই, কাঠের সাঁকোটার ওপর উঠে যাই। মাঝখান পর্যন্ত গেলে

সেটা দাপাদাপি জোড়ে, আমি বুঝি অসহ্য হয়ে উঠেছি। নিচে ক্ষুরির ধারে হিলহিলে বিষ আর ফাঁককোকরে রাত গুঁড়ি মেরে। মাঝখানে আলতো ভর রেখে আমি বিস্মরণ পার হয়ে যাই, যেমন সার্কাসে টানদড়ির খেলা দেখায়। একবার পড়লেই হয়, আরো কয়েকটা নীল ফুল ফুটবে বৃষ্টিতে আর কবিতার বুদ্বুদে পচা জল চনমন করবে। তাকেই কি মৃত্যুর মহিমা বলে ?

আমি পার হয়ে যাই। এবার কোন্ দিকে ? রাস্তাঘাট ফেটে চৌচির হয়ে আছে। চাষবাসের চিহ্নগুলো এলোমেলো ছড়ানো। একটা খড় আমি উঠিয়ে নিই। আ-হ্, কী উত্তাপের স্মৃতি! ভাত ফোটার গন্ধ, শীত-বর্ষার ছাউনি। আমি পায়ে পায়ে ক্রমে এক অন্ধকারে, যেখানে সকাল দুপুর বিকেলের মুখগুলো আর নেই। অথচ পাতায় বাকলে ধুলোর পরতে শব্দ লেগে আছে। যেন সকলে ঘর ছাড়ার পর এইখানে তাদের হৃদযন্ত্র রেখে গিয়েছে। তারা কি সাঁকোর দিকে, সাঁকোর মাঝখানে ওপারে ? আমাকেও তাহলে ফিরতে হবে। হ্যাঁ, কাঠের ওপর শিউরে শিউরে, জঙ্গলে না শহরে, সেই চোখ দুটোর সামনে।

আলো থেকে বেরিয়ে

আলো থেকে বেরিয়ে এইমাত্র এমন
সাজানো তোড়ার ঘর ছেড়ে
এইমাত্র তোমায় দেখা অন্ধকারে।
মা তোমার মুখ কোথায় ধরেছো
সে কি খরার রাত ?
বৃষ্টি নেই তুমি ছেলের পায়ের শব্দ শুনছো
কাঁকরে আবার কাঁকরে,
চোখের আড়ালে নেমে যেতে যেতে
সে ওপরে তাকিয়েছিল তুমি দ্যাখোনি
মেঘকে ডেকেছিল নদীকেও তুমি শোনোনি
তুমি শুধু টের পাও চারদিক শুকনো হয়ে আছে
আর পাথর বাজছে

পায়ে জলের ছোপ নিয়ে কেউ ফেরেনি
মা তোমার শেষ গল্প বলা হয়নি
তুমি ব'সে আছো
তোমার পাশে ছেঁড়া দোল্‌না পুতুলের ধড় ।

আলো থেকে বেরিয়ে আসতেই এমন
এই অন্ধকারে তুমি ।
মা তোমার মুখ কোথায় ধরেছো
তোমার চোখ কি ধুধু করছে
খরার রাত্তিরে ?

এইবার চলো

জানলার ধার ঘেঁষে স্রোত ।
তুমি এক সময় চোখ তুলে দেখো
ভরা চাঁদ এসেছে ভাসতে ভাসতে,
তোমার সারা শরীরে তখন টান লাগে,
কব্‌জি ঘুরিয়ে তুমি স্নায়ুবন্ধ আল্‌গা করো,
পুতুলগুলো মেঝের ওপর ছড়িয়ে একাকার হয়
পায়ের গোড়ায় কেউ বুঝি চেঁচায়,
তোমার হাতের বাইরে কোথাও
বিছানাপত্তর লণ্ডভণ্ড প'ড়ে থাকে ।

খুব কাছেই দুরন্ত রেললাইন ।
আচম্‌কা ট্রেনের শব্দ
বাড়িটাকে আগাপাস্তলা ঝাঁকায়,
বাসনকোসন ঝনঝন করে, পেয়ালাপিরিচ
যেন এখনই উল্‌টে পড়বে,
ঘন ঘন হুইসিলে
দেয়ালগুলো টাল খায়,
একটা ছবি খসে, দুটো ছবি, তিনটে···

আমরা কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে আছি ?
কতক্ষণ ?
এইবার চলো, যাওয়া যাক।

ফসল ঘন হয়ে উঠলে

ফসল ঘন হয়ে উঠলে
একবার সে মাথা তুলেছিল
যেন রাজা।
তার মুখে ঘামের ফোঁটাগুলো
ঝলমল করছিল,
ভরাট শীষের বাহার বুক পর্যন্ত।
তারপরই সে ডুবে গেল
আর উঠল না।
তবে কি তার পায়ের কাছে
ফাঁদের মাটি ছিল ?
সে ছেলেমানুষের মতো
সেখানে ভর দিতে গিয়েছিল ?
তাহলে ফসল এবার লোপাট হবে,
আমাদের সামনে নিশ্চয় আকাল।

অপেক্ষায়

সময়ের বুকে যেমন আগুন ছিল তেমন আদর।
জ্বালাযন্ত্রণার কথা বিস্তর জেনেছো,
আজ ভাখো-না সে আমার হাত ধ'রে
কত আগুলে নিয়ে এল প্রথম পলিতে,
এখানে ছড়ানো মাঠে আল সেচ গাঙফড়িং
জড়সুদ্ধ উপড়োনো আগাছা
লাঙল তো পাথুরে ডেলা ফালা-ফালা ক'রে
রেখে গেছে, দুই পা ঘিরে ঝলমল শ্যামলা কালো
যেন কোনো খনির লণ্ঠন চুপিসাড়ে ছটা দেয়।

এখন সহজে বুঝি
আমি, এই আমি এক সীমায় পৌঁছেছি
সীমায় বা রূপবদলের কিম্বা নতুন হবার জাদুমন্ত্র কালে।
এবার কাদামাটির শিল্প হবে অনেক কিছুই
সব কিছুই বলতে পারো, যথা এই হাড়রক্ত মেদমজ্জা
আর এই প্রাণভ্রমরা
রঙবেরঙ ফুলে ধানে চারিয়ে যাবার ঘুরঘুর সমস্ত দুপুর সকাল রাত্তির,
পরার বছরে ঘর যেখানে দাঁড়িয়ে ঝরতে ঝরতে ধুলো
সেখানে অবাধ বীজ উড়ে আসবে প্রাণভ্রমরা
মাঠ থেকে মাঠে গুটি পাপড়ি পয়রী পাতা জালি কন্দ ফল।

শহুরে হাতত্তটো কখন
ইস্পাতের গা থেকে আপনি খ'সে
একরাশ মাটিকে ঘাঁটে তারাদের ঘাঁটে রোদবিন্দুগুলোকেও,
নবীকরণের নাড়ি কোথা দিয়ে বয় সেইখানে,
শত বছরের প্রেম নিয়ে যেতে
ফল পাতা শস্যকে জাগাতে
অস্থিমজ্জারক্তমাংস নিশুতি-লগ্নের জন্যে অপেক্ষায় আছে।

মহিমা

যেখানে জলের ঝারা নেই
আকাশের শান-পাথর ঝাঁঝাঁ করে
হৃৎপিণ্ড ফেটে কথা ঝ'রে ঝ'রে
ভিটের ওপরে কাটাবেন,
যেখানে ডানার শব্দ নেই
দেদার পালক ছেঁড়াছোটা
ঘাটেবাটে, হাপিশ বাতাসে
রক্তফল ঝোলে, হাড়গোড়
যেখানে দিনের ঘুরে গাঁটা

সেইখানে সেই অনুপম পটে
তুমি খুব উঁচু ক'রে প্রতিষ্ঠিত
করেছো তোমাকে ধুলোবালি
অজ্ঞান মাড়িয়ে, আহা কত
কত উপচার এই স্তরে,
হেরো কী বিব্রত আমি
তোমার করুণা গাই গেয়ে চলি।

চওড়া চওড়া রাস্তায়

দশটা দিকের খোঁজখবর না নিয়েই চ'লে এলাম।
যে-জায়গায় ছিলাম সেটা ঠাণ্ডর হয়নি রোদে,
জোয়ারেও না, কাছাকাছি যাদের শরীর ছিল
ফুসফুসের হাওয়ায় তাদের ছুঁতেও পারিনি।
সুতরাং কী আর করার ছিল চ'লে আসা ছাড়া ?
তবু আকাশী সৌরভ একটিবার
পাওয়া যেতে পারে এই সান্ত্বনার কথাও ভেবেছি
এবং বুঝেছি সাধের নিঃশ্বাস এসেছে কতুর হয়ে।
তাছাড়া চৌকাঠ দরজা বেড়া এসব অস্পষ্ট ছিল,
কোথায় ভিতর আর কোথায় দাঁড়ালে বলি বাইরে, আছি
এ হেতু আমাকে প্রবল নাড়িয়েছে,
তিলোত্তমার মতো একটা বিন্দু নিয়ে টালমাটাল।
শেষ চেষ্টা করেছি দেয়াল টের পেতে, কই দেয়াল,
শূন্য থেকে দুটো হাত বারবার সরিয়ে শূন্যে রাখা,
হাড়িকুড়ি লণ্ঠনচুলো সেই সীমানা যদি ব'লে দেয়,
পা বাড়িয়ে তারও কোনো হদিস পাইনি কিন্তু।

চওড়া চওড়া রাস্তায় এখন হাঁটা দাঁড়িয়ে পড়া
বেশ হাঁটা বেশ লাগে, ঘরবারের ভাবনাটা ঘুচেছে,
খাপরাগুলো ডুবিয়ে খুব আলো যেন ভরন্ত জোয়ার,
রজনীগন্ধার ডাঁটা ভজন ভজন বাঁধা,

শুকনো বুক দাঁতে ধ'রে বাচ্চাটা অঘোর ঘুমে,
পঁচিশতলা বাড়ির গা বেয়ে ওঠে
কত পিঁপড়ে, দুর্গম রাতের বুকে উঠে যায়।

পরম আশ্রয়ে

বেশ কয়েকটা বাগান পেরিয়ে আসতে হল,
বলতে গেলে সেও এক চমৎকার উপকথা।
মানে সে-সব বাগানে ঢুকে আমি একান্ত বিহ্বল হই,
আমার এ-চোখ দুটো টলটল সরোবর হয়ে যায়, তাতে কত ছবি!
মুগ্ধতার একটা স্থায়ী বাসা কোথায় রয়েছে তার খোঁজখবর নিতে থাকি,
কোথায় মালীর ঘর, বাংলো-টাংলো নয়, দিনের খাটুনি শেষ হলে
ভাঙা জানলা দিয়ে আকাশের চন্দ্রাতপ উপরে যে আছে
তাই জানা, হাত-পা এলিয়ে দেওয়া ঢিলেঢালা ঘুমে।
খবর কিছুই পাইনি যেহেতু আমার তা পাবার ছিল না।
হয়তো ফুলন্ত ডালে অন্য পথের নির্দেশ ছিল, হয়তো সূর্যের রশ্মি ছেঁটে
তীর মার্কা ক'রে দেওয়া ছিল। সে-সবও দেখিনি।
অতএব খুঁজতে খুঁজতে কেয়ারিতে দেবদারু ঝাউয়ে লতাকুঞ্জে
খুঁজতে খুঁজতে বাগানের পর বাগান ছাড়িয়ে অবরোহে কাঁকর ঢেলায়
পিছলে
ক্রমে পৃথিবীর পরম আশ্রয়ে।

মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাওয়া গেছে, এখন একবার প্রসন্নতা
যদি গর্তের ভেতরে এনে ফেলি তবে সুখ উপচে পড়বে।
এই ধুলো তো শালিধান গমদানা কসলের বীজ,
এই তো এক বুকের নিকষ পাতা যাতে প্রতি মুহূর্তের সোনা
আড়ে দীঘে আঁকিবুকি কেটে যেতে পারে।

তুমুল পথে আসেনি তো

সবাই তুমুল পথে আসেনি তো,
ক্রমাগত তূর্য বাজে তবু কাকগুলো
খাঁ খাঁ করে।
চৌরাস্তার এক ক্রোশ দুক্রোশ নক্সা ঘিরে
শুয়ে থাকে ভারী ধুলো,
অজস্রা বাজের ঘুণ নষ্ট করে
প্রেমপ্রণয়ের জমি।

কখন বাতাস ডাকে কখনই-বা
পৌঁছয় বাগানে বিজলিঘরে পতাকায়?
সন্ধে হলে তারা খসে,
আবার অনিদ্রা চোখ কাছে আসে নিভে যায়,
হাতের পিদ্দিম খোঁজে তন্নতন্ন
আদরের জায়গাটুকু কোথায় রয়েছে।

যদিও কোথায়

যদিও কোথায় তার বিন্দুতে দাঁড়িয়ে
হৃৎপিণ্ড সে পাক করে তা জানি না,
তবু সহনশীলতা
শেষ অগ্নি জড়িয়েছে টের পাই,
তার গলা তুলকালাম শূন্যে ওঠে
যেন কোনো স্খলনের মাটি তাকে ধরে নেই।
আমারই ঘরের কাছে হয়তো-বা দূরে
কেউ একজন।

তখনো চারদিকে ঘোরে লোহার বঞ্চনা,
কলকাতার ছবির জানালা মুছে ফেলে
ফাটলের সামনে আসি ডাক শুনি
সেইখানে ঝাঁপ দিই

আমি, আমি অন্যজন।
ওপরে কোথাও সন্ধান জ্ব'লেই যায়,
আমি নেমে চলি নিভৃত পাতালে।
আমার নাগাল কোনো শিকড় কি পাবে না ?

ইচ্ছে পুষে রেখেছিল

ইচ্ছে পুষে রেখেছিল যাবার সময়
যাবে ঘূর্ণি হয়ে
ঘুমের পাথরকে ছুঁয়ে দিগন্তে ওড়াবে,
তুফান-নদীকে ডেকে নেবে
অহংকারী চূড়াগুলি যেখানে গম্ভীর।

সে নাকি চুপচাপ চ'লে গেছে।
বাড়িঘর এমন নিঃসাড়
যেন ঘুমে শান্ত অথবা বেহুঁশ জ্বরে।
সত্যি সে কি পলাতক
ইচ্ছের খাঁচাটা সঙ্গে নিয়ে ?

পতন

জায়গাটা পিছল বড়, পড়ছে তো পড়ছেই
আগুয়ান মূর্তিগুলো,
মনে হয় বিপুল নেশার ঘোর লেগে গেছে।
পড়া দেখতে দেখতে চোখ ভেরে আসে,
থামুক-না এবার বিষম পাতালী খেলা,
নইলে আমি শেষ পর্যন্ত হয়তো অন্ধ হব।
তখন কি আকাশে আর
সুলক্ষণ দেখা যাবে ?
তখন কি এমন মুখ আর দেখা যাবে
যাকে আমি প্রদীপ্ত কোটাতে চাই তোরণের নিচে ?

লণ্ঠনটা দপদপ করে

লণ্ঠনটা দপদপ করে
এই বেলা চলতে হয়,
চৌকাঠের কোণে উল্টে থাক
গয়নাগাছা শূন্য বৃত্ত।
ওই পারে ধানী মাঠ ছাতি ফেটে প'ড়ে,
কোন্ জল কোন্ আনন্দ
তার জন্যে ধরা আছে ?

এই হাত খুলবে না কি ভোরের আগে ?
বলি, সময়কে নিয়ে চলো
মৌসুমীতে রোদের বাথানে,
জড়িয়ে থাকুক-না যত বুনো লতা
ছোট ফুল তো জ্বলে।

এই যে গ্রীষ্মের

এই যে গ্রীষ্মের হাতে আছি
এই যে খোলামকুচি হওয়ার ভিতরে নড়ি
এ কি কোথাও যাবার জন্যে ?
পেছনে হটবার একটু জায়গা ঘুরে গিয়ে
অলস্ত হয়েছে এই দেখি
পুবের সে-পট তার ঘনিষ্ঠতা
মুছে ফেলে উদাসীন হয়ে গেল,
এমনকি ফলগুলো ফোটবার মুখে
না তখন ঝ'রে পড়ো-পড়ো তাও
জানা অসম্ভব যেন। আমি চোখের পাতায়
শান্তি শিশিরের কণা অনুভবে পেতে গিয়ে
পলকে রোদের মধ্যে পৌঁছে গেছি।

ঘর ভাঙা হল, চালচুলো গেরোস্তালি
সূর্যের বলয়ে গাঁথা হয়ে যায়।
ক্ষেতে চাষা নেই, গাছগাছালির
দাঁড়ানো সুস্থির বটে, কিন্তু তারা
সমাহিত নাকি কোনো ঝড়ের ইঙ্গিতে চুপ?
দেশান্তরী হাওয়া যদি এসে যায়,
আমার সংলগ্ন মূল
ধুলোগড় থেকে ছিঁড়ে উড়বে কি ডানার মতো?

যে এসেছে

যে এসেছে সে খুব আপনার লোক
অথচ সে আপাদমস্তক অস্পষ্ট রয়েছে।
কই আমার তো অন্ধতা নেই; আমি
চোখ রগ্‌ড়ে দেখতে পাই রাস্তার ওপর
আর একটা জলজলে দিন,
পাতাগুলো বাতাসের গায়ে
বাঘবন্দী ছক কাটে, যত ঘাম ঝরেছিল
যত মূর্ছা ছিল শুষে নিয়েছে শিকড়,
সবুজে এমনই ধার ঝল্‌কে ওঠে
যেন আকাশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে
অথবা স্পর্শের হাত রক্তে ভিজবে।
দরজা খোলা, আমি দেখতে পাই
বাচ্চাদের পাঁজরায় জোর আলো খেলে,
ধুলোর ওপরে কয়েকটা ছেড়া ঠোঙা
চোখের আগুনে পোড়ে ধিকিধিকি।
অথচ আমার হাহা ঘরে যে এল সে
আবছা হয়ে আছে।
সে কি তবে মাটি না ছুঁয়ে এসেছে?
সে কি তবে মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখেনি?

অন্য এক হাত

অন্য এক হাত মূর্তিগুলোকে ভাঙে।
কত যত্নের যে পরিশ্রম ছিল তাবো,
চালচিত্র সাজিয়ে কোনো অন্ধকারে
নিয়ে যেতে নয় কিংবা হিমঘরে
রাখতে নয়, সামনের উঠোনে
ফুলের দঙ্গলে ফুটবে
এবং আকাশ থেকে নানান্ জৌলুস
টেনে নেবে এবং অনেক বুক
ভ'রে দেবে, এত সব ইচ্ছের ছবি ছিল।

মানবিক চোখের মুগ্ধতা
সহজে কি আনতে পারা যায় ?
রক্তের অদৃশ্য নড়াচড়া
সাধআহ্লাদে জুড়ে দেওয়া,
সেও বড় শক্ত জাদু।
আর রক্ষণাবেক্ষণ ?
কাঁটাতারে ঘিরে নয়,
শিশির রোদ্দুর সাক্ষী ঘরের ওসার
কল্মী নোটে ধানের বাতাসে ছ'কে দেওয়া
সেও এক কঠিন প্রযত্ন ছিল।

কিন্তু অন্য হাত
ছন্দছাদ ভাঙে, খালি ভাঙতেই থাকে।

শিয়রের তারা আর

শিয়রের তারা আর দেখা যায় না, ভালোবেসে
সদাগরা পৃথিবীর খেলনাটা সে
দোলাত চোখের সামনে। তখন কী দেয়ালা!
তাকে খোঁজা মানে কিছুর পিছিয়ে যাওয়া

গলিঘুঁজি ভি-আই-পি সড়ক ধ'রে বরাবর ;
একটুখানি রোদ হয়তো আড় হয়ে প'ড়ে থাকে
যেখানে রাতের মুখ টেনে নেয় মাঝখানের কথাগুলো
সবই নিস্তব্ধতা। তবু এক সরু জল
তিরতির যেন রক্তধারা, সেই ঠিক নিয়ে যায়
প্রথম স্পন্দনে। ওই তো রওনার চিহ্ন!

অতঃপর হাতড়ে হাতড়ে ফেরা অত পথ যার
দুধারে পাঁচিলে কাঠে মৃত চোখ আঁকা।
সামনের ফটক বন্ধ। বেরিয়ে পড়বার সেই
সঙ্কেত কি ফুটে আছে আদিম আকাশে ?
পাল্লা নাড়া দিলে আবার পুরোনো শব্দ
ওঠে, উঠে ডুবে যায় চরাচরে।

শেষ গাড়ি ছেড়ে গেলে

শেষ গাড়িই ছেড়ে গেল বুঝি।
আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দুর্বোধ লাল বিন্দুটাকে
দেখতে থাকি। এবার সে ধুন্ধুমার আলো নিয়ে
ফিরবে কি এখানে অথবা হঠাৎ
আকাশে রক্তিম হেসে ব'লে উঠবে : ভোর হল ?
দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে যাই, ভাবি
হয়তো সে ফুটল স্বপ্নসম্ভবের দেশে।

তাহলে সত্যিই শেষ গাড়ি,
নইলে কেন একলা আমি
এই ঠাণ্ডা ঘুমন্ত পাথরে থেকে যাই,
কোনো সহযাত্রী গলা
আমাকে উত্তাপ দেয় না কেন ?

সময়ের হাতে কিছু ডালপালা ধুলো
নড়াচড়া করে, তাকে অস্থিরতা বলে নাকি ?
আবার আগামী কাল।
ইতিমধ্যে আমি ফিরে যাব কুঠুরীতে,
মাকড়সার জাল ছোট পোকাদের
কী কৌশলে ধরে সেই খেলা দেখে
ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে বাতি সমুদ্র হাওয়ায়
ছেড়ে দেব সব সাধ।

মোড়ের ঘুরপাক

মোড়ের ঘুরপাক আমি পা ফেলে দেখেছি
আকণ্ঠ লাফিয়ে ওঠে,
মাথায় পরাগ পাপ্‌ড়ি টুকরো কথা
মুখমণ্ডলের আলো থেকে খ'সে
দুকূল হারিয়ে ঘোরে,
পুরোনো রাস্তার কাদা ভেঙে
কিছুদূর যাই আমি ফের হেঁটে আসি।
এদিকে সমস্তক্ষণ অন্য গ্রহ
চক্রবৎ মাথার উপরে অবিরত,
আমি দেখতে পাই জলের ওপারে
ঘাসফুল স্বচ্ছ পাখনা রঞ্জন আকাশ স্ফটিকের কোণ,
সবুজ বন্দরে কয়েক শো মাইল শূন্য
অনুরাগে ভ'রে আছে।
আমি ঘরবার করি,
রাস্তায় উঠোনে বারান্দায়
শরীরের ভার রাখি টেনে তুলি,
আর ওই গ্রহ মাথার ওপরে ফিরে ফিরে আসে।

অন্তরাল একটু সরলে

অন্তরাল একটু সরলে সুবাতাস
বুকের ভিতর,
ঘণ্টার আওয়াজগুলো একে একে
নেমে যায় সাঁইবাবলা জোনাকির বনে,
ঘোষণার মঞ্চ ফাঁকা প'ড়ে থাকে,
উঠোনটা ছাপাছাপি, মাচানে দেদার
সাদা নীল হলদে তারা,
দীর্ঘ বীথি ডাক দেয়, সীমান্তের জল
নাচে পানিতরাসের কাঠে।

দিনের পাষাণ ঠাসা চতুর্দিকে,
একটু চিড় পাওয়া গেলে
সবই আছে :
প্রস্রবণ উদ্ভিজ্জ সাজ নিকট শরীর,
বিদায়ের মাটি মুখ চোখ
জোয়ারে ওছ্‌লানো।
তখন প্রগাঢ় নদী সুষুম্নায়।

ভিটে আগ্‌লে

ভিটে আগ্‌লে জাগন্ত ক'জন,
কোন্‌ সময় সূর্য ডুবে গিয়েছে তা
মনেই পড়ে না, পরস্পর
তাকিয়ে দেখেছে মুখের আদল
দেয়ালের গায়ে আলগা কাঁপে,
সলতের উপরে ভর দিয়েছে তাবৎ
জাগা দেখা থাকা বা না-থাকা।
এখন দুর্দান্ত বাঁকা হাওয়া,
কেশরে উড়িয়ে দিগ্‌দিগন্ত হেলায়
প্রবল দুর্দান্ত বাঁকা হাওয়া

ঝাঁপিয়ে পড়ছে পিতৃপুরুষের হাতে,
যেন এক নৌকোয় ক'জন ব'সে,
পাটাতন ভিজে যায়, এত জল
তর্পণের গণ্ডূষে আঁটবে না,
যদি তা ছাপিয়ে ওঠে বুক গলা
মাথা অব্দি, যদি অন্তরীক্ষ থেকে
প্রতীক্ষার চোখগুলো অতলে না যায়।

সে তার প্রলাপ ব'কে

সে তার প্রলাপ ব'কে বেঁচে আছে।
কোনোখানে ঝর্না নেই কিন্তু স্নেহধারা
চলে নামে গা-মাথায় হাতে পায়ে,
খিদের মোচড় লাগলে তার
তারাবক্ষে উৎসবের পট খোলে,
ফুটপাথ বারান্দা গলি
ফুলকি ছোঁটে শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে.
তখন কোথায় যেন পাহাড়ের
গা ভেঙে গড়ায় চাঙড়,
সে এক আনন্দধ্বনি তার ঠোঁটে ভাসে।
তাকে ঘিরে কোনো বন মরুভূমি নেই,
নিজের একান্ত রক্ত ঝ'রে চলে
তার ক্ষেত সজল তাতেই।
যতবার খুরুক না মরু
তাকে দেখতে পাই,
সে আমার অন্ধ আশা দু মুঠোয় ধ'রে থাকে।

এক শিশুকে দেখে

কোন পর্যন্ত ঝাউ-হাওয়া,
আকাশের দরজা হাট-করা,
কোন পর্যন্ত পাখিদের ওড়াউড়ি,
একমুঠ ঝিনুক হীরেমন ?

ফুসফুসে পৌঁছয় ঢেউ
সাগর-মোহনা কাছাকাছি.
বেলা প'ড়ে এলে
আলোর মায়ায় ছায় ঘরদুয়োর,
রাজ্যপাট মেলা
কোন পর্যন্ত ?

এক মুহূর্তে তুনশান,
বরকন্নে পুতুলটুতুল
বাক্সবন্দী কখন যে,
একটা পালকও আট্‌কে নেই
বাতাসের খাঁজে।
রেলগাড়ি ঝমঝম
গুঁড়িয়ে যায় জাদু,
লাইনের ধারে পসরা প'ড়ে থাকে
আগুলে-ধরা দুটো কচি হাতে।

নিশ্চল রয়েছো

তুমি কতকাল নিশ্চল রয়েছো ভুবনমোহন!
তোমার অনিন্দ্য গুল্‌ফ ঢেকে যায় ঘন জংলা ঘাসে,
মাটিতে ঘা দিয়ে তুমি কোনো রাতে কোটালে না দিন
একটি বারও, সুগন্ধ ফুলের আলো ছড়ালে না,
অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে
যাবার হাজার পথ সাপের খোড়লে ঢোকে,
ছাগল-চরার বেলা অপার্থিব মুখে যতটুকু
সবুজ ছল্‌কায় তাকে ছুঁয়ে থাকে মাঝরাত।

তোমার পেছনে ঘোর বন, সামনের বাদাড় পাড়ি দিয়ে
গাঁয়ের লোকগুলো আসে, ঝাঁকা রাখে তোমার ছায়ায়,

পাঁজর কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে, গামছা খুলে ঘাম মোছে,
মেয়েরা স্তনের ভৌলে গরীব মমতা নিয়ে ব'সে পড়ে,
দুধরুক দুধরুক টিপটিপ স্মৃতি বেয়ে ঝ'রে যায়।

তুমি কোনো গর্জন শোনো না যদিও নিথর বন
কেঁপে ওঠে, কালো হল্‌কে ভোরা বিদ্যুৎ-প্রভায়
চোখগুলো ধাঁধিয়ে দেয়, ঘুরবার আগেই ঘাড়ে
নখ বসে, ইন্দ্রজাল ঘ'টে যায় : যে ছিল এখনি
সে আর থাকে না, এই খেলা চলে।
এতদিন ধ'রে তুমি দেখছো, নাকি দেখতে পাও না ভুবনমোহন!

সাত সমুদ্র পার হয়ে

সে-পাহাড় এখন মেঘের ছায়া কখনো টানেনি
নদীর শুশ্রূষা যেখানে জুড়িয়ে দেবে জ্বর,
সাজায়নি সে সোনারোদে রঙদার মেলা,
কেবলই ভ্রূকুটি ফোটে যখন প্রগল্‌ভ হাওয়া
ফুলফল-কথা কিছু ছড়াবার ঠাঁই খোঁজে,
সমস্ত হেমন্তশীত ক্রমে ক্রমে হিমাঙ্ক নামিয়ে
কঠিন তুষারে মুড়ে ভালোবাসা রেখে দেয় ঠাণ্ডার ভাঁড়ারে,
তবু কোনো কোণে একটু অঙ্গারের লাল
প্রিয় শব্দ তুলে আনে বুক থেকে, আমি ট্রেনে যেতে
ভিন্নদেশী চোখ রগ্‌ড়ে দেখেছি চিমনির ধোঁয়া
ভেসে যায়। কোথায় যে যায়? ভাঙা উনুনের ধারে
অশ্রুমতী সেখানে কি বাংলার ভিটেয় ব'সে থাকে?
রুক্ষ পথে দেখেছি হঠাৎ একলা মেয়ে
ধূসরতা ছিঁড়ে রাঙা আভা নিয়ে থম্‌কে পড়ে,
তখন আমিও থেমে বাঁশের বেড়ার অন্য পাশে
দাঁড়িয়েছি যেখানে মাটির পথ পৌঁছে দেয়
ভাঙনের অবেলা যেখানে ঘন হয় দুই চোখে।

অগ্নিবলয়ের এপারে

পায়ের তলায় শিচের তাত ঝিমিয়ে আসে। যেন মাইল মাইল বালির ওপর সন্ধে নামছে। মনে করি আমার পথভাঙা শেষ হল। এক চিল্‌তে জলে পাতার গুচ্ছ, একটা নক্ষত্র দুলে ওঠে। আকাশের আয়নায় তোমার মুখ। যেদিকে ঘোরাই তোমারই মুখ।

তোমাকে উৎসবে ডাকব ব'লে আমি অন্ধকারকে সাজাবার আয়োজন করি। আয়োজন আর কী ? আমার সম্বলের মধ্যে তো এই একটা হৃৎপিণ্ড। তাকে জল নক্ষত্র পাতার সঙ্গী ক'রে রাখি, তোমার প্রতিধ্বনি তুলবার জন্যে তাকে প্রস্তুত করি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমি যে-সময়টার দিকে ঘুরি সেটাকে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে আর ছুঁতে পারি না। যেন কানামাছি খেলা।

অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, দেখি সে আমার উৎসবের অন্ধকার নয়। তুমি সেখানে বিচ্ছুরিত হও না। আমার উপর এক কালো পাহাড়ের চাপ। আর সারাটা রাস্তার রোদ্দুরের যন্ত্রণায় আমি নিবদ্ধ থেকে যাই। ইঞ্জিনের গরগর ধুলো ছেড়ে উঠে এসে মাথার ওপরে ঘোরে। রোগা রোগা হাতে যে সানকিগুলো ধরা ছিল তারা আমার চারদিকে বাতাস জালিয়ে ছোটে। নির্জন নয় উতরোল নয়। বুকের ভিতরের একরোখা স্মৃতি। এবং এত পতন শূন্যে।

আমি হয়তো তোমার কাছেই এসে গিয়েছি। কাছে, কিন্তু অগ্নিবলয়ের এপারে।

কি ক'রে আগ্‌লাব আমি

সস্তা নিউ পার্কারের ডগা
অনুভূতিশীল হয়ে আছে,
পয়ত্রিশ পয়সার অক্ষর
আমি একে একে বসিয়ে যাই
যদি তারা অভিজাত আলো ছেড়ে
অন্ধকার ভিতের উপর শক্ত থাকতে পারে।
আমার চোখের সামনে রাখি।
এমন পাচিল যা বর্ষায় নড়ে না আর বৎসরান্তে
শাবল ঝঙ্কার ধ'রে রোদ-ঝিমঝিম করে
কিম্বা এমন বিন্যাস

যাতে ঝরোকার কথা ফিসফিস করে
সদাগরা পৃথিবীর সব কোণ ছুঁয়ে এসে।
কিন্তু পঁয়ত্রিশ পয়সার অক্ষরেরা নুয়ে পড়ে
অথবা শৃঙ্খলা ভেঙে বিভ্রান্ত তাকায়
আমারই মুঠোর নিচে।
কী ক'রে আগ্‌লাব আমি ?
আমার বুকের জোর তুচ্ছ ক'রে ওইখানে
যন্ত্রণার মুখ ক্রমে আকাশ ছোঁবার মতো বড়ো হয়।
আর রক্তের যে-ঢল
তাকে রুখবার বাঁধ
কী ক'রে বানাব আমি ?

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে
কাগজের স্তূপে আগুন লাগিয়ে আমরা
চারদিক ঘিরে
ছাইয়ের ভিতর থেকে কিছু কুড়োবার চোখ নিয়ে
ভয়ানক মজা ছোট ছোট নরম মুখের
লাল ফুলে ফোটাতাম।
বালকের পথ সেই শুরু, কত পথ ভেঙে
আমি এসে গেছি অন্ধকার যে-মাটিতে
মৃত্যু ভর রাখে,
মৃত্যু।
তবু ওই তো গোধূলি
আকাশে জ্বলন্ত লাল ঢেলে দেয়
আর আমার নাগালে
দিব্যি দুই কাগজের চিতা
প্রস্তুত হয়েই থাকে।

ফুটন্ত বন্যার টানে বাতাসের আঁচে
এত মুখ।
সোজা বাঁকা সব রেখাই ঝল্‌সে যায়
সব রেখাই রক্তে ডোবে।

খুঁজতে খুঁজতে এত দূর

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে

সেখানে সূর্য ছিল না
অন্ধকারে মরণ-খেলা শুরু হয়েছিল,
তবু আমরা গলায় তুললাম তোরাই,
রাতের সে কী ঝঙ্কার
রক্তের ঝঙ্কার পাথরে পাথরে,
শীতের হাওয়ার ভিতরে
চকমকির হঠাৎ জ্বালা নিভে-যাওয়া
আমাদের হাড়ের ফুলকিতে এক-পলক-জাগা আশার মুখ।
এমনি ক'রে জগদ্দল মুহূর্তগুলো ঠেলে এগিয়ে আসা।

আমরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়েছি,
এখন রোদ উঠেছে,
আমাদের দৃষ্টি দূরপাল্লায় ছোটে ফিরে আসে।
ঐ ওখানে ক্ষেতের উজ্জ্বলতায় হাসির টান
আর এইখানে সুড়ঙ্গের বাইরে
আমাদের পায়ের দুধারে খাদ।
এখন অতদূর ক্ষুরধার পথে হাঁটা।

প্রতিমূর্তি

বাঁচার উত্তাপ ঘিরে তোমরাও সঙ্গে আছো,
কঠিন পাথরে ভগ্নে আমাদের বুকের ধুকধুক নিয়ে বাঁচো।
বাংলার আপন মাটি প্রাণবীজে অন্ধকার ভ'রে রাখে
সমস্ত সুষমা সমস্ত করুণা সব শৌর্য ধ'রে রাখে,
কখনো খরায় পোড়ে, কখনো-বা বানে ডোবে
কখনো সে রক্তে রক্তময়
তবু ভরসায় আশায় এলাকা গ'ড়ে চলে,
কবেকার ধ্যান কর্ম গাঁথা থাকে দিন আর রাত্রির ধারায়
সেই প্রবহমানতা তোমরা ছুঁয়ে আছো,

সকল গড়ার মধ্যে এই গড়ন ধাতুতে পাথরে।
ময়দানে চত্বরে আমরা
সমাবেশে অথবা গভীর নির্জনে দাঁড়াই বসি
প্রতিমূর্তি তোমরা অপলক চেয়ে থাকো,
হাওয়ায় যে-আবেগ ওঠে পড়ে
তারই ঢেউ শিল্পিত শরীরে লাগে ঘুরে ঘুরে,
বাংলার হৃদয়ধ্বনি আমরা শুনি না কি ধাতুতে পাথরে ?

শহরের চৌকাঠ পার হয়ে

শহরের চৌকাঠ পার হয়ে
মেঘের রোদে ছায়ায় পাথরে জলে
অর্থাৎ বালিয়াড়ি উপত্যকা বন-বনান্তর
পাহাড়ের পর পাহাড়
কুলকুল নদী ফুলফল তিতিরের ডাক
আর এক-একবার লোম-চামড়ার ঝিলিক।

শহরের চৌকাঠের পরেই তারাপথ,
সেইখান থেকে অন্ত দিকে আমার যাওয়া।
দামী ডাক্তাররা বলেছেন : তুমি যেয়ো
তোমার বুকের রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে।
তা চমৎকার ছবি,
যেতে যেতেই দেখি, চমৎকার ;
আমার অন্তর চন্দনকাঠের গন্ধে ভুরভুর।
ঠিক তখনই আমি থমকে যাই
ছবির ফ্রেমটা নজরে আসে, লাল।
আমি শহরে ফিরি,
আমার কলজের ওপর নিচ পাশ সব ভিজে ওঠে।

তবেই তোমার কথা টইটম্বুর

শুকিয়ে যাওয়ার বড়ো ভয় রয়েছে। কোথায় কোন্ ফাটল দিয়ে নেমে কোথায় পৌঁছোনো, সে এক আতুল রাত্তির যেখানে বিছিয়ে যাওয়া আর রস টানা, যেখানে গোছাগোছা শিরের চুনি-মুখ বাড়ানো, এই জখম এই বাঁচন এই বাড়ন, যেখানে আকাঁড়া চাঙ গ'লে ফল গজাবার থাকবার টগবগানি। তবেই তোমার কথা টইটম্বুর। নইলে ওই তো শব্দগুলো মরাকাঠ। তোমার আঙুল শুকনো গুঁড়োর মধ্যে খেলে আর ঝুরঝুর ক'রে উড়ে যায় অক্ষর, বুকের আওয়াজ, ভালোবাসার মানুষ। শুকিয়ে যাওয়ার এই ভয়।

শাব্দ

অক্ষরগুলো জুড়ে জুড়ে আমার ঘুমের মধ্যে মিশে গেল, নিঃশ্বাস ফেলায় পাশ ফেরায় শিউরে ওঠায় আদর করায় গোটা গোটা শব্দ, আমার এবং আমি যার ওপর রয়েছি সেই পৃথিবীর সম্পর্ক একটার পর একটা ফুটে এক দৃশ্য। জাগার পরও শব্দের রঙে আমার চোখ দুটো বুঁদ। এই যখন আমি অভিধান ঘাঁটছি তখন আমার চারপাশে গাছগাছালি ঘনিয়ে আসছে খাল বিল ডোবা ছলছল ক'রে উঠছে। এমনিই টান। কবে জল পড়ছিল পাতা নড়ছিল শব্দ গড়াচ্ছিল চালের বাতায় ছুঁয়ে আসছিল পুকুরপাড় ঘেঁটুঝোপ, আমি মাদুরের উপর পা ছড়িয়ে ভেসে গিয়েছি মাঠের চিৎকারে সন্ধেরাত্তিরের ফিসফিসে গেঁয়ো মেলার ডাকে মার ঘুমপাড়ানিতে। রক্তের শিকড় অভিধান থেকে নেমে প্রথমভাগ থেকে নেমে আরো তলায়, জরায়ুর ঢালুতে শব্দের পৃথিবীর মাঝখানে আমি শুয়ে, অক্ষর অভিধা কিছুই নেই কিছুই সাজানো গোছানো নয় তবু নাড়ি থেকে নাড়িতে কথার ওঠানামা, মনখারাপ খুশি লজ্জা গর্ব অপমান অভিমান হৃদয়কে নাড়িয়ে কথা গড়ে আর আমার ব্রহ্মাণ্ডের সময়কে ঘুরিয়ে দেয় মাটির দিকে যেখানে অপেক্ষা করে ভালোবাসার শরীর দুঠোঁটের উচ্চারণ। শব্দ আর ধ্বনি, শব্দ আর ধ্বনি। কিছুই না দেখা কিছুই না-বলা থেকে উঠে এসে সমস্ত দেখানো সমস্ত বলানো জাগার মধ্যে ঘুমের মধ্যে, এ-তাদের ইন্দ্রজালে আমি জিড়ে আছি তারা আজ দুরন্ত দুপুর বিকেলে আমাকে অনবরত বাজিয়ে দিচ্ছে।

মোহনগঞ্জের উপাখ্যান

মোহনগঞ্জে আবহাওয়া এক সময় পরিষ্কার,
রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ে ইটপাথরে কালো সাদা চামড়ায়
দুই দিক থেকে ট্রেন মোটরবাস এসে পৌঁছয়
এরোপ্লেনও ডানা ভাসিয়ে নামে।
বাসা মেলবার জায়গা
নমস্কার পেন্নাম দুই চমৎকার চমৎকার।

এটা বদলে যাওয়ারও জায়গা
চিতোনো বুকে আকাশটাকে টেনে বিছিয়ে দেওয়া পিছটান ছিঁড়ে সীমানা ছাড়ানো এ-আলো থেকে সে-আলো জাহাজের একরাশ ঝলকসুদ্ধ, সমুদ্দুরের তলা ছুঁয়ে দূরান্তরের ফোয়ারায় লাফিয়ে ওঠা আনকোরা নতুন এই তো এখানে বাসা কতকালের বাস এবার নতুন চমৎকার।
বুক-ভরাতি কথা কে আর ব'লে ফুরোবে সেগুলো গলায় তারে টোকা দেয় আঙুলে চনমন করে চোখের খোলা পাতায় ছলকায়। হুইসেল ভেঁপু বোম থামার পর আরেক আওয়াজ শরীর থেকে শরীরে ছড়িয়ে বাতাসে ফুরফুর।
কেউ কাউকে আঁকড়ে নেই, তবু।
এখানে একটা মোনুমেণ্ট তুলতে হবে। কথাটা আসেই মনে মনে। দুই মাথার উপর বাতি জ্বলবে বাতি বটে আনাচ কানাচ মুছে দিয়ে আপন ক'রে চেনানো তারপর রজনী প্রভাত হৈলো জাগো হে।

কতক্ষণ থাকে রোদ
কতক্ষণ মানুষ দেখবার আলো?
পায়ের নিচে ঝিমঝিম হিম
হাড়বেহাড়ে শিরশির
কথাগুলো ক্রমে বরফের টোকো
ক্রমে বুকের মধ্যে কে কোথায়
এগিয়ে গেলে কিছুই
পেছন ঘুরলে বাঁজা মাঠ

রেলগাড়ি সিটি দেয়
বাসের ঝাঁকরানি ওঠে এরোপ্লেনের বোঁ-ঘুর
উল্টো দিকে সারাটা পথ অন্ধ হয়ে
কোথায় ?
গা বেড় দিয়ে চোখমুখ ঝেঁপে কুয়াশা
মোচনগঞ্জে আবার কুয়াশা

সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে

ময়দান ঘ'ষে তাঁবুটা গোটানো
ভুখোড় হাততালিগুলো
ভাঁজে ভাঁজে দম আটকে প'ড়ে,
ভাঙা খুরি ছেঁড়া কাগজ ছাই ছিটিয়ে রেখে
এবার কোথায় যাব ?

আমাদের নিয়ে খুব লোফালুফি করেছে
হাওয়া হাওয়ার খেয়ালে
উড়নতুবড়ি শরীর একবার তারা ছুঁয়ে
নেমে আবার আদরের মাটিতে
ছড়িয়ে ছড়িয়ে আদরের মাটিতে।
পোষাকের রঙ ছিটকে পড়েছিল
চোখ থেকে চোখে জয়ের নিশান
উড়েছিল বুকের চুড়োয়
তারপর নিঃঝুম মাঝরাত্তিরে রানীর সোহাগে
সতরঞ্চি ঘাসবিচিলি ঝিলমিলিয়ে উঠেছিল
আর একের পর এক কা খোয়াব
আমাদের বাজগি ছাখো রাজারানাকে ছাখো
যেমন বিজলিবাতিতে তেমনি আঁধিয়ারে।

দড়িদড়া পেঁচিয়ে খোয়াবের ঝাঁপি
আবার কোথায় নিয়ে যেতে হবে ?

তোমার মূর্তি আমি

তোমার মূর্তি আমি গড়ছি অন্ধেক প'ড়ে গুঁড়িয়ে আবার গড়ছি হাড়ভাঙা রাস্তার মাঝখানে তোমার মূর্তি আমি নগরবাসীরা দেখুক ঘামে পাথরে আমি কীভাবে আমার পরাজয়কে ছানি ভালোবাসাকে ছানি। হৈ হৈ ক'রে সকাল আসে চুপিচুপি সন্ধে, এই ফাঁকটা সাংঘাতিক সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে আবার হাত লাগাও, আপিস কাছারি সদর অন্দর ঘেঁসে টগবগে ধুলো কাঁকর আমাকে ওঠায় নামায় আর হাতুড়ি ছেনি বাটালি দুপুরটাকে ঝনঝনিয়ে দেয় গড়ো ভাঙো গড়ো।

এই হাওয়া

আমি হাওয়া থেকে রস টানছি, হাওয়া থেকে। মাটি নেই জল নেই বুক নেই মুখ নেই, না নেই। এ কেমন ছোঁয়া একদিন আমি দেখাব, দেখাবই। পৃথিবীটাকে আমি ঘুরিয়ে নেব ওই আধখানা কালির ওপর তুমি, ভোঁ বাজার সময়কার শিশির ঝাঁঝাঁ। বারোটা-একটার হাওয়া ভরসন্ধের মাঠে বৃষ্টি পড়ছে আর হাওয়া হাওয়া এই হাওয়া!

আমি যেখানে

আমি যেখানে পা রেখে দাঁড়িয়েছি
সেখানে শিকড়ের উসখুস,
আমার মাথার ওপরে চাঁদ গ'লে যাচ্ছে,
মাঠঘাট রুপোয় রুপো,
আর ফিসফিস: ডানা ডানা।
আমার মনে পড়ছে ফলের স্বাদ
আর তোমাকে,
মনে পড়ছে কুঁড়ি ফোটা
আর তোমাকে।
তোমার আঙারের ঘর ছেড়ে তুমি কি আসবে
ঠিক এই সময়ে
যখন আমার পোড়া বুকে আকাশ-মালা দুলছে?

কাপের ওপর হালকা ধোঁয়ায়

কাপের ওপর হাল্‌কা ধোঁয়ায় ভোর উড়ছে
আমরা কোন্ পথ দিয়ে কেমন ক'রে
টেবিলে জমায়েত হয়েছি বোঝানো মুশকিল,
এসে ব'সে পড়েছি এই হল ঘটনা।
দেখছি হাহা অট্টহাসিটা বোতলে ঢুকেছে
সেই সঙ্গে পেঁচানো কালো আঙুলগুলোও,
চক্করে চক্করে মিষ্টি ছড়িয়ে পড়ছে
মাখনের পরতে স্বপ্নসাধ ফুটছে
পাঁউরুটির চারপাশ থেকে
অন্ধকার ঝ'রে গিয়ে মেঝের তলায়,
সাদা দাঁতে প্রথম টুকরো ফুরফুর করছে.
আয় মাছি কাক কুকুর আয় আয়।

আমরা ভাবছি সকাল শুরু হল
এরপর ঘুরে ঘুরে দিনের মধ্যে উঠে যাব
ওই নীল চূড়ায় যেখানে আমাদের ঘর-টান
আমরা এই ভাবছি
যদিও খাদের গড়ানি আমরা শুনেছি
আর আকর-চাঙড়ে বুনো ছাগলের খুরের আওয়াজ।
চায়ের টেবিলে পাহাড়ের কিনার ঝুলে আছে,
ক'পা এগোলে আরো সব বাঁক
মানুষ আর জন্তুকে কতদূর ওঠাবে নামাবে
বৃক্ষলতা কতটা শব্দ শুষে নেবে ধ'রে রাখবে
আমাদের ঘনবাস কোথায়
এসব কথা পেয়ালাপিরিচের টুংটাঙে ছিটিয়ে যাচ্ছে
এবং আমরা অতঃপর দিনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে

নিটোলের স্বপ্ন শেষ হলেই

নিটোলের স্বপ্ন শেষ হলেই মূলকথা শুরু হয়,
কমকয়ে শিকড়ের ঘষা
কখনো বাঁচামরার মাঝখানে টান-ছিলা
কখনো মুড়োনো চারা
কখনো ঝাড় দিয়ে ওঠা গোড়া ডগা কচিপাতা
চারধারেই মাটির গন্ধ
আর চব্বিশ ঘণ্টা খরার সঙ্গে লড়াই
ঢেলায় কাঁকরে শিরতন্তু ছেঁড়ে
রসরক্ত চুঁইয়ে পড়ে ফিন্‌কি দেয়
জলের খোঁজে গায়ে জড়ানো ধুলোবালি,
এই পৃথিবী এই পৃথিবী।

কথা যদি হয় স্বর্গ-পাখি, সে উড়ল তো উড়লই
দেখতে দেখতে একটা বিন্দু আকাশ-সমুদ্রে ডুবল,
তার ডানায় কি প্রেম ছিল ঠোঁটে কোনো বার্তা?
হায় হাওয়া আঁকড়ে বাড়ি ফেরা,
কই বাড়ি?
তখন জমি আঁচড়ালে মরা বীজ ভরা বীজ
সেইখানেই গড়বার ভিত
সেইখানেই থাকার জায়গা
যখন রাত ঘনায় যখন দিন হয়
চামড়া বাকল কখনো জুড়োয় কখনো জ্বলে.
এই পৃথিবী এই পৃথিবী।

পুরোনো চিঠি খুলতে গেলে

আমি যখন পুরোনো চিঠি খুলতে যাই, আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হায় হায় ক'রে ওঠে অক্ষরের পেছনে ভাঁজে ভাঁজে বিপদ যেন ওৎ পেতে আছে এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে, ওই আমার প্রিয়রা টুঁ শব্দ যদি না শোনা যায়, অমন সুন্দর গলা অমন স্বরগ্রাম বাঁচা মরা বাঁচা একদিকে ভোর অন্যদিকে গোধূলি এই টানা সুর সুরের ঝড় আর অন্ধকারের দীপক যদি না শোনা যায়। মানুষগুলো ভালো ছিল মানে তাদের ভালোবাসা ছিল নইলে ভয়ঙ্কর ঘৃণা, তারা আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল গোলমোরের রাস্তায় রক্তদীঘিতে পদ্ম দেখিয়েছিল আর হাত চিৎ উপুড় ক'রে বুঝিয়েছিল কোথায় থাকে মখমল কোথায় ইস্পাত। ম্যাজিকের মতো।

আমি বাইরের দিকে ঘুরে বসি, জঙ্গলবাড়িতে অন্য চলাফেরা সাদাকালোয় ওই সব হাতপায়ের ঝকমকে চালচলন নয় সবই আব্‌ছা, হঠাৎ দেখতে পাই চিঠির কাগজের ছবি চেনা-চেনা মুখের আদল ঝুঁকে পড়েছে নিচে জাহান্নমে, আমার সামনে সর্বনাশ।

বৃক্ষমূলে

বৃক্ষমূলে আমার ঘনিষ্ঠতম কথা রেখে দিয়েছি,
আমার সমস্ত আত্মীয়তা তার মধ্যে
কেননা আকুল জল এখানেই ঢালা হয়েছিল,
এবং শীতগ্রীষ্মের মার পড়েছিল বুকে পিঠে।

ফুলফলের সাজ আলোছায়ার ঝিলমিল বলে
কী সুখ কী সুখ,
যে চুরমার পাঁজরে দুঃখ জ'মে থাকে
তাকে তো আমি দেখেছি,
সেই উৎস থেকে শোভা ওঠে
তাই আমার প্রেম আমি পেতে দিয়েছি মাটিতে ধুলোয়।

অলঙ্কার

কবিতায় কথা বলি, তা নাকি ভঙ্গুনি হয়ে যায়
অলঙ্কার। তবে এই অলঙ্কারই পরো।
এ-সজ্জা বানাতে আমার তো দিন যায় রাত যায়
বিন্দু বিন্দু রক্ত যায়; একবার প'রে দেখতে পারো
কোথায় তা ঠিকরোয় আলো, প্রসাধনে,
না তোমার হৃৎপিণ্ডে? হাজারটা কোণ
চামড়াকে আদর করে, না রক্তাক্ত পথ ধ'রে
হাড়ে বেঁধে? পরো, প'রে ভাগো।

কাঁচঘর

অনেকগুলো রাস্তার জট ছাড়িয়ে অবশেষে থামা
সামনে শো-কেসের হাতছানি
আহ্লাদী বাতাস গুনগুন করে
কিন্তু আর এগোনো বারণ
আকাশ পাতালের আড়াআড়ি নোটিশ টাঙানো আছে,
শুধু দেখা যায় কাঁচে মোড়া এক পৃথিবী গা এলিয়ে
হাসি ঘুম জাগা আর তৃপ্তি
গড়িয়ে গড়িয়ে রঙবেরঙ।
এ-পারে পা রাখা শক্ত
শানের ওপর চোখা পাথর,
অক্ষরগুলো লাফিয়ে ওঠে
পাশাপাশি সেঁটে যায় কোমরে পেটে
জবরদস্ত নিষেধের মুখে টলমল করে,
খিদে আর শীতের ভিতর থেকে তারা বেরোয়
রোদের তাতে মিশে একাকার হয়
কোনো আরম্ভ শেষ নেই লাগাতার এমনি।
সব শব্দই ভীষণ ধারালো হয়েছে,

সত্যভব্য ঝকঝকে আলোয় নজর করলে স্পষ্ট ফোটে
সুখশান্তির গা বেয়ে শুক্‌নো রক্তের দাগ।

সামনাসামনি ঠোকর লাগার চাপ
ঠিক কোন্‌খানে জমে ?
ঠিক কোন্‌খানে সেই মুহূর্তটা
যখন ঝনঝন ক'রে উঠবে কাচঘর
টুক্‌রোগুলো হাওয়ার ঝাপ্‌টায় উড়বে
আর চটকা ছুটে কাঁপবে ছেঁদোকথার ন্যাংটো পৃথিবী ?

বন কেটে বসত

গাছের রাজ্যে পৌঁছে উত্তুরে ঝড় পেলাম,
পাতাগুলো ছিঁড়েছুটে উড়ছে
গুঁড়িগুলো মড়মড় ভাঙছে ;
কী কাণ্ড, তক্ষুনি সামনে গজিয়ে উঠল শহর :
ট্রামবাস নিয়ন হাফগেরস্ত
ডাস্টবিন শীতলাগা ন্যাংটো ছেলে
হাড়কাটার পাশে শীতলা—বন কেটে বসত।
আমার যে-হৃদয়টা আছে সে এক বাউণ্ডুলে,
গলির পর গলি ঘুরল আঁস্তাকুড় ছুঁয়ে বেড়াল ;
মরা পাতায় ভর দিয়ে সেই যে উড়ছিল আশা
প'চে নিশ্চয় তা সার হয়েছে
আর বসে টইটম্বুর ক'রে উঠিয়ে দিয়েছে
বিশপঁচিশ তলার ঝাড়,
লকলকে ডগায় ফুটিয়ে রেখেছে
উড়োজাহাজ মজাবার ইশারা।

বিরতি

টেবিলের ওপর ঘূর্ণি আপাতত স্থির হয়ে আছে আকাশ থেকে সময় ঝুলছে দুলছে টিকটিক আর ঘুম ঝ'রে পড়ছে মাটিতে, বিঘের পর বিঘে, তার আলা-তোলা গাছপালা ছোটবড় পানাখন্দ টিমটিমে রাস্তা মাঝখানে আলতো নিঃশ্বাস একটা ধুকধুক মাটির সঙ্গে বাঁধন আর একটা চাবার সঙ্গে এমনি ক'রে বীজ পর্যন্ত টেঁকা, কোনো কথার গর্জন নেই কাতরানি নেই নাবাল জমিতে ওই এক ধুকধুক।

টেবিলের এধারে ওধারে কাগজপত্তর কলম এলিয়ে রয়েছে তাদের দেয়ালায় ঘুরেফিরে পানাপুকুর ঝোপঝাড় ব্যাঙমাব্যাঙমী এক ছুটে ঝিমঘর থেকে তেপান্তর অথচ না ধড়মড় না দুদ্দাড় নাবাল জমিতে ওই এক ধুকধুক॥

যেখানে আংঠায় রাখা

বাজারের পথে আপিসে ইস্টিশানে গুদোমে কলকুঠিতে শয়তানের হো হো অষ্টপ্রহর ছিটিয়ে গিয়ে আকাশে আওয়াজের ছটা, সাপাটতানের বাহাদুরি। তবু আসে, সুগন্ধ সুস্বাদ আর ঝর্নার ঠাণ্ডা রাস্তা থেকে উঠে আসে নেমে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে রক্ত পার হয়ে পোড়োবাড়ির ধসে; ওখানে আমি ফিরে যাব, আমার জায়গায় আমার দোমড়ানো হাত পা মেলে বসব, আঙুলগুলো খুলব বন্ধ করব সেই কোণ ঘেঁষে যেখানে সমস্ত জ্বালা আংঠায় রাখা আছে।

স্পর্শ থেকে স'রে গেলে

লক্ষ ফুলের ফুটে ওঠা
আর আমাদের কথা
জ্যোৎস্নায় পাগল চলার রাস্তা
আর আমাদের কথা
দোয়েল শ্যামার আনাগোনার সঙ্গে
আমাদের কথা
বৃষ্টির মেঘ গ'লে পড়ার সঙ্গে
আমাদের কথা।

আমাদের সেই সব কথা
স'রে গিয়ে ক্রমে স'রে গিয়ে
মাঝখানে মরা জমি ছাই
হাওয়ার ধুধু ফাঁকা পথ।

স্পর্শ থেকে স'রে গেলে
শুধু রক্তে পাওয়া
নয়তো আগুনের চরাচরে।

চলা

একদিন আমি সিকিপথ গিয়েছি
আর একদিন মাঝপথ,
বস্তুত আমার মনোরথ
সীমানা পর্যন্ত যাওয়া
এবং ফিরে আসা।
কিন্তু ওখানে পৌছলে ফেরার হাওয়া
কি গায়ে লাগে ?
গিয়ে ফেরার বীজ কি বোনে ভালোবাসা.
সে কি তোলে সেই ফসল ?
সময় যত যায় ভাবি
আমার চলাটাই বুঝি তার কাছে আসল।

আমার হাতে কোনো

আমার হাতে কোনো ম্যাজিক বাক্স নেই
আমার যত খেলা ধুলোবালিতে মুখ ঘষার
যত খেলা নিজের হাড়গোড় ভাঙার।
আমি বিষ কাটাতে পারি না তাই
ঠোঁট উপ্‌চে গাঁজলা ওঠে,
তার ওপরেই রংবাজি চমৎকার

রোদ ফুল আগুন,
সে বড় বাহার,
পরিষ্কার আকাশ ঝলকায় দ্বিগুণ।

আমি মোহিত হবার এই সুযোগ দিয়েছি
একবার হাততালি বাজাও
ফুকরে তোলো জয়জয়কার।

কেয়ারির চারা

ইঁটের কেয়ারিতে চারাগুলো সব সময়ই নজরে নজরে কেবল বড়ো বাল্‌ব্‌ না জ্বললে তারা বাড়িটার একেবারে বুকের মধ্যে জেড়ে যেখানটা গুম-গুম, সেখানে তো অঢেল স্নেহ মাটি ফুঁড়ে ভিত বেয়ে বুকে জমতেই থাকে শেষ নেই। গভীর থেকে উঠে দেখা যায় না এমনভাবে ইঁটের ঘের পর্যন্ত ছেয়ে গিয়ে আবার চারাগুলো বুকে নিয়ে আসা। আগাছা নিড়ানোর সময় মালীর হাত মোটা মোটা শিরে ব'য়ে পৌঁছে দেয় আদর আর যখন দুপো পাওয়ার জ্বলে না তাদের কথন ছেড়ে আসে সেগুনকাঠের চওড়া পুরু দরজায়। তারপর ভেতরে ঘুমপাড়ানি কোল।
ভোর হতেই বহতা জল। টুংটাং ক'রে সাতটা বাজলে চনমন করে কাচে জড়িয়ে যায় গম্ভীর বারোটায় ঝিমিয়ে পড়ে বিকেলে ঝল্‌কে ওঠে সন্ধেয় ফুলফুল। সন্ধেয় ভোরে শিকড়ে ঠাণ্ডার ঝাদি। মাটি থেকে উপ্‌চে জল পাতায় চাগিয়ে যায় পাতালে ফেরে। চৌকাঠ আর বাগানের মধ্যে সুড়ঙ্গ ধ'রে এত জল এত মমতা। ফুটিফাটা জমি পার হলে একলাকে বাদ ডিঙিয়ে এলে অনন্ত ভালোবাসার নাটমঞ্চ।

সাদা ভাত মুঠোয়

আমি সাদা ভাত মুঠোয় তুলছি
আর আমার ওপর অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ছে
তর্জনগর্জন মাঠ থেকে ছুটে এসে ঘরের মধ্যে,
আমি হাত ওঠাচ্ছি বন্ডে।

আমি ভাবছি ঝিরঝিরে বাতাসটা আমার
পালকগুলো আমার
বাউরের বাবি আমের বোল আমার
ভাবতে ভাবতেই আমি ডুবছি চোরা টানে।

আমি ঠোঁটে রাখছি দিলখোলা আওয়াজ
যাতে হাজারটা পাঁজর দোলে
যাতে চোখের ঠুলি খসে,
সব স্বচ্ছ কথা তো আমার
আমার পাহাড়ে ময়দানে রাস্তার মোড়ে
তাদের ঠিক্‌রে দেবার জন্যে আমি মুখ খুলছি
আর আমার গলায় বসছে জঙ্গলের নখ।

সরলতা, তুমি আমাকে নিয়ে এ কোন্ গহ্বরজিহ্বায় ?

ছেঁড়া ক্ষতগুলো

ছেঁড়া ক্ষতগুলো অদৃষ্টরেখা বরাবর,
মাঝবেলায় তাদের জলন্তই দেখেছি
এখন বালিশের কোলে নিঃসাড়ে গুটিয়ে রাখা,
গুটোনো আঙুলে আর নোনা গায়ে হিম নামুক
এই প্রার্থনা আমার ছোট্ট ঘড়িটার কাছে,
আমি চোখ বুঁজে তার করুণার এলাকায় যাই।
কিন্তু এমনও তো হয় যে স্বপ্নে…
হ্যাঁ দুঃস্বপ্নে চামড়ার চওড়া কাটলে
সূর্যটা চলতে পারে লালে লাল
আর তখনই বিছানায় লাগবে সেই আগুন
যা ধান পোড়ায় ঘর পোড়ায়,
তাই আমার ঘুম নয়, ঘুমের সাধ।

ভোরবেলার জানাশোনাটা এক রকম
যেন বাতাস আলো ঘাসপাতার মেলা,
কথাগুলোও ভিড়ে যায়
পাখি ওড়াও ফুল ফোটাও গান বানাও,
মুখ তুলতে বাতাসে চন্দনের ফোঁটা
হাত বাড়াতে আলোর রেশম ঘাসপাতার সবুজ,
আঃ, ভালোবাসার বুনোন!

কিন্তু ততক্ষণ নম্বর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার ঘড়ি চলে
আর আমি তার সঙ্গে ঘুরন্ত
উঠে যাই ঝাঁকড়া দুপুরে,
ততক্ষণে অভ্যেসের পুতুল আমি
হাতের চেটো মেলছি সামনে
আর লম্বা রেখাটা আগাগোড়া ছিঁড়ছে,
আমার সেকেণ্ডমিনিটগুলো আর কাছে নেই
তারা ধুলোয় ধুলোয় উড়ছে।
আমার জাগা বটে, যেমন ক'রে অন্ধ জাগে।

কখন যে এসে গিয়েছে বাঁক
আমার প্রার্থনার সময়।

দুই ঠাট

জানলাগুলো তাড়াতাড়ি খোলা হয় আর সিঁড়ির দরজার হুড়কোটা। তা তাড়াতাড়িই বলা চলে : ঘরের মধ্যে সময় জ'মে থাকে তার এক মোড় থেকে আরেক মোড়ের ধুলো পরতে-পরতে আলমারির গায়ে গেলাসে কাপে ডিশে চোখের পাতায়, মেঝে থেকে ঝাঁটা হাত-পা তুলে নিতে কথার মরচে ছাড়াতে যা দেরি। এই স্থিতি ছেড়ে সিঁড়ি পর্যন্ত যাওয়া পা ওঠানো, কী না আকাশটা ঝিলকিয়ে উঠেছে। দেখার জন্যে বুকের ধকধকানি শুরু হয়, যেন ইঞ্জিন চালু হল হাতপায়ের চাকা মোচড় খেল। তখন মনের মধ্যে গান আসে :

আকাশ-নীলে পরাণ পাখা মেলে

ও দরদী হাওয়া।

সে ঠিক বোঝে কী সুখ তোমায়

তেপান্তরে পাওয়া,

বাইরে অকূল ওড়ার নেশায়

রং সে তো রং ভালোবাসায়,

আহা কী সুখ কী সুখ তখন

হারিয়ে যাওয়া,

ও দরদী হাওয়া।

আহা রে হাওয়া, ঘর থেকে ছিঁড়ে কাকে কোথায় যে উড়িয়ে দেবে! জানলাগুলো খোলা হয়েছে, পাশে বেরোনো-ঢোকার দরজার নাগালে জমি, আলুথালু মাটিতে মুখের ঝিলিক চৌকাঠ খড়খড়ি পর্যন্ত আর নয়নতারায় রক্তনাড়ি জবায় যেখানে উল্টে আছে ঘাসের চাপড়া যেখানে কাছে আসার কথাগুলো টনটন করছে ঘুরে ঘুরে উঠছে রজনায় আছড়াবিছড়ি করছে কাঁটাবনে মুড়োনো ক্ষেতে। যাওয়া মানে কি দেওয়ানা হাওয়া, না উড়ন্ত ডানা? এ-যাওয়া তো ধুলোকাদা চড়াই উৎরাই ভেঙে হাঁটা, হাত আর পায়ের ঘষরে খোঁজা কোন্‌খান দিয়ে সেই ঘের যাকে গম্ভীর ভাষায় বলে জ্যোতির্বলয় কোন্‌খান থেকে চোখের জল ছাপিয়ে হাসি চল্‌কে লাগছে সামনের দরজায় জানলায়। মনের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে আরেক গান:

তুই ছেঁড়া মাটির বুকে আছিস

পুরোনো নাম, ঘুরেফিরে একই নাম:

ভালোবাসা।

তুই খরা পাথর গলিয়ে দিস

কখনো সুখে কখনো শোকে, ভালোবাসা।

শিকড় আর শিরার বিষ তুলতে গিয়ে

তোর মুখ যে বিষে নীল

ও আমার নীলপদ্ম ভালোবাসা,

তার ঝলক পড়ে ঘরদুয়োরে

ভাঙা আলো তারই ঝিলিমিল

ও আমার নীলপদ্ম ভালোবাসা।

চেনা জল

সমুদ্র অনেক দূর, তার জল
আমার অচেনা র'য়ে গেছে,
আমি অন্য এক জল চিনি :
যে-বাড়িতে আমি থাকি তার কাছে
মাঠ ঘেঁষে আছে একটা নদী।
কে বলবে—বলা কি সম্ভব ?—কবে
উৎস থেকে বেরিয়ে সে
পাখিদের ডাকাডাকি
গড়ানো নুড়ির খেলা
বনবিবির রূপের আস্বাদ
আর পলি বানাবার কুশলতা
এই সব উপহার সঙ্গে নিয়ে
আমার জন্মের দেশে পৌঁছে গিয়েছিল।

পাহাড়ের স্মৃতি তো আমার নয়,
প্রাপ্তির প্রথম কাল যদিও আচ্ছন্ন
আমি চেতনায় এইটুকু রেখেছি :
অত বিস্ময় ধরার মুঠো আমার ছিল না,
আমি তাই ভরদুপুরে কিংবা শীত রাতে
ধান ফুল ঝোপঝাড় কাদামাটি
আর পাখিদের সঙ্গে মিলে মনে মনে
তাকে খুব আপনার করেছি।
তার জল আমার হৃদয়কে নিত
(নেওয়ার এমন ক্ষমতা কি কারো ছিল?),
এক ভোর থেকে আরেক ভোরের দিকে যাওয়া
এমনি বহতায় ছিল ঘরের ভিতরে বাইরে।

তাকে খরস্রোত হয়তো বলতে পারি
কেননা নির্জন অবগাহনের ঘনিষ্ঠতা

শরীর পায় না আর, মনও নয়,
জ্বালা থেকে যায় কোষে কোষে,
ধানের নিঃশ্বাস আর শুনি না ঘরের পথে,
মরা ডালপালা, পাখি বসবে-বা কোথায় ?
এই অজন্মায় আমার জন্মের দিন নিরুদ্দেশ,
সব পলি ধুয়ে গেছে রক্তে ধুয়ে গেছে।
সমুদ্র আমার দেখা নেই, বহু দূরে
লোহিত সাগর, তার জল
আমি বিন্দুমাত্রও চিনি না,
আমার বাড়ির কাছে জলধারা এক নদী,
তাকে বলি লাল নদী।

হায়

কাঁচা শিকড়গুলোয় এইভাবে আগুন ধরে
এইভাবে ছায়ার নক্‌শা মোছে
এইভাবে আরম্ভের কথা শেষ হয়,
রাস্তার উথালপাথাল ছাড়া আর কিছু থাকে না।
ছুটন্ত পায়ে চাকায় পাথর কংক্রিট উপ্‌ড়ে যায়
মোড় থেকে বল্‌কানি পড়লে একটু থামা
কোথায় কী যেন চকচক করে।
না এ নয়, এ রাঙের পাত এ অভ্রকুচি এ পেতল।

অলিগলি সড়ক যত উলটোয়
তত উঁচু হয়ে পাহাড় ওঠে, তার খনিমুখে
অনন্তের নেমে যায় দিনের ভিড়
আর দেয়াল থেকে দেয়ালে চিৎকার ছোটে।
দুনিয়ার মালিক হতে চেয়ে ?
কপাল ভাঙার হাহাকারে ?

হায় ফেরার পথ আর নেই
ফিরে এসে তোমার কাছে বলার।
পৃথিবীর সব সোনা তো মা তুমি
রেখে দিয়েছো তোমার হৃদয়ে।

চেনাজানার মধ্যে

চেনাজানার মধ্যে আমার বাস :
এক সকালের কথা আমি অন্য সকালেও শুনি
এক দিনের রোদ আমাকে আরেক দিনেও পোড়ায়,
তারপর আকাশকে কাছে পেয়ে
তারাদের আমি সাধি 'শোনাও না ঝুমঝুমি',
চাঁদ যদি ওঠে তো পূর্ণিমাকে টানি,
আঁধারে যখন পা পড়ে (প্রায়ই পড়ে),
নিজেকে বলি 'সূর্য যে তোমার সাথী',
বছর বছর একই অনুষ্ঠানে বসি
বন্যাত্রাণ রাজাউজীর বিজয়োৎসব দেখি
আর আমার বয়েস বাড়ে।
সময় কোন্ খাতে বয় আমার হাড়মাংস জানে,
আমি অভ্যেস দিয়ে ছেঁকে রাখি
আকাল, গোপন ফূর্তি, দৈববাণী।
এর মধ্যেই কেউ ব'লে ওঠে
'ওই দ্যাখো সঙ্কেত, কখন থেকেই উঠে আছে'
তখন আমার সর্বজনীন রক্তে হঠাৎ
এক লহমায় ঝিমিঝিমি ;
বছর একটু থম্‌কায়, আবার চলে,
আমার বয়েস বাড়ে।

৩

আলো-আঁধারির তামাশা

আলো-আঁধারির তামাশা আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এতকাল ওঃ এ কী চোখ টেনে দেখা, লম্বা সবুজ হঠাৎ বিদ্যুৎ ছুটিয়ে কাঁপে স'রে যায় আমি ঠাওর করতে গেলে ঠাসা ছায়া আবার। পর্দার ফাঁক দিয়ে পর পর কত মুখ অথবা কথা অথবা হৃৎপিণ্ড অথবা স্মৃতি, আমি মনে পড়াব কাছে টানব তাকাব যেখান থেকে আমার রাস্তা বেরিয়ে চ'লে এসেছে অথচ আমি থমকে আছি শেষ বেলায়, তেরছা আলোয় চোখ রেখেছি-কি অমনি হিজি-বিজি ছুটো পাশ মাঝখানে সেঁটে গেল। ওই মেয়েকে আমি লক্ষ করি সে এমন ঝলক নিয়ে খেলায় তার শাড়িতে যতক্ষণ সে হাটে এতদূর পর্যন্ত কিরণ ছড়ায়. অথচ তার দিকে তাকিয়ে আমার ধাঁধা লাগে তার শেষ ভঙ্গিটা সে এমন কুয়াশায় ঢেকে দেয় আমি থেকে যাই এক অন্ধ এলাকায় যেখানে কোনো রং জ্বলে না পাঁপড়ি খোলে না যেখানে পৃথিবী গুহায় গুহায় চক্কর দেয়।

বৃষ্টি

জানালা দিয়ে মিহি বৃষ্টি আসছে এসো আমি দেয়ালের মধ্যে ভীষণ আটকা প'ড়েছিলাম আমার লম্বাচওড়া চেহারা কথার গাঁথনিতে ছাত পর্যন্ত উঠেছিল আমি চেয়ারের উপর অনড় ব'সে ছিলাম রাক্ষুসে আঙুল দিয়ে হরফ দাগা-ছিলাম আর আমার ভাবনাগুলো ঝুলছিল কড়িকাঠ থেকে। কত দূরে মাটির গন্ধ কোথায় শতমূলীর নড়াচড়া বন্ধুর হাতদুটো কোথায়? আসবাবপত্তর বইখাতা ক্যালেণ্ডার ল্যাম্প সিগারেট দেশলাইয়ের ছক বাঁধা ছিল, আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই খোপে ওই খোপে এই রেখায় ওই রেখায়, কী সব জবরদস্ত চিহ্ন। সবই ঝাপসা হয়ে গিয়েছে তাদের উপর জলের ছিট আমার গায়েও, আমার গায়ে খড়িওঠা দাগগুলো মুছে যাচ্ছে এসো আমাকে গলিয়ে দাও, বৃষ্টি।

এই স্তব্ধতায়

গাড়ির চাকাগুলো থেমে যায়,
শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে দেয় হাপর
নেহাইয়ের চারপাশে সব ফুলকি ধুলো,
ওম ঝ'রে পড়ে আগুনের কোমাঙ্গিতে।
এতক্ষণ যে-ফোঁপানি শোনা যাচ্ছিল
কখনো-বা হঠাৎ হাহাকার
এতক্ষণ,
ছায়া তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়,
ঘুম মুড়ে মুড়ে অন্ধকার পরত।

পোড়া-ছাই ওড়া-ছাইয়ের রাত্তির
বোজা-চোখের আকাশ
তার নিচে এলিয়ে থাকে মরা খাল।
স্তব্ধতা।
এই স্তব্ধতায় চুপচাপ কে আসে
ফসল ফলানোর কথা বলে ?

পাতা উল্টে গেলে

পাতা উল্টে গেলে
ওপাশে কোথাও তোমার মুখ
আর এপাশে আমি একগাদা অক্ষর নিয়ে ব'সে আছি।
তোমার গল্পের কিছুই এখানে নেই
না শিশির না বৃষ্টি
চোখের জলও নেই,
কালো আঁচড়গুলো ভীষণ শুকিয়ে উঠেছে
আগুনকে ডাকছে।

জড়ো হওয়া

মুখের ঘেরে এমন সূর্য থাকে
চোখ ফেরানো থাকে ফসলে
আর নাড়িতে ওঠে গাঢ় ঢেউ,
এ সব টের পাওয়া যায় এখানে জড়ো হলে
এই আমরা যেমন হয়েছি।
অবিশ্যি খুব টলোমলো জড়ো-হওয়া,
থিতোনোর জায়গা একটুও নেই
আমাদের পা জলে রয়েছে, না মাটিতে
আমাদের হাত রোদ মাখছে, না তুষার
আমরা ছুটন্ত বাতাসে গা রেখেছি,
না ধোঁয়ার নিঃশ্বাস টানছি কে জানে,
এম্‌নি সাদাকালোর জট আমাদের নড়াচড়ায়।

কিন্তু এইখানেই জাদু-ছোঁয়া।
বলার জন্যে শোনার জন্যে আমরা সবাই একসঙ্গে,
আমরা বলছি
আর দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি,
আমাদের কথার মধ্যে রোদ উঠছে বৃষ্টি পড়ছে
মেলা বসছে আকাশের বাঁক অব্দি
আর আওয়াজের কোণে কোণে ঝিলিক।
ঝড়ের ভিতরে আমাদের ঘর
হাসির ঝরনে আমাদের ঘর
ভোরাইতে ভাসছে আমাদের ঘর,
আমরা চেনা-অচেনা শব্দে আমাদের শুনছি।

অপেক্ষা

সবই টলমল মাটিতে
এক মৃত এধার-ওধার এই শোক এই আহলাদ
আর সবক্ষণ ছিলেটান জাগা,
আবার একটা দিনের ভিড়
জবরদস্ত বাড়িঘর অরণ্যনিবাস হাওয়া-গাড়ি ধাওয়া-গাড়ি
চর্কি পায়ে মাড়ানো সূর্যঘড়ি
ফুটন্ত সময় ফাটন্ত সময়
বিদারণের মধ্যে মৃগচ্ছবি।
কার এক হাতে ফুল ছিল অন্য হাতে মশাল
এক ঝলকে দেখা তারপর হারানো
তারপর খরা জমিতে ধোঁয়ার বাতাসে অপেক্ষা
দিনভর রাতভর।

দূরপাল্লার নাড়া

ঝমাঝম দূরপাল্লার নাড়া এক-একবার উপ্‌ড়ে কালে আমাকে, আমি ছুট-তারার মতো মিলিয়ে যাচ্ছি আর সূর্য চন্দ্র আদি গুরুজনে নিবেদিত প্রাণ আমার গুঁড়ো হয়ে ছিটিয়ে পড়তে চলেছে এমন বোধ হয়। এ সময়টা দেখাশোনার মাঝখানে বেওয়ারিশ, সামনের চুপড়ি বালতি কয়লা শাক-পাতার মধ্যে আর ল্যাঠা মাছের কিলিবিলিতে আর কালিমাখা লণ্ঠনের দপদপানিতে গোটা কয়েক মুহূর্ত চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে লোপাট হয়ে যায়।

রাতের স্রোত কত দূর পর্যন্ত ব'য়ে চলে, দিন জলতে-জলতে চলে কোন্ সমুদ্দুরে মরতে? আমার কান্না-রাস্তাটা আঁকড়ে আমি টাল সামলাই, তখন আমার পাশ দিয়ে কেবলই ঝমাঝম।

যাত্রাশুরু চলা

যাত্রাশুরু চলা—অক্ষরের ভিতরে এত রক্তপাত ফুটফুট শিশির এত তাড বাড়ের ছায়া আকাশ-ভরতি বাবাব্দ পাখি, হঠাৎ খোলা দরজা চৌকাঠের ফ্রেমে তোমার ছবি।

যাত্রাশুরু চলা—অক্ষরের ভিতরে এত বিষের যেন্না গাদ-কাটা এমন মিঠে জল কাঁকরের বর্ষায় থরথরে দিনরাত দিনরাতের মাদল ঘুমের মাঠের উপর লণ্ঠনের সঙ্গে তোমার দোলা।

যাত্রাশুরু চলা—সব অক্ষর আমার কব্জির দপদপ নাড়িতে আমার বুকের অথমে আমার পাগল সমুদ্রে যেখানে একটাই বাতিঘর যেখানে ওই কত দূরে তোমাকে দেখা যায়-কি-যায় না। সব অক্ষর আমার এই ঢেউয়ের মুহূর্ত-গুলো।

দেখার জায়গায়

আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি বাইরে যাই
দাঁড়াই আধভাঙা ইঁটের ওপর,
ওটা শূন্যে ঝুলে আছে,
তবু দেখার ওই জায়গাই আমার উত্তরাধিকার,
আমার সকাল বিকেলের সন্ধান
আমি ওইখানে পাই।
চুপচাপ দেখি সামনে আর ডাইনে বাঁয়,
স্মৃতির বাগান পেছনে রাখি।
রাস্তার ওধারের দালান মাঠকোঠা হুড়মুড়োয়
আর আমার এক চিলতে উঠোন
রংদার ফুলপাতার হরির লুট দেয়
সবুজ গন্ধ ভেসে যায়
আহা সবুজ গন্ধ কোথায় যায়,
আমার বাপপিতামহ'র ভিতের গোড়ায়
পিঁপড়েরা লাইন বেঁধে চলে,
লাল বল নিয়ে আকাশ খেলে ওঠায় নামায়।

আমি কথা ছুঁড়ি না,
কথা লাগলে লোহালক্কড়ের খাবার
দারুণ অস্থির হয়,
তখন আমার ঝুলন্ত ইঁটের ওপর
ঝনন ঝনন তোলপাড় ।

পুরো দিনটা...

পুরো দিনটা ঝাঁকিয়ে ছিল
ধোঁয়া আর চোখ ধাঁধানো
অথচ এখানেই তো জীবন মরণ,
ভাবনায় ছিল শ্যামশীতল
তার জায়গায় পাথর জ্বলছিল,
যেমন চরকট মাচার ঝিঙে তেমন মাঠের ধান
আগুনে লাগলে রক্তছড় ।

দামামায় বাজারহাট থরহরি কাঁপছিল
ছিঁড়ে যাচ্ছিল বলার কথা শোনার কথা
ঝটকায় উড়ছিল শুকনো শাকপাতা,
মেঘবাদলার বেলা নয়
নীল আকাশটা খানখান হচ্ছিল
যেন কাঁচের খণ্ড ।
তবু সেইখানে মানুষজনের আনাগোনা
হানাহানির মারদাঙ্গায়,
ফিরতে পারলে
জখম নিয়ে এবং আর কয়েকটা
দিন মাস বা বছর নিয়ে ফিরে আসা
সন্ধেবেলায় উপোস-ঘরে ।

যাদের জন্য হয়তো মনে মনে ছিল
কিন্তু সেও বাঘমুখো হয়ে উঠেছে,
জখমগুলো এখন উগ্রচণ্ড চেঁচাচ্ছে।

ঘুত্তর

আমি সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে কতকাল নড়েছি এই একই জায়গায় টিকটিক সাড়ে নিঃসাড়ে পাঁজরায় ওঠাপড়ায়। ডাকসাইটে রাস্তাটার ওপারে ময়দান পাখিদের রাশ্ টানো হাওয়া, আকাশে রঙিন রাজধানীর দোল-ঘন্টা ওই একবার জাহাজ ছোঁয় যেখানে সব ফেলে ভেসে-পড়া মেয়েপুরুষের বুকের ঢেউ আরেকবার রাস্তার শক্ত পাড়ে ঘা লাগিয়ে ফেরে ফেরে আর শ গজের মধ্যে এই ঘুপচি গলিটার গোঙানি। ফিন্‌কি আলোয় উ—ই উঁচুতে মহানগরীর ঘুম-খেলা, নিচে গলির রাত্রিবাস, অন্ধকার ফোঁটা টপটপ পড়ে আর যখন ভালোবসাসায় ঘৃণায় কান্নায়, শয়ান জমি ভিজতে ভিজতে কাদা।

সব ভার নামিয়ে

সবজি আর টাটকা মাছে বাজারের থলি ভরতি,
সব ভার তুমি নামিয়ে রাখলে সেইখানে
যেখানে বাস্ত ঘড়ির কাঁটায় রোদ পড়ে
বাঁচার তাড়সে নাড়িগুলো দপদপ করে
যেখানে ভালোবাসা পাওয়া না-পাওয়ার ঘোর চক্কর।
তোমার একটু রাত্তির চাই
সকালে হোক দুপুরে হোক বা সন্ধের ঘেরাটোপে,
নিশ্বাস অন্ধকার কি এতটুকু তুমি মেপে রেখেছিলে
এতটুকু
যাতে এত বছরের জ্বর একেবারে ছেড়ে যায়?

তোমার নিজের মীড়গুলো বড় নরম
পাঁচমিশেলি হাওয়ায় তাদের চাষানো যায় না,
তুমি গলা থেকে তাদের নামিয়ে দিলে অতল কোঠায়

যাতে আগুন না ধরে যাতে আমরা বরাবর বেশ শুনতে পাই।
ঘড়িটার দিকে আর তাকাবারও দরকার হল না
তোমার হিসেব শুরু হয়ে গেল আলোকবর্ষে
আর অন্ধকারকে জেনে নিয়ে তোমার মুখ আলোর আলো।।

দেখলাম লোকটা

দেখলাম লোকটা ঠাঠা রোদ্দুরে
দেখতে দেখতে আমার ঘুম গেল
আমার বিছানা বালিশ মেয়েমানুষ
আর খুব অল্প স্বাস্থির
ক্রমে চারদিকে সব জুড়িয়ে গেল
আমার অবয়বে হিমের ভর
অথচ আগুর মধ্যে একটা চিৎকার
বেহুঁশ গিয়ে পড়েছে একেবারে খাদের ধারে,
ওঃ পাহাড়গুলি সমুদ্রগুল!

আমার খুশি অখুশি আমার ভালোবাসা
আমার ঘেঁটিভাঙা বিশ্রাম ঝুলছে...ঝুলছে
কিন্তু ওই আবার কাড়ানাকাড়ার ডাক,
আমি জানি না আমি কোথায়,
দেখবার জন্যে আমি চোখ খুলেছি
দেখি ঠাঠা রোদ্দুরে লোকটা পুড়ছে।

এমনই ভঙ্গুরতা

মাটির পাত্রটাকে আমি জান-কবুল আঁকড়ে আছি।
তাকে কি আমি ছাড়তে পারি
আমার সর্বস্বকে?
তার গায়ে কত রঙের খেলা
আমারই তুলির ছোপ,

সে যেন এক সমারোহ যার মধ্যে ভিড়েছে
অজস্র মুখ অজস্র হাতপায়ের ভঙ্গি
আর নিশ্চুপ কথার প্রতিমা।

হাওয়া খুব জোরে বইছে
জল পড়ছে মুষলধারে,
আমি বিশ্বভুবন দুই হাতে জড়ো ক'রে রেখেছি
এবং প্রতি নিঃশ্বাসে ভয় পাচ্ছি
এই বুঝি গেল সব ধুয়েমুছে
এই বুঝি গুঁড়োগুঁড়ো হল হাওয়াপাথরে লেগে।

এমনই ভঙ্গুরতা নিয়ে আমার বাস।

তুমি শান্তিতে চোখ বুঁজে

তোমাকে ওরা শুইয়ে রেখেছে কাঁচের ঘেরাশূন্যে
তুমি শান্তিতে চোখ বুঁজে আছো।
শেষ রাত কুণ্ডলী ক'রে ছিল
বেড়ালের নরম লোমে ছায়াকোণে,
তোমার এলানো মুঠো তার মধ্যে ডুবে রয়েছে
সেই মুঠো যাতে রান্নাঘরে ধরা ছিল শখের খুন্তি
অথবা পার্টিতে হুইস্কির গেলাস।

কাঁচের বাক্সে তোমার আরাম
তুমি শান্তিতে চোখ বুঁজে আছো,
তোমাকে ছুঁতে চাইছে গোলাপগন্ধ
ছুঁতে চাইছে সাত রং,
তোমার শরীরের চারপাশে ছলাৎছল
তুমি ভালোবাসার সমুদ্রে শোয়ানো,
তোমাকে আর একটু কাছে পাওয়ার জন্যে
থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠছে সারা সংসার।

চারপাইয়ের ওপর

চারপাইয়ের ওপর ছটফটাচ্ছে পিয়ারিয়া
এতকাল খাটাখাটুনির পর ওর ছুটি মঞ্জুর হোক,
ছুটি ছুটি ক'রে ওর চোখ ঘুরছে
এপাশ ওপাশ করলে কাঁটায় চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে
ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রার্থনার শব্দগুলো।
পেটবুকের জ্বলুনি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে কাপড়চোপড়ে,
তবু চারপাই কি চিতা হয় কখনো ?
তার জন্যে শ্মশান লাগে হিসেব-করা কাঠ লাগে আর মন্তর।

আর একটু সবুর করো পিয়ারিয়া
ভালোবাসার কথা ভাবো,
বালবাচ্চা এগুিগণ্ডি ভালোবাসা থেকেই এসেছে
মালিক মালকানি ভালোবাসার মুখ চেয়েই
তোমাকে ভিজিয়ে দিয়েছেন রাত্তিরে
নেশার ঝাঁঝে উবিয়ে দিয়েছেন দিনের বেলাটা।
আর একটু সবুর করো পিয়ারিয়া
তোমার ছাই উড়বে ছুটির আকাশে।
তুমি পরী হয়ে যাবে, পরী।

পটবদল

আমি সবুজে অনেকক্ষণ মেতে ছিলাম,
নারকেলগাছে ডাবের কাঁদি ঝুলছিল ঝালর দুলছিল
পানের বরজ গাঢ় হয়ে ছিল
কচুপাতা ঠিক্‌রে দিচ্ছিল রং
আর যত ক্যাম্‌লা গায়ে গড়াচ্ছিল সবুজ।

দেখতে দেখতে পটবদল,
ঝাপ্‌সা জাল ঘুরে ঘুরে পড়ল

আকাশ বেড় ক'রে মাটির ওপর।
আমি বাঁকা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি,
ঘরে যাওয়ার এই পথ
এইটুকু পেরোতে হবে।
দুধারে ঝোপঝাড় বিষ-ফুঁয়ে কালো হয়ে আছে
ছায়ার চাপ এমন যে নিঃশ্বাস নেওয়া দায়।
কাঁপা হাত একটা পিদ্দিম তুলে ধরেছে
আর আমার কানে আসছে চাপা স্বর :
ছোবল সামলাও, এই আলোতেই ঠাওর করো,
এম্‌নি ক'রে বাঁচো, এম্‌নি ক'রে বাঁচো।

ময়দানের ওপারে হলঘর

ফুটবলের আড়ি-কোয়াড়িতে সারা ময়দান দুলছে
সূর্য গড়াচ্ছে পায়ে পায়ে
ঘাসের শিখা ঝলকাচ্ছে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো
আর সমস্ত ফাঁকফোকর সাঁইসাঁই করছে।
ফুসফুস ভ'রে সাত সমুদ্দুরের হাওয়া
ঝড় তুলেছে কলকাতায়।

ওপারের হলঘরে কথা বাড়ছে
বেড়ে যাচ্ছে যেন সাপবাজি,
বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ সর্বনাম অব্যয়
জড়াজড়ি ক'রে ফুঁসে উঠে
দমবন্ধ শুয়ে পড়ছে মেঝেতে হাওয়া নেই,
নাড়া দিলে তারা নেতিয়ে ছাই,
কথার ফুল্‌কি ধুলো হয়ে জমছে।
হাই তুলে মরার জন্যে ব'সে থাকার সময় এখানে,
বাঁচাও বাঁচাও রব যদি ওঠে তবেই রক্ষে
হাওয়ার তরে ছুটে আসবে ছেলেরা।

সবই ভণ্ডুল

মনে মনে আমার খাঁচ করা ছিল
সমস্ত লাবণ্য শব্দেই ছেঁকে তোলা যাবে
সেই জন্যে যোগাড় করেছিলাম বিস্তর :
ঢেঁকিশালে পাড় দিচ্ছে পা
ঘরে ফেরার বাঁশি বাজছে
উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক বেলে হাঁস
ঠোঁট খুলে হাসছে মালতী
এবং এই ওই আরো।

আমার সবই ভণ্ডুল,
শব্দের চৌহদ্দিতে কিছু আর নেই
আমাকে এড়িয়ে কে কখন হাওয়া,
আমি কিছুই দেখছি না শুনছি না,
আমার হৃৎপাঁজরে চেপে ধরেছি যন্ত্রণা
সেখানে তুমি ভীষণ জ্যান্ত হয়ে উঠছো আমার প্রাণেশ্বরী]।

কোন্ বিন্দুতে কখন

আমি এই মাটি আর মানুষকে বুঝি
অথচ তারা আমার বুক থেকে ছিঁড়ে যায়
অন্ধ ঘূর্ণির মুখে যেন তারা।
কত যে বাঁধের উদ্গম শুনেছি
কত যে চলাফেরা শুনেছি ;
হাসির স্রোত সবুজ বন্যা হাতের চেটোয় পৃথিবীর ছোট্ট ছাপ !

আমি কেবলই আমাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছি
মেরু-চুম্বক বরাবর রাখছি।
কোন্ বিন্দুতে কখন স্থির হব
আর দেখা যাবে অস্থায়েতের পথ,

ক্ষেতবাগানের হাতছানি দেখা যাবে ?
তার আগে কি অনেক রক্ত ইঁটকাঠের গুঁড়ো দোমড়ানো লোহা ছেঁড়া মাংস ?

আমি জানি না

আমি কতবারই তো বলি আমি জানি না
তবু জিজ্ঞাসা চলতেই থাকে:
মানুষ কি হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারে ?
রক্ত ঝ'রে ঝ'রে ঝ'রে
সে কি মৃত হয় না ভগবান ?
যখন পাপড়ি বোজে আর চোখের পাতা ভারী হয়
সে কি কোনো প্রিয়তম হৃদয় টের পায়
যেখানে ঢেউ তাকে তোলপাড় করে
যেখানে আলোকস্তম্ভ তাকে আগ্‌লায় ?
আমি জানি না কেমন ক'রে মানুষ
এক ছটাক জমিতে দাঁড়িয়ে রাজকীয় হয়ে ওঠে
তার বিক্রম ছড়িয়ে দেয় শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে।

এ সব জানা আমার সাধ্যের বাইরে,
আমি শুধু জানি আমি এক তাপের মণ্ডলে থাকি
আর আমার রাতের বিছানায় কাঁটা গজায়,
ব্যাখ্যা টীকা ভাষ্য চুলোয় যায়
আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয় রঞ্জন-ছটা
অনিদ্রার মুহূর্তগুলো কেটে পড়ে
আর বিন্দু বিন্দু তেজ একটা মুখের আদল নেয়,
আমার ঝাপ্‌সা দেখার ভিতরে পরাক্রান্ত ছবি।

শূন্যতার বিরুদ্ধে

তখন থেকে শুরু হয়েছে লড়াই
কচি গলায় যখন দুধের ফোঁটা নেমেছে,
শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই।
তারপর তুমি আপন ক'রে নিয়েছো কত কী
দিনে দিনে ঋতুতে ঋতুতে :
সুখদুঃখের মুখ ফুলফলমূল কাটা মাটি ভেজা মাটি
সোহাগি রোদ আগুনে রোদ খরার পর ফসলী বছর
গায়ে হাত বুলোনোর শ্যামলী ধবলী গাই বেড়াল কুকুর
আর মুহূর্তের অঙ্কে চলেছে তোমার লড়াই
শূন্যতার বিরুদ্ধে।

শরীর বাড়ে কিন্তু নিটোল হয় না
এই টালমাটালে,
ফুসফুস বা অন্ত্র বা যকৃৎ বা হৃৎপিণ্ড
এদের কোন্ এক রন্ধ্রে শনি ঢোকে
কুরে খায় হাড় মজ্জা মাংস
এবং সে তোমার দিন গোনে।
তুমি প'ড়ে গিয়েও তবু উঠে দাঁড়াও,
তোমার যে লড়াই জারি রয়েছে
শূন্যতার বিরুদ্ধে।
তুমি সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হওয়ার আগে তোমার মশাল নিতে প্রস্তুত
শতছিন্ন ভাইবোনেরা,
তারা পরপর সময়ের সীমান্ত পায়ে দ'লে এগোবে,
ততক্ষণ চলুক তোমার লড়াই
শূন্যতার বিরুদ্ধে।

দ্বৈত

কিছুতেই পৌঁছনো যায় না।
আপেলটা কাটলাম জড়িয়ে রাখতে চাইলাম তার স্বাদুতা
আমার ইন্দ্রিয়ে আমার স্নায়ুজালে মনের পরতে,
কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরীচিকা।
কলা কমলালেবু ইত্যাদি পরখ ক'রেও দেখেছি ঐ এক।
খোসা ছাড়ানো, নরম শাঁস চিরে ফেলা, রস সামলানো,
দাঁতে চাপ দিয়ে ভেঙে ভেঙে লালা মাখানো, গলা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া
এরও উপভোগ আছে জানি, কিন্তু তাতে কী,
আমি অন্য কেউ থেকে যাই, আমার বুভুক্ষা থেকে যায়।
আপেল বা কমলালেবু বা কলা বা আর-কিছু
এদের কোনোটাই তার ভেতরের সাড়ায় আমাকে আপন করে না
আমার থাকার সঙ্গে মিশে যায় না।
তৃপ্তির পায়ে পায়ে অতৃপ্তি।

আরো অনেক গভীর সমস্যা মানুষকে নিয়ে,
কাটকুট করা যায় না, গেলাও যায় না,
যদি তেমনভাবে দেখার ইচ্ছে হয় তবে উপায় নেই শোকের উপহার ছাড়া,
আর মৃত্যু তো আগেভাগে সবই লোপাট ক'রে দেয় :
উষ্ণতা, রক্তের নাচ, কথায় বিকিরণ।
কাজেই তরতাজা মানুষকে ঘিরে ঘোরো
আর মাথা কোটো তার বুকে মুখে,
কপাট বন্ধই থাকে,
সমস্ত স্বাদ পরগাছা হয়ে গরাদের গায়ে ঝোলে,
আমি আমার অস্তিত্ব নিয়ে বাইরের উঠোনে থেকে যাই
এবং সান্ত্বনার সুরে কিংবা মহত্ত্বের স্বরে উচ্চারণ ক'রে চলি :
প্রেম প্রেম প্রেম।

কথা বোঝবার জন্যে

এলোপাথাড়ি বৃষ্টি আর বাতাস
এর মধ্যে তোমার কথা বোঝা যায় না
একে তো কান্নায় ভেজা, তার ওপর এত ভেতরের ঘূর্ণি-টান।

মাটি একটু তাতুক, জল ঝ'রে যাক
তখন শব্দগুলো গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াবে
তাদের সমস্ত কোণ স্পষ্ট ফুটবে
যেন ইস্পাতের ফলা,
তখন আমি যন্ত্রণাকে চিনতে পারব।
তারপর আকাশ যখন ঘোর লাল হয়ে উঠবে
এবং তুমি মুখ তুলবে আর পোড়া সোনায় চমক দেবে
তখন সবকিছুই আমার বোধের এলাকায় এসে যাবে,
প্রত্যেক জলন্ত সিঁড়ি আর কেরিঘাট
তোমার কথার আসল চেহারা নেবে।

এখন আমাকে অপেক্ষা করতে দাও।

পরিস্থিতি

তোমার পলাশ-গোধূলির রাজ্য
এক ঝলক আমি দেখেছিলাম ।
সে কি মায়া না মতিভ্রম ?
যাই হোক, তখন থেকেই আমার ছটফটানি :
কবে যাব কবে যাব।
কিন্তু কী ক'রে যাই ?
আমাকে যখন তখন ঘিরে ফেলে
আগুন-চোখ বরফ-চোখ
মাঝে-সাঝে আড়-চাউনির বেড়াজাল,
ঘিরে ফেলে গাড়ি-জট বাড়ি-জট

গলিতে মোড়ে ছোরাছুরির আস্ফালনি।
কী আর বলব, বাওয়া বড় শক্ত।
আমার প্রাণ তো আমি স'পেই দিয়েছি তোমাকে,
কিন্তু তা যদি টুপ ক'রে ঝ'রে পড়ে রাস্তায়...
রাস্তা খুঁজতে...তবে ?

আমার বুক আর তোমার পলাশ-গোধূলি
এমন মিলত,
তখন না হয় যেত সবই ঝ'রে যেত একসঙ্গে।
এখানে তো আমি হারজিতের পালায়,
আমার হাড়মাংসে হাওয়ার ভাত।
কী আর করি,
আমি ঘেরাটোপে নিঃশ্বাস নিতে নিতে
ভালোবেসে এক-একবার আঁকড়ে ধরি
তোমার মায়া নাকি আমার মতিভ্রম।

স্থিতিহীন

আসবাবপত্রই আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না,
মুখে আমি যত হাসি এঁকেছিলাম বৃথা গেল
যত শোভনতা,
আমি একবার এ-ঘরে একবার ও-ঘরে
তারপর বাইরে।
সাজানো টেবিল চেয়ার সোফা পালঙ্ক
বাহারের পর বাহার,
ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ধাক্কায় আমি ভিটেছাড়া
আমি খোলা রাস্তায়।

আসবাবপত্রই আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না,
ওরা অনেক দূর থেকে এসেছে

ওরা সবুজ গন্ধ বলে
ওরা বিদ্যুৎঝলক বলে
ওরা আমার রক্তমাংসের অন্ধকার
আচমকা তোলপাড় করে।

সমুদ্দুরে যায়

একমাঠ ভরতি মানুষ
রসাতলের ধার থেকে স'রে দাঁড়ায়।
তাদের নজরে এসেছে মাটির অসুখ,
ডালে পাতায় সংক্রমণের হলুদ,
আকাশ-চাঁছা বাড়িগুলোর বেহায়াপনাও
তাদের দেখা,
বিখ্যাত শ্বেতপাথরের গায়ে
আর হাত রাখা যায় না
চাড়মজ্জায় ক্ষয় ধরে,
বাতাসের কথা শুনতে গেলেও বিপদ
খালি কুকুর-কান্না আর গোলাগুলি।

তাদের সামনে ওই রাতের গঙ্গা—
তারা অপলক তাকায়,
ক্রেন আর মালগাড়ির জটলার ফাঁকে
একজাহাজ আলো ধক্ ধক্ ক'রে চ'লে যায়
সমুদ্দুরে যায়।

এইখানে স'রে এসে

আমি কোনো গূঢ় ঘটনায় যাইনি,
মুঠো ক'রে ছুঁড়ে দিয়েছি হাওয়া
আর পাপড়িগুলো ঝলমলিয়ে উঠেছে,
কোনো শিকড় রাতের জমি থেকে রস টেনেছে কিনা
সে-বৃত্তান্ত আমি চাইনি।

আমি মেয়েটার দু ঠোঁট উড়িয়ে দেখেছি
তার নিঃশ্বাস আকাশে রঙিন মেঘ তুলে দিয়েছে
আমার চোখের সামনে,
পাতার ঝিলমিল সুর লাগিয়েছে সারাদিন
তারই সঙ্গে মিলিয়ে আমার কথা বেঁধেছি
আমার স্মৃতিকে আমি ছোট্ট ক'রে নিয়েছি
যাতে তাকে আদর করতে পারি।

আমাকে ঘিরে ফুল চলচ্ছবি ভরতনাট্যম
আমার পৃথিবীর কণ্ঠে রত্নহার রক্তরং সূর্যাস্তের রং।

যত আগুন

যত আগুন দুপুরে জমে
যত আগুন থালার চারধারে
কখন যে সব জড়ো হয়ে হঠাৎ
জ্বালিয়ে দেয় এতকালের ভিটে।
শোনো তখন ফিসফিসানি :
পথের ওপর এমন স্নিগ্ধ রাত,
যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবার চাঁদ,
ভোরের শিশির আহা কী অমৃত
সারাদিনের তেষ্টা মেটাবার

আগুন কিন্তু জ্ব'লেই চলে, ছড়ায়
এক পাড়া খাক ক'রে আরেক পাড়ায়,
তখন কেবল ঢেউয়ের মাথায় ওঠানামা,
রাত হয়ে যায় টকটকে লাল
পথ গ'লে হয় স্রোত ;
তখন কেবল ঢেউয়ের ওপর সওয়ার হওয়া,
সওয়ার হলে তুমুল

হাওয়ায় মোছে স্মৃতির ঘর,
আলোড়নের গভীর সমুদ্রে
হাতে হাতে জ্বলতে থাকে, অগ্নিফলক
বিপুল দিন বিপুল রাত জুড়ে।

দক্ষিণা বাতাস কি এইভাবে

হাতের মুঠোয় যেন জাদুবিদ্যা
যেই ধরেছে ছন্নছাড়া মাটি
অমনি যুবতীমুখ রাঙা ছলাকলা
ফসলের জোয়ার অমনি
উরু থেকে স্তন অব্দি।
না রোশনাই না আওয়াজের খেলা
অথচ সারাটা মাঠ ঢেউ-জাগা,
কোথায় যে উৎস আছে অন্ধকারই জানে।

সমারোহ নেই, কিন্তু মস্তান সময়
টের পায় মহোৎসব
ধানী দুধ জমছে টের পায়,
ঝাঁপিয়ে পড়বার থাবাগুলো
জেগে ওঠে আর খুনী চোখগুলো
জাদুকরকে তন্ন তন্ন খোঁজে।

পৃথিবীর দক্ষিণা বাতাস কি এইভাবে
দীর্ঘশ্বাস হয়ে যায়
এইভাবে?

ওই কোন্ নক্ষত্রের

ওই কোন্ নক্ষত্রের জল পড়ছে
আমি দশদিকের মাঝখানে তাই নিচে।
আমার কামিলা ঘরের মধ্যে নেই
সেই কখন অদৃশ্য হয়েছে কারখানার বাঁকে
তারপর তো অনেকক্ষণ আমি শুনেছি জগঝম্প
পাথরে বাতাসে বিকেলের আড়ালে।
কিন্তু একটা আলোয় সব চুপ,
টিমটিম করছে বাখারির ফোকর
দূরে, না হাতের নাগালে ?
মজা পুকুরটা আয়না ধরেছে,
উল্‌টে আছে মরাই তবু তার ছড়ানো দানাগুলো
যেন জোনাকি হয়ে জ্বলছে।

আমি ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে আছি
আমার কামিলার রাত্তিরে।

কামিলার সময়ের ভিতরে

সকাল হতেই দেখি গরল ফেনিয়ে উঠছে
তাহলে শিশির মাড়ায়নি আমার কামিলা,
ওর কপালই এমন।
কোনো চাপা গোঙানিও আমাকে পাঠায়নি,
যেমন ছিল রাত তেমন ভোর।
আমাকে এখন অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে,
কিন্তু কোথায়, কবে পর্যন্ত ?

আমার চারদিকে আওয়াজ শুরু হয়েছে
আমি টের পাচ্ছি হাড় ভাঙছে কলজে ছিঁড়ছে
আর মেশিনের জোড়দাঁত খুলছে বন্ধ হচ্ছে

ঠিক আমার সামনে,
এ হল কামিলার সময়
আমাকে উপহার দেওয়া আমার নেওয়া।

ও যখন ফিরবে তখন কি ধুলো হয়ে ফিরবে
আর-এক ধুলোয় ?

উছ্‌লে উঠেছিল

উছ্‌লে উঠেছিল আমার কামিলা,
তা তো উঠবেই
ওর দৃষ্টিতে তখন কচি-কচি চারা
এবং ধোঁয়াঘরের ওপর দিয়ে পাখি-ওড়া,
ও কান পেতেও ছিল,
না থাক পাহাড় আর উপত্যকা আর নদী
তবু শুনেছিল আওয়াজ ফিরতি-আওয়াজ : তুমি তুমি

সেই মুখের আদলটা বারুদের গন্ধে জড়িয়ে আছে,
পেল্লায় ক্রেন বাড়িগুলোর ভিত উপ্‌ড়ে ফেলছে
রাস্তার খাদে মানুষ পড়ছে টুপটাপ
আর জোর উঠছে-নামছে দুরমুশ।
আমি আগাপাস্তলা গুঁড়োর মধ্যে
কোনো পলক দেখতে পাচ্ছি না পাতাও না
কাছ থেকে নাকি দূর থেকে আমি ডেকেই চলেছি :
কা· মি· লা—

জানি না কত কাছে

দিনরাতের মাথামুণ্ডু নেই
তাদের কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মানে হয় না—
আমাকে বলেছিল কামিলা
এবং আমি সায় দিয়েছিলাম।

তারপর অশেষ প্রতিধ্বনি সাত রঙে
যা দিয়ে আঙুল হৃদপিণ্ডের টানে ছুটছিল
একটা গোটা মানুষ এই কামিলা এই আমি।

বাস্তবিকই খুব খেলছে দিনরাত
মানুষ পশুপাখি ঘরবার একবার উলটে দিয়ে
আর একবার সোজা ক'রে কী খেলা!
ভাখোনা কামিলার কথাগুলো কখন লোপাট,
সেই যে ঠোঁট ছুটো শব্দ গড়েছিল
আমার ঠোঁটের ছাঁচে।
জানি না কত কাছে রয়েছে আমার কামিলা,
আমি ওকে দেখবার পথ হাতড়াচ্ছি
ইঁটকাঠ মাঠঘাটের ডামাডোলে এক রক্ত-পথ॥

আবার কথা খুঁজতে হবে

সারা জীবন আমি ছোট ছোট কথা বলেছি
এবং তা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি কামিলার আকাশ।
কিন্তু ও কি ওপরের দিকে তাকিয়েছিল কখনো?
হয়তো না, ও এমনই প্রতিশ্রুত ছিল নিচে,
এত পাথর ভাঙবার ছিল
এত জল বইবার ছিল
এত বীজ বোনবার ছিল
আর ছিল খুনীদের হাতে পড়বার ঝুঁকি নেওয়া
সেকেণ্ড থেকে সেকেণ্ডে এক ধকধক থেকে আরেক ধকধকে।

লম্বা লম্বা চিম্‌নির ধোঁয়া ওই তো আকাশ ঢেকে ফেলেছে,
হায়রে প্রিয় বচন!
আমার পায়ের তলায় কামিলার মাটি
সেখানে রাবণের চিতা জ্বলছে।

আমাকে আবার কথা খুঁজতে হবে
এমন কথা যা খোড়ো হাওয়ায় ঘুরবে
অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে
আর আমার কামিলাকে আদর করবে যেখানেই ও থাকুক।

ফটিকজল চিৎকারে

ফটিকজল চিৎকারে আকাশ ফেটে গেল
আর আমি ব'লে উঠলাম : ওই শোনো আমার কামিলা
কিন্তু সত্যি কি তাই ?
আমার বলা পোড়া গাছের দিকে তাকিয়ে
আমার বলা পাঁজরের তাতে জ'লে পুড়ে,
কামিলা তো আমাকে দেখিয়েছিল সবুজ পাতা
বুক পেতে শুনিয়েছিল ঝর্নার হাজার ধারা।

ঘূর্ণিহাওয়ার পাকে মিলিয়ে যেতে যেতে
ও হাত নেড়েছিল ছুটিতে হাওয়াবদলে যাওয়ার মতো,
আর ওকে দেখা গেল না।
কিন্তু ও গলিঘুঁজিতে ময়দানে দৃশ্য রেখে গেল
ও ভাঙচুর ধুলোবালিতে কথা ভ'রে গেল,
আমি সেই দৃশ্যের ভেতরে হাঁটি
আমি পায়ে পায়ে সেই কথাগুলো বাজাই।
তবু তেষ্টা আমার ভালোবাসাকে হ্যাঁচড়ায়,
আকাশ এমন চৌচির হলে আমি দিশে হারাই।

এত সব চিনিয়েছিল

আমাকে এত সব চিনিয়েছিল কামিলা :
সময় রক্তস্রোত আরম্ভের পথ
ইস্পাতকলায় ঝলসা মাটি আর মৃত্যু,
কিন্তু আমাকে ও দেখায়নি ছায়াদীঘি

চিকণ জলে মুখ দেখবার আয়না।
ও নিশ্চয় জানত একলা ওর কোথাও যাবার নেই
আমারও নেই
ও নিশ্চয় জানত সময় দাগা রয়েছে ওর মুখে
আমারও মুখে,
একলা নয় একলা নয়।
তাই বুঝি অগুনতি মানুষের মধ্যে ও মিলিয়ে গেল,
তারপর আমি শুনেছি এখনো শুনছি
বিস্ফোরণ তারস্বর উত্তাল গান,
আমি অগুনতি মানুষের মধ্যে ঘুরছি
আর চব্বিশ ঘণ্টার তাপ আমার গায়ে লাগছে
আমার কামিলার তাপ।

কামিলা হাঁটছিল

কামিলার হাঁটা অনেক পথ অনেক দূর,
গলা পিচ শেয়ালকাঁটা গড়খাই কাঁটাতার
আর ভিরমি-খাওয়া দিকচক্কর
এই সব চিহ্ন লাগানো।
ওর পায়ে পায়ে পৃথিবী কি কাঁপছিল ?

কামিলা হাঁটছিল
আহা রে কী ছন্দ ছিল!
কেউ শিষ দিয়ে ছুঁড়ল বাহবা
কেউ নাচের মজায় জিব তবলা।
ওর সারা শরীরে জখম-নড়া ঢেউ
আসছে যাচ্ছে আহা রে কী ছন্দ
আর মাথায় কোমরে থরে থরে তার
ত্রিভঙ্গে উঠছে নামছে আহা রে কী ছন্দ।

নাচতে নাচতে কাফিলা অদৃশ্য
হো হো হাসির হাওয়ায়
ধুলোর ঘূর্ণাকে।

একসঙ্গে

আমি বুঝতে পেরেছিলাম
কাফিলা ঘুরেছে এই রাত্তিরের দিকে
যেখানে আমার সঙ্কেত জ্বলছে।
দিনটা ছিল এক বিষপাথর
যে বাঁচে চুরমার ক'রেই বাঁচে,
সেই টুক্‌রোগুলো পেছনে ছড়িয়ে আছে
হয়তো তাদের ওপর এখনো আমাদের প্রতিফলন
আমাদের বিচ্ছিন্নতা আমাদের জ্বালামুখ।
কিন্তু এই রাত্তিরে পৌঁছনো ?
তার ইতিহাস তো ঐখানে ভাঙা পাথরে ছিটোনো বালিতে।

আমি টের পাচ্ছি ধুলোর শব্দ
রাত্তিরের বুকে উষ্ণ বাতাস,
এবার আমাদের নিভৃত যাত্রা
একসঙ্গে
আগুনের শিবিরে।

বাইরে

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি অথই শহরে,
কাতারে কাতারে দুরন্ত চাকা
ঘূর্ণি লাগিয়ে পাথার পাড়ি দেয়,
ঘাটা-আঘাটায় গর্জন আছড়ে পড়ে।

বড়বাজার ছুঁয়ে তুফান আসে
পড়িয়াহাটের আকাশে বাতাসে সামাল-সামাল,
আমি চোখ নামাই রেশম-পটে
হাজাকের অট্টহাসিতে ভিড়তে গিয়ে থমকে যাই,
কামিনার বাক্যছন্দ মনে পড়ে
তার শেষ শব্দগুলো আমি ফের সাজাই।

আমার আশেপাশে নগর-কীর্তন,
সেই চেনা গলা নিশ্চয় মাঝখানে ডুবে আছে,
তার সন্ধানে আমি এগোই
খুব সাবধানে পা টিপে টিপে,
তবু ধুলতারের সাঁকো কেবলই টলমল করে।

প্রদর্শনী

কৌশল-কথা

জলস্থল জুড়ে এক দারুণ কৌশল,
আমিও এক কৌশলেই আছি
সারাটা দিন ঘুরেটুরে বনবাগান
ঘরে ফিরি চাকের মৌমাছি।
অবশ্য আচমকা চাকা কিংবা অস্ত্র
দু'আধখানা ক'রে দেয় আস্ত স্বপ্ন,
খুলে ফ্যালে হাড়মাংসের বাঁধন জবর।
এ সমস্ত দেখা আর তারই সঙ্গে
লাগাতার গুনগুন পাখ্‌নার সময়।
সুষমা সৌন্দর্য স্বাদ লক্ষ্যে আছে,
ঘরে জমা সোনালি মধুতে
পৃথিবী মাখিয়ে নিই,
তাতে বেশ শান্তি আসে ঘুম আসে,
একটা রাত কাটবে আমি
পরের রাত্তিরে যাই ভেসে।

সম্রাট

এ ছবি এক সপ্তাহ বন্ধুজনের কাছে শুনে শুনে আমার আত্মারাম বড়-লোকিতায় মশগুল হয়ে আছে। শিয়রের দেয়ালে নদী বন পাহাড় লটকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত, তক্তপোশে চিৎ হলেই বন্ধুবরা অ্যাবসা রংচং শুরু করে কী বলব আমি একেবারে মাত হয়ে যাই বাহবা দিতে দিতে পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি সে এমনি ঘুম যে বলোহরি হরিবোল আর আমি ময়ূর-পালঙ্কে ফুলের গাদার নিচে শুয়ে রাজরাজেশ্বর। কলতলার ছড়ছড় আওয়াজে জেগে পাখির ডাকে রোদের ঝিমঝিমিতে লাফিয়ে উঠে আমি ঘুমন্ত সম্রাটকে স্মরণ করি, আমি যে সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র দেখে বুঝি আন্দাজ হয় না। আর তখনই এঁদো গলিটার আরো ভেতর থেকে চড়া হাঁক আসে যেন এখানে আমি নিলেম লাগিয়েছি। চার কোণে পেছনে মাকড়সার জাল নোনার দাগ তার ওপর জলের ঢেউ পাহাড়ি খাড়াই মায়াবন, আমার শিল্পিতের রজিনাকে বাগাবার জন্যে আর-এক সম্রাট জেগে উঠেছে।

নাটকীয় ১

নাটকের পালা ফুরোলে আমি হাহা রাস্তায়,
না আছে আঁকা সিন না বাঁকা রঙিন লাইট,
নায়িকার টাইট-দেওয়া কথা কোনো লতাপাতাই আওড়ায় না,
বাড়া বক্তৃতায় তড়পায় না বুড়ো বুড়ো পাচ,
কিছুই না, শুধু কয়েকটা ভিখিরি অন্ধকার কোণে গড়ায়।

দশটা এগারোটা বারোটার ঘণ্টা বাজে কড়কড়াৎ বাজ
টলিয়ে দেয় দু নৌকোয় পা রাখা এতক্ষণের ভারসমতা,
বড় আওয়াজের সঙ্গে ছোট ছোট লুকোচুরির সূক্ষ্ম কাজ
অনবত শিল্প-মহিমায় আলোর আলোকময় হে।

কাঁকরে পাথরে সিমেন্টশিটে খোলে না মমতা
মুক্তিবাণী, কেননা দর্শক নেই শ্রোতা নেই, হাহা রাস্তায়
একা আমি মাঝরাতের মহড়ায় আর কয়েকটা ভিখিরি।

নাটকীয় ২

ভালোবাসার ঘর বাঁধা রয়েছে উঁচু স্টেজের ওপরে,
খোলাখুলি বা ঠারেঠোরে সমস্যাও আছে নানারকম,
পূর্ণিমা অমাবস্যার মতো ঘোরে আশা এবং নিরাশা
তবু ভালোবাসা দুলে কেঁপে ফুটলাইট পার হয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ে অডিটরিয়ামে যেখানে আমার বসা থাকা
অনবিভর বিশ্রামে, হঠাৎ দারুণ প্লাবনে আমি,
এমন প্লাবন যে আমি দিগ্‌দর্শন হারিয়ে কখন
ভেসে গিয়েছিলাম ভাসতে ভাসতে রাস্তায়, কিন্তু সেখানে
কই ঝাড়্‌-আলো কই গলা-খেলানো, কেবল ভুতুড়ে ছায়া
হানাবাড়ি ফাঁকা মাঠ গড়াগড়ি-খাওয়া মাটিতে আর ঘাসে।

সুতরাং আবার গুটিগুটি ফেরা চুপিসাড়ে বসা নিজের সিটে,
আমি আবার মাতোয়ারা মিঠেকড়া গুচ্ছগুচ্ছ কথায়,
অন্ধকার থেকে মাথা বাড়িয়ে দেখি অনেক রঙের দরদ
এবং পরিত্রাতার শপথ ছিট্‌কে লাগছে দেয়ালে আর ছাতে।
শক্ত হয়েই বসেছি ফের না ভেসে যাই গিয়ে পড়ি উল্‌টো ফেনে,
পেছনের মাঠঘাট সব অদৃশ্য, আমি সুসভ্য অডিটরিয়ামে।

শিল্প

ধরো যদি আমার বাঁ কব্জির শিরা চিরে ফেলে
ডান হাতের কলমে ঢেলে লিখতে থাকি
অবিশ্যি ঝিমঝিমিয়ে ঢ'লে পড়ার আগে অব্দি
তাহলে সেটাই আসল কবিতা হবে না কি ?

আত্মঘাতই এখন শুদ্ধ শিল্পের জনক টের পেয়ে
আমি সুলুকসন্ধান করি কী ক'রে টেঁকা যাবে,
ঝুলোকালির কাছ থেকে মাতাল বাতাসার কাছ থেকে
ধার ক'রে পুঁজিপতি আমি অহো শিল্পী বটে।

ছবিগল্প

আমার আর পাতা উল্টে ছবি দেখা হল না। মলাট খুলতেই বেরিয়ে এল চেনা মানুষ আর চেনা রাক্ষস। চেনাটা এক রহস্য, অন্য রহস্য, যা নিয়ে আমি বিচলিত উত্তেজিত জিজ্ঞাসু কৌতূহলী। আসল কথা আমার অস্তিত্বের ব্যাপারটা তাতে জড়ানো। চেনা কেন, তবে কি আমি মৃতদের মধ্যে রয়েছি? চেনা কেন, তবে কি আমি অবিনশ্বর মানুষ আর অবিনশ্বর রাক্ষসদের মধ্যে রয়েছি? কিন্তু তাই ব'লে সে-ভাবনায় আমার খাওয়া-দাওয়া ফূর্তিফার্তা বন্ধ হয়নি। আমি দিব্যি হেসে-খেলে নেচে-কুঁদে মার খেতে-খেতে মেয়েমানুষের কাছে যেতে-যেতে মানুষ হচ্ছি বা রাক্ষস হচ্ছি। তা যাই হউ, এই অবস্থাটা খুব হৃদয়স্পর্শী যখন ছবি আর ছবি থাকে না, গল্প আর গল্প থাকে না। আঁকা মুখ জ্যান্ত হলে যখন আমি আমরা সত্ত সত্ত এইখানে ভাইকেরোদাবির ভেতরে…

খেলা

আকাশ-ধনুকে ছিলে চড়ানো রয়েছে
আমি খেলছি তার ওপর,
আমার তারসাম্যে বীরত্ব ভালোব'সা
ভাগবিভক্তি করুণা প্রশান্তি ইত্যাদি
এবং ডিগবাজির পর আমি যখন ছাতি ফোলাই
অহংকারী মেডেলগুলো কেমন ঝলমল করতে থাকে
উল্‌টোপিঠের বেহায়া দাগগুলোতে পর্যন্ত সোনার আভা লাগে।

আমার নন্‌-স্টপ খেলা এবং নন্‌-স্টপ ভয়,
ভয়ই তো, কখন যে জগত্তণ
টঙ্কারে ঝাঁকিয়ে জাগবে ম্যাবটান
আর আমি ছিট্‌কে যাব হেঁটমুণ্ডে কিংবা উরত্ত শিরে।
আমার এইসব ভাবনাচিন্তা সমেত

আমি সামিল হব কীসে,
মাটিতে মাটি, না শূন্যে শূন্য ?
ওঃ আর ভাবলে আমার মাথা ঘোরে,
আমি তাই খেলায় ফিরি, খেলা দেখাই ।

এ এক রাজা

এই তালেবরকে রোদে খুব পোড় খাইয়েছি
জয়হুপুরে ডিহিশ্রিরামপুর তিলজলা মারাঠাডিচ
নেতাজী সুভাষ রোড মহাকরণ গঙ্গাযাইকি পোল ঘুরিয়ে
এনে ফেলেছি আয়নার সামনে,
পগেয়াপটি চীনেবাজারে আত্মা কেনাবেচা সেরে
ভাড়াটে মেঘের ওপর রাজা হয়ে চোখ ভুলছে সে,
পাথুরে তাত মনে কাঁচা সোনার রং ধরিয়েছে
ও রে মন মন রে আমার ।

তালেবর দাঁড়িয়ে দেখছে জন্মান্তরের ছিরিছাঁদ
কে ও আয়নায় ওর আড়ালে কে
তার আড়ালে কে তারও আড়ালে…
উঁচু হলে নজরে আসে না নিচু হলেও না
অথচ খচমচ করে হাড়মজ্জায় ইস্ক্রুপ-আঁটা ছবি :
ইস্কুলবাড়ি জামতলা পানাপুকুর
লাল ইঁটের গাঁথনি ভেঙে অশথ ।
রাজা আর বুঝতে পারে না সন্ধেসকালগুলো কার ছিল
ভোরে শিউলি ঝরছিল কার জন্যে
কাকে ঘিরে জেগেই ছিল যার চোখ ।

আমি বেরিয়ে পড়েছি

ওই আপা-চাপা যাকে বলে তাকে তুড়ুং ঠুকে
আমি বেরিয়ে পড়েছি দেখা যাক কী হয়।
শুনেছিলাম সময়টার খুব মন্থন চলছে,
আমি তাই চোখ ঠিকরে ঠায় ব'সে ছিলাম
দেখছিলাম খুব,
কোন্ পাকে এক পরমাসুন্দরী
উঠবেন হাতে ভাণ্ড
কাস্‌মাবির বইয়ের ভাঁড়ের মতো অনেকটা,
তা থেকে ঘন ক্ষীরের ধারায়···
ওঃ, আর জরা নেই মৃত্যু নেই সে কী স্বর্গ !
তা আমায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে
চোখের ব্যামো হয়ে গেল, উঠে পড়েছি,
হাত-পায়ের খিল খুলতে একটু দেরি হল
কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়েছি, বেরিয়েও পড়েছি,
এই ভালো, তবু বলতে পারব
আমি নিজের পায়ে হেঁটে চলেছি একদিকে,
সেটা ধসের দিক কিনা পরোয়া করি না
পরোয়া করলে তো আবার সেই হাত-পা মুড়ে বসা,
তাতে বড় কষ্ট স্বর তার চাইতে··· ...

অমরতা খোয়া গেল, বাঁচা যখন যাবে না
তখন এই ভালো,
আমার ধ্বংসটাই মুঠো ক'রে রাখলাম আমার হাতে।

নিসর্গের বুকে

আমি এত বয়েসে গাছকে বলছি
তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও
হাঃ হাঃ আমি গাছকে বলছি…
অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমার মরা খাতে পরী নাচাও
হাঃ হাঃ আমি নদীকে বলছি…
খরায় মাটি ফেটে পড়ছে
আর আমি হাঁটছি খরপায়ে
যদি দু একটা বীজ ভিজে ওঠে
হাঃ হাঃ যদি দু একটা…
নিসর্গের বুকে আমি হাড় বাজাচ্ছি
আর মাদারির মতো হেঁকে বলছি
এই আওয়াজ হয়ে যাবে একমাঠ ধান
ঝিঁঝি হুতোম পাঁচা শেয়াল
আত্মায়ী আর অন্তরায় রাত ধুনছে
আমি বলছি একমাঠ ধান…
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

শেষ সরাইখানায়

শেষ সরাইখানায় পা রেখেছি শুনছি হাহাহিহি,
দুনিয়ার তামাশা বেশ জমেছে তাহলে।

এক অন্ধকারে রওনা হয়ে আরেক অন্ধকারে পৌঁছলাম,
মাঝখানটায় খুব হল বটে :
আসরবাসর নাচানাচি খুনোখুনি
রাজতন্ত্র ধনতন্ত্র গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র ভন্ত্রমন্ত্র
বিরোধ অবরোধ প্রতিরোধ নিরোধ
সুখ থেকে দুঃখে দুঃখের পরেও আবার…
মরতে মরতে শাড় থেকে অসাড়ে।

আমি চলার রাস্তায় দেখেছি
ন্যাংটো বাচ্চারা পোড়া কয়লা কুড়োচ্ছে
আর সোমত্ত মেয়ের আঁচলে আগুন জড়ানো
শুনেছি পাড়া-বেপাড়া থেকে হাওয়া শিসোচ্ছে শ্মশানে,
উজানের বুকে মাখামাখি সামুখ হাতশা
আর এইখানে যেই বেলা প'ড়ে গেল তখন মৌজ।

শকুন আর বড় রক্ত-ঠাসা বাদুড় অন্ধকারে হাসির হররা।

রাজা

দেখবে এসো আমার বস্তির রাজা,
এক টুকরো কাঁথায় শুয়ে তার দেয়ালা
দেখবে এসো।
পাড়া-বেপাড়ার লোক জুটলে সাড়া দেয় সে শত নামে
নাম ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়ে আশা ওহো কত না আশা।
জন্ম-রাজার অভিষেকের কী ভাবনা
মাটি ছুঁতেই পূব তোরণ সোনায় সোনা।

জোয়ান হয়ে উঠতে উঠতে তার পেশীতে
পাকা বাঁশের জোর আসবে
দুনিয়াটাকে কাঁধে বইবার তার আসবে,
তখন দেখো গলির গলি তস্য গলির মালিক সে-ই,
সে নিয়েছে পালানো হাওয়ার দখল,
তবেই-না তার বাঁচা এবং বাঁচিয়ে রাখা,
তখন দেখো আগুনের ফুল্‌কি খেলে রাজপোশাকে,
সীলমোহরে সনদের ছাই,
গুঁড়া পোড়া দলিলপত্রে তার মহিমা জ্বলজ্বলন্ত,
আমার রাজা বিরাট রাজা সর্বত্যাগী রাজা।

সাপের পাঁচালি

সাপ বলে : আমার মাথায় মণি কোথায় গেল,
ভক্তদের কেমনে আমি সুখের মুখ দেখাই ?

—ও সাপ, তোমার দুঃখ করার কোনো কারণ নাই,
তোমার মাথায় রয়েছে তো চক্কর কুলোপানা,
সেটাই কাজে লাগাও, তুমি সেই খেলাটা খ্যালো
দোলাও ফণা ডাইনে বাঁয়ে, খেল বটে একখানা,
দোলালে তা দুলবে মন কতশত জনার।

সাপ বলে : চক্কর আর কুলীন বংশে সকলের কই ?

—ও সাপ, না থাকুক তবু রংবেরং রয়েছে বাহার,
দুলবে না চক্কর কিন্তু রঙে ভুলবে মন সবাকার।

সাপ বলে : তাইতে মন ভরবে না কারোই
যেহেতু মণিমাণিক্য নাই ঝিলিক-মারা আলেয়া নাই হায়।

সাপ এত্তেক বলে আর হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসায়।

—ও সাপ, তুমি কেঁদো না সোনা, কান্নার জন্যে তো
আমাদের কুমির আছে, অশ্রুর সাগর
চতুর্দিকে উথালপাথাল দ্যাখো নিরন্তর।
কেঁদো না কেঁদো না তুমি আছোই অবগত
সর্পজাতির নৈকষ্যদের বিষদন্তই আসল,
ভাঙলেও তা তড়িঘড়ি গজায় যথাবিধি,
তা দিয়ে ছোব্‌লাও খুব, ছুব্‌লে ঢালো গরল,
বিষনীল এক মোহন বিশ্ব গড়ো, গুণনিধি।
অবশ্য সে-শুভকর্মের গোড়াপত্তন হয়েই গেছে, সাবাস !
সম্পূর্ণটা গ'ড়ে ফ্যালো আমরা সবাই সুখে করি বাস।

তিনি

গোটা বাগান উজাড় ক'রে স্মৃতিলতা,
তাঁর চলাফেরা তাঁর কথাবার্তা তাঁর বাঁচামরা
এই সন্ধেবেলায় যোজনগন্ধা,
মুখে মুখে তিনি ফিরছেন
চোখে চোখে জ্বলছেন
এত মুঠোয় তিনি ফুঁসছেন
এত ঠোঁটে হাসছেন।
কথার পর কথার ধাপ উপরে উঠছে
শহরের মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে স্বর্গের দিকে।
ওই সিঁড়ি বেয়ে রাত নেমে আসছে,
গাঢ় রাতেই তো তিনি আছেন
যেদিন চোখ বুঁজেছিলেন তখন থেকে সেই তাঁর ঘর
তাঁর বিস্মরণের ঘর।
এই স্মৃতিলতা কি তাঁর নিজের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে ?
তাঁর কি মনে পড়ছে
তিনি থাকতেন খোলা নর্দমার ধারে,
শিঁপড়ে ইঁদুর আরশোলার সঙ্গে
তাঁর বেশ ভাবসাব হয়েছিল
আর তাঁর নাকে যে-গন্ধ লাগত
এই যোজনগন্ধার চাইতে তা অনেক তেজী
আর তাঁর যখন-তখন খিদে পেত
এবং পেটের খালি জায়গাটায়
তিনি আদর্শ ঠুসে দিতেন,
তাছাড়া ভালোমন্দ খাওয়ার ইচ্ছেও তাঁর হত
সে এক লজ্জা, আরো লজ্জা ইচ্ছেটা বাড়ত
যখন সখাসখীদের হাপুস-হুপুস তাঁর কানে আসত,
লজ্জায় লজ্জায় কষণে কষণে
তাঁর বুকপেট ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল ?

তাঁর কি মনে পড়ছে
ঝাঁঝাঁ রোদে কিংবা হিহি শীতে তিনি নিজেকে ছোটাতেন
কেননা পোকামাকড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
মানবতা প্রমাণের দায় ছিল তাঁর,
তবে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর
তেমন ভয়ঙ্কর হয়নি, কেননা তিনি
টুপ ক'রে অগাধ সলিলে ডুবে গিয়েছিলেন
ঠিক যেন পুকুরে ছুঁড়ে-দেওয়া ঢিল,
তার আগে একটু ঝঞ্ঝাট অবিশ্যি হয়েছিল
কারণ তিনি ডাক্তারদের নাড়ী টিপতেন না ব'লে
গদিয়ানদের সাকরেদ ছিলেন না ব'লে
উচিত-অনুচিতের রহস্যে বিহ্বল ছিলেন ব'লে
একটা ছেঁড়া লেখার মানে খুঁজে হয়রান হতেন ব'লে
ওষুধপত্তর দেখাশোনা খাওয়াদাওয়া
হাটবাজার দোকানপাট লেনদেন তাঁকে পর ভেবেছিল
এবং তারা ঘরে বাইরে তাঁকে চিৎ ক'রে উপুড় ক'রে হাঁটিয়ে গড়িয়ে
নিয়ে গিয়েছিল সেই সীমান্তে
যেখানে হাওয়ায় পিঠ রেখে তিনি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন,
তারপরই কিন্তু নিশ্চিন্ত : টুপ ডুব।

তাঁর স্মৃতি নিয়ে তিনি যেখানে আছেন থাকুন,
এখানে তাঁর জন্মান্তর
ওই তো তিনি মুখে মুখে ফিরছেন
চোখে চোখে জ্বলছেন
ফুলের গন্ধে ছড়িয়ে যাচ্ছেন
স্মৃতিসভায়।

ডকুমেন্টারি

ধারালো চক্র কাছে যেতেই ছিটকে পড়েছি চোখা ইস্পাত ঝনঝন সর্বক্ষণ তবে ভাত যখন টসটসিয়ে গ'লে জমিন ছোঁয় তখন হাতপাওয়ালা ঠাণ্ডা মানুষ গজিয়ে ওঠে তখন হেসে দুলে গড়িয়ে গড়িয়ে গলিতে আর দাপাদিতে। কাছ বরাবর গিয়ে শুনেছিলাম দুরন্ত আওয়াজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্‌টে ফেলছি ঝনঝন চোখ যদি পোড়ে পুড়ুক তাকাও স্বর্গমর্ত্যপাতাল ওপর থেকে নিচ নিচ থেকে ওপর ঝনঝন ঝনঝন, আর গ'লে গজিয়ে উঠে চার হাতপায়ে মস্তো আমলা বড়বাবু ছোটবাবু মাগছেলে লেপ্‌টে হামাগুড়ি। বানাচ্ছি ডকুমেন্টারি দ্যাখো বানিয়ে যাচ্ছি।

ফাটল

ঘুষখোর কেরানির টেবিলে হাত উল্‌টে রেখেছি আর দেখছি কতক্ষণেরই বা দেখা কেননা সময় আর ঘন্টামিনিটগুলো খ'সে যাচ্ছে দেখছি দেয়ালে পবিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়েছে যেমন মেঝের উপর শুকনো পাপ্‌ড়িগুলো যদিও গোল মুক্তোটা আহা শ্রদ্ধাভক্তি উঁচুতেই টাঙিয়ে রেখেছে আর ঠাসা আশীর্বাদ করছে আমাদের মাথায় খুব ঠাসা আমাদের এই এলাকায়, কোথায় ফাঁক আমি নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তাকাচ্ছি ফাটলের দিকে হ্যাঁ ফাটল ছবির ঠিক পাশেই দেয়ালের গায়ে, সেখানে দিনরাতের রোদজল ঝাপ্‌টাচ্ছে দূর ক্ষেতের ফসল ঝল্‌কাচ্ছে আর হৈহৈ হৈহৈ দুনিয়ার যত ষাঁড় দাপাচ্ছে।

রোদ ডেকেছে

আকাশে এক মস্ত রঙিন থালা
রাত হয়েছে কাবার,
ও থালা থাক হোথায় বেহানবেলা
ছুঁয়েই যাবো খাবার।

খাবার কোথা, মা কয়, ঘুমের ঘোরে
দেখিসনি তুই কখন
ডাকাতে লুট করেছে রাত্তিরে
চাল ডাল দুধ মাখন।

কোথায় গেল রাঙা বাসন, খ্যালে
আকাশ ফুঁড়ে আগুন,
যেমন জ্বলা চোত-বোশেখের, জ্বলে
তেমনি ধারাই ফাগুন।

ঠিক আছে মা, ওই আগুনেই সেরা
অস্ত্রখানার গড়ন,
ওই আগুনেই ধান পাকানো, ধরা
তখন সোনার বরণ।

খিদে রইল ভুঁয়ে, রইল পেটে,
এখন যে কাজ চালাও,
জলজলে রোদ ডেকেছে হাটবাটে,
ডাকাত বাবু পালাও।

যদিও আগুন ঝড় ধলাভাঙা

অথচ ঘুরতে ঘুরতে

কোন্ সকালে বেরিয়েছি
আর এখন এই ভরদুপুর,
পাথরের চোখের দিকে
কেবলই আমি চোখ ফেরাচ্ছি
সেখানে কী ভাষা আমি বুঝছি না,
আমি যেন যাচ্ছি না কোথাও যাচ্ছি না
অথচ ঘুরতে ঘুরতে এই দুপুর।
কিছু কি ভাবছি আমি, ভাবছি কি
কখন হাওয়ায় বাজবে নূপুর
কখন শীতল হবে পাথর
এবং বৃষ্টিতে মুখ ধোয়া হবে ?

আমি এক পা দু'পা ক'রে চলছি
আর মনে মনে বলছি
আমার সন্ধান তো ফুল ফোটানোর দেশের
প্রতিটি গোলাপের আতর
সমস্ত নিঃশ্বাস ভরবে
আমার ওপর ফোটা মুখের কথা ঝরবে
আমি সে-এক ধারাস্নানে।

এই ভরদুপুরের মাঝখানে
একটি শব্দও আমি শুনছি না
আমি যেন কোথাও যাচ্ছি না কোথাও না
অথচ ঘুরতে ঘুরতে…

আমি তো সহজ ক'রেই....

আমি তো সহজ ক'রেই বলতে চাই
কিন্তু পারি কই ?
হঠাৎ পাগলাঘণ্টি বাজে
আর আমার কতকালের চেনা রাস্তা থেকে ধূলোঝড়
আমাকে উপ্‌ড়ে আমার কথা মুচ্‌ড়ে
সে এক তুলকালাম,
যাদের আমি দেখেছি সাদা আলোয়
চাঁদের ছোঁবার জন্যে তখন হাত বাড়াতেই
নিরেট পাথুরে দেয়াল,
আমি যেন অন্ধকারে এক শিশু
কেবলই টলমল হাতড়াচ্ছি
আর আমার ঠোঁটের ছাঁচে
যে-উচ্চারণ প'ড়ে উঠছিল
হয়তো ভালোবাসা বা আপন হওয়া
ঠিক কী আর মনে করতে পারি না
সে-এক অন্য ছাঁদ
তা ভেঙেচুরে একশা যেমন কান্নার ঠোঁট হয়।

সবই ওলোট-পালট।
আমি কি অমন ক'রেই বলতে যাইনি
খোলা আকাশ,
বলতে যাইনি হীরে ?
তক্ষুনি কেউ যেন মুঠোয় ধ'রে চাপল
আর গাঁজলা উঠে শব্দগুলো অচৈতন্য
তাও যদি গোঙানি ঘরবাড়ি ছাপিয়ে
মাঠঘাট ছাপিয়ে দিগ্‌দিগন্তরে লুটোত
কিম্বা চক্কর দিত আকাশে
তাহলে আমি বাঁচতাম,

তা নয়, এ একেবারে কুরে কুরে খাওয়া
নিজের ভেতরটা।

অথচ আমি অনুভব করি
আমার গন্তব্য রয়েছে
আমার মোকাম জানাবার রয়েছে
মোটেই এমনভাবে টেঁকা নয়,
ফলে সারাক্ষণ দারুণ আড়াআড়ি
ভেতরের আর বাইরের।

বাইরে আগাপাস্তলা মখমলে লুটোপুটি
মোলায়েম হাওয়া,
আসতে আজ্ঞা হোক বসতে আজ্ঞা হোক
আমি আপনাদের সেবায় হেঁ হেঁ,
গ'লে প'ড়ে আমি পায়ের তলা দিয়ে ওপর দিয়ে ব'য়ে যাই
ব'য়ে-যাওয়ার পুণ্যভূমিকে আমার জন্মভূমিকে
আমি এমন নির্ভাঁজ মসৃণ পাই।
এখান থেকে কোন্ জায়গায় যাব
এখন বলবার কী আছে আমি কী জানাব,
এ সব বড় এলোমেলো হয়ে যায়।

একটা মুখ আমার চোখের নিশানায় ছিল
কৃষ্ণপক্ষের রাত্তিরে একটা জলজলে তারা,
আমার এই মাটির ভাষা
আমি ওইখানে উছ্‌লে দেব
তখন তার নিঃশ্বাস আমার মুখে লাগবে,
এই ছিল আমার নাছোড় ভাবনা।
তা সেই মুখটা হঠাৎ নিভে গেল,
উঃ কী জোর ফুৎকার ঈশানের ঝড় যেন
আর খুব শাসানি অন্ধকার কোণ থেকে।

আলো যে কেমন ক'রে মরে
চোখের সামনেই তা দেখলাম আমি।
দূরে কী উপায়ে আমি যাব বলো
যদিও সীমানা পেরিয়ে যাবার টান
আমার চব্বিশটা ঘন্টায়।
আমি বেশ বুঝি পেছন ফেরা নয়
চরণধূলার তলে নয়,
খরার ওপারে সবুজের দিক থেকে
যেদিকে খনিমুখ খোলে সেই দিক থেকে
এক আওয়াজ এসে আমার রক্তে আছড়ায়
অথচ আমি নিরুপায়
আমার বলা শোনা চলা
কিছুতেই জোড়া লাগে না,
আমি ঘুরেফিরে একই তল্লাটে।
এইরকম ছেঁড়াখোঁড়া বাঁচা আমার,
অবিশ্যি খুব ইচ্ছে করে বলতে আমাদের,
পারি না কারণ মুখের ওপর হাতের চাপ
সুতরাং আমার নিজের কথাই শোনাই
কিন্তু এ কি কোনো শোনাবার মতো কথা,
বলো?

এখন ভাখো

ট্রামের ছুলঘর থেকে আমরা
গান ছড়ালাম,
আমাদের বুক দুলে দুলে উঠছিল
যেন সমুদ্রের ঢেউ,
তখন বেশ রাত হয়েছে
আমরা ভাবলাম এই তো আমাদের জয়
অদৃশ্য জয়ের জে[illegible]চলল,

আমরা জানলা দিয়ে দেখিনি
গান ঝাঁপিয়ে পড়ল কিনা রাতের গভীরে
কিংবা কোন দরজায় গিয়ে ডাক দিল,
কত দূরে পৌঁছল সে-খোঁজও আমরা নিইনি।
ট্রামের কামরার হাওয়া
পৃথিবীর ফুসফুসে খেলছে যেন,
আমরা তাই দারুণ একাগ্র হয়ে
দৃষ্টিতে বাঁধলাম অনেক দূরের দিনগুলো।
আমরা বুঝতেও পারিনি
আমাদের পাঁজরার হাড় ঘুনে খাওয়া
আমরা টেরও পাইনি আমাদের হাত
হস্তাবক হবে ব'লে উঠে আছে।

ভাখো কত ছিন্নভিন্ন কথা এখানে ওখানে
ভাখো চারদিকে কত খিল-আঁটা ঘর
ভাখো রাস্তার ধার ঘেঁষে চুপিসাড়ে হাঁটা
ভাখো চোখে মুখে উপ্‌চোনো গরল।

ছবি

রং-এর ওপর রং চাপছে
আর কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে।
আমাকে চিনতে পারছো
লাল ইস্পাতের দাগায় ?
আমাকে দেখতে পাচ্ছো
কাঁটাতারের বেড়ায় ?
আমার বৈঠকী চোখমুখ
ঠাহর হচ্ছে জঙ্গলের ছায়ায় ?

ভদ্র চেহারাটা পায়ের তলায় থেঁতলে যায়
কথা তুলতে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে বিষধর,

হয়তো এবার তা ঠিক নজরে আসবে।
রং-এর ওপর রং চাপছে
মিলিয়ে যাচ্ছে দিনরাত্রিরের কুয়াশা।

কত যে আমি হেঁটেছি

কত যে আমি হেঁটেছি তার ইয়ত্তা নেই,
জোর কদমে চলবার পাকা সড়ক
তৈরিই ছিল
হাওয়ার হাততালি ছিল
আর পাতাবাহার দেখে বুঝেছিলাম
ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিনোদন।
এরই নাম রাজপথ।

কিন্তু যে-দিগন্তে আমার দৃষ্টি
তা যে-তিমিরে সেই তিমিরে
আর রাস্তাটা লম্বা হতে হতে শেষ নাগ
যেন পৃথিবীটাই গিলে খাবে।

এ-রাস্তায় আর কতকাল চলা যায়?
সেই কবে থেকে হাঁটছি তো হাঁটছিই
কোনো আভাই আমাকে আদর করে না
আমার মাটিকেও না।
তবে কি ভোরের পথ
কাঁটাবনের বুকে?

স্বপ্ন দেখায়

আকাশে কোনোই আড়ম্বর নেই
তবু এই মুহূর্তটা পেখম তুলে নাচে
ঠোঁট জেড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়ায়।
বাহবা তো দিতেই হয়

কেননা এই কুহক
ধূসর পর্দা চিরে ফালে
মরুভূমি পার হওয়ার সুর লাগায়।
আকাশ যেখানে টাল খেয়েছে
সেখানে না দেখা যায় দিন না কোনো আলো
তবু সামনে এ কী বাহার
রঙিন মেলা ফুটিয়ে তোলে
দূরান্তরকে লোপাট করে,
ছন্নছাড়া মানুষগুলো গুনগুনিয়ে ওঠে।
তপ্ত বালির ওপর সময়
জাদুকরের খেলা দেখায় স্বপ্ন দেখায়।

সেই দেশে

নদীর স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে এল
পাখির ডানা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এল,
আমি পা দিয়েছি সেই দেশে
যেখানে ফিরে এসেছে সব মুহূর্তের প্রেম
যেখানে রাতের চোখে রোদ ঝল্‌কাচ্ছে,
গাছপালা ফুল নিখোঁজ মানুষটাকে চিনতে পেরেছে,
এতদিন পরে কী আদর কী আদর।

আবার কোন্ ধুলোয়

সম্বল কিছুই আর নেই,
মুঠো খুলে দেখি
খুদকুঁড়ো মেখে রেখাগুলো রহস্যময়
তাদের আঁকেবাঁকে খুব লুকোচুরি চলছে।
সামনে মস্ত বড় মোড়,
পা বাড়াব আবার কোন্ ধুলোয়?
এতদিন তো বাতাসের ছবি ছিল

স্বজনপরায়ণতা ছিল
এবং দুর্ভিক্ষের কোলে শুয়ে
খাতগুণের বিচার ছিল,
সে-আমোদও কতুর।
হাতের রেখার সঙ্গে ছক কাটে শত্রুচক্র
ফুলকল আর ফসলের গোলকধাঁধা,
এবং আড়াল থেকে কেউ
জোর গলায় হুকুম ছুঁড়ে দেয়:
অন্ধ ভিখিরির লাঠি নাও কাঁটো।

মোলোয়েজ, তোমার উদ্দেশে

তোমার কবিতার মুখ যেই দেখতে গেলাম, মোলোয়েজ,
ওরা তার ওপর নোংরা পরোয়ানা সেঁটে দিল
তোমার কবিতার স্বর যেই শুনতে গেলাম, মোলোয়েজ,
ওরা তার গলায় ফাঁস এঁটে দিল।

তামামশোধের চুক্তিতে কবে
ওই শয়তানী মুণ্ডুগুলো গোঁজা হবে,
গনগনে আগুনে মারীবীজ পুড়বে,
পরিষ্কার বাতাস জুড়বে সব তল্লাট?
হাটবাটমাঠের মানুষ ঘরের মানুষ
সেই দিনকে ডাকছে যেদিন
তোমার মার বুকভাঙা স্নেহ
কঠিন মাটিতে ফসল হয়ে ফুটবে,
কোনো শিশু তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে
ঝাপ্‌সা আলোতেও বলবে না 'কে ও?'—
তখন তোমার কবিতার মুখ শিশিরধোয়া, মোলোয়েজ,
তোমার কবিতার স্বর আগুনছোঁয়া।

যেমন বৃষ্টি ঝরে

ভোর আওয়াজ হল ঝনঝন
আর ভোরের হাওয়া হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল।
কী চুরমার হল আমি জানি
আমার শরীরে তার হাজার চোট
কিন্তু আমি পরোয়া করি না
আমি আলোয় উড়ছি,
আমার রক্তের ঝারা
বাঁজা মাটির ওপরে
আঁস্তাকুড়ের আমআঁটির ওপরে।
ভরা যুবতী ভেঙে পড়েছে
খেঁতলানো স্বপ্নের গাদায়
সঙ্গীর অসাড় হাতের নাগালে,
তাদের ওপর আমার রক্ত ঝরছে
যেমন বৃষ্টি ঝরে তেমন।

আগুনের কথা আমি...

আগুনের কথা আমি এত বলেছি
শব্দগুলো এখনো গনগন করছে
আমার বুকের মধ্যে এখনো অক্ষরের জ্বালা।
তবু রাত জুড়ে কান্না জমে
হিমে ঝাপ্‌সা জলন্ত রং।
পোড়া কাঠ, গলা লোহা, ঝল্‌সানো মুখ,
আমি বলেছিলাম তোমাদের চিহ্ন করব
আমার ঘরে ঘরের বাইরে
বছরের চিৎকার চাপিয়ে দেব
শুকনো হাওয়ায়
যাতে পৃথিবী থরথর কাঁপে,
ভূমিকম্প জাগাব আমি বলেছিলাম।

আমার প্রতিশ্রুতি কোথায় খোদাই হবে আর,
কোন্ পাথরে কোন্ কঙ্কালে ?
মেঘ ভাঙছে বাতাসে ভেজা চোখ,
এই তো পৃথিবী এই আমি
আমরা এ কোন্ বানভাসির মুখে ?

সরু রাস্তায়

এক সরু রাস্তায় আমার এগোনো,
দূতমুখে কোনো বার্তা যায় না
তবু ভিড় জমায় পোকামাকড়,
সেখানেই ঝুপ ক'রে অন্ধকার নামে
আর আমি আবহাওয়ার চাপে পড়ি,
কিন্তু উচ্চতম নিম্নতম আমি ভাবি না।
স্থপতির বাড়িঘর আমার খুব চেনা
জানলা যদি বন্ধ থাকে
তবুও আমার গায়ে সুন্দর নিঃশ্বাস লাগে,
আলো যদি না জ্বলে
অনেক চোখের তারা ফোটে,
আমি এক বন্ধু-মেলায় চলতে থাকি।
কোনো মুখ যখন কথা বলে না
আমি অনেক বুকের ধকধক শুনি
অর্কেস্ট্রার একশো ছড় হাওয়া টানে, ঘোরায়,
আমি এক ঝড়ের মধ্যে চলতে থাকি।

কেমন ক'রে দিন যায়

কেমন ক'রে দিন যায় ভাখো,
ভোরের মাটিতে একাকার রং
রাজ্যের রঙিন গুঁড়ো সেখানে ধুলো,
রাস্তার দুপাশে কাঁটাঝোপ আর বাজনা

মাঝখান দিয়ে ভেঁপু-গাড়ি
এক সময় ডানবাঁয়ে ওলটপালট হঠাৎ হায় হায়,
ধুলোর মেঘের মধ্যে রক্তের ফোয়ারা।

সাজানো আলোর ঘের,
শিলান্যাসের অক্ষরগুলো জলজল করে
জলজল করতেই থাকে
যখন চারপাশে আচম্‌কা ধস নামে,
উল্‌টে পড়ে ঘরদোর বাসিন্দা
বাতাস জুড়ে বাঁচাও বাঁচাও
আর সেইসঙ্গে কাছেই ঘূর্ননাচ।

কিন্তু তার মাঝখানে

সেই সব চূড়ান্ত কথা—
উৎস আলো শিকড় আর প্রতিশ্রুত ফসল,
সব তোমার মুখ থেকে শোনা।
তুমি কীভাবে জেনেছিলে ?
মাটির ওপর বুক রেখে,
কচি চোখের ভেতরে তাকিয়ে,
নাকি নিজের সমস্ত জ্বালা রক্তে অনুভব ক'রে ?

কথাগুলো আর ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই
তাদের আমি সামনে দেখি না,
আমার কেবলই মনে হয়
তারা রয়েছে খরার বাতাসে ধুলোকাঁকরে আগাছায়।

এখন পথে বেরোতেই সব অন্ধকার
কিন্তু তার মাঝখানে তোমার মুখ ফুটেছে
আমি তোমার উচ্চারণ শুনছি।

একের পর আর

বাইরে গেলেই টের পাওয়া যায়
আদিম জঙ্গলে বাঘ ঘুরছে,
গরগরানি আর সেই গন্ধ
মাঝে মাঝে এক লহমার ঝলক,
ঘাড়ের ওপরে যেন খাঁড়া ঝোলে।
কিন্তু চোখ ফেরালে রেললাইনের ঝকঝকি,
মহাশূন্যের রোদ এসে লেগেছে,
বহুদূরের অনন্ত ছোটা লোহা থেকে ছিটকে পড়ে
মগজে ঢুকে যায় তেজ।

ঘনঝোপ থেকে গোঙানি ওঠে
আর ক্রমেই ঘেরাও করে,
পাঁজরার ওপর চেপে বসে জগদ্দল।
কিন্তু ফোয়ারার দিকে কান পাতলে ঝঙ্কার
গান গান গান,
সেখানে যখন জ্যোৎস্না কিম্বা তারাফুল ঝরে
তখন আরো সুখ।
ক্যাসেট লংপ্লেইং-এর শহর টেনে নিয়ে চলে,
কোথায় প'ড়ে থাকে চৌমাথার কূলকিনারা।

এক সকাল থেকে আরেক সকাল…
ঝিলমিলির রোমাঞ্চের শেষ নেই।

ধুলোর মানুষ

আমি এক ধুলোর মানুষ
পা জড়িয়ে ঘুরছি
লাথির ঝাপ্‌টায় ঝ'রে পড়ছি,
তবু ধুলোর অহঙ্কার রয়েছে আমার :

পৃথিবীর চলনে আমি নাচছি।
ধুলোর অহংকার রয়েছে আমার
উড়ে যাওয়ার অহংকার
এক দমকা অন্ধকার
ভুষোকালির লণ্ঠন উল্‌টে
চালচুলো ছত্রছান ক'রে
আমাকে ওড়াবে,
আমি যাব তারাদের রাস্তে
আমি যাব রোদ্দুরের পথে,
আমার ঝল্‌কানি এ-আকাশে ও-আকাশে।

আমার অপেক্ষার চুরমার মুহূর্তগুলো
আমি ছড়িয়ে রাখছি
ক্ষেতের ভাঙা আলের গুঁড়োয়
ধসা কোঠার পলস্তারায়
রাস্তায়,
আমি এক ধুলোর মানুষ।

দৃশ্যমান

সময় ভাগ ক'রে এদিকে কাঁচপোকা ঝলকায়
আর ওদিকে জোনাকির তারাবাজি।
কিন্তু এটাই সব নয় আট প্রহরে,
কাক আছে কুকুর আছে,
তাদের মাতন সেরা মাতন,
তারা ধ্বনিবিলাসে ভোরগোধূলির রং চড়ায়
আর ওই নীলাভ্র থেকে প্রায়ই
স্নেহস্রাবে গ'লে পড়ে চাঁদ:
আয় বাছা কোলে আয়।

বাচ্চারা অন্তর্নিবাসী গন্ধ পায়
অমনি কান্না জোড়ে,
অথচ চারদিকে হাওয়ার চৌহুন :
সিঁড়ি নেই সিঁড়ি নেই।
তখন কেবলই ব্যগ্রতা
কোথা দিয়ে উঠে যাই, কেমন ক'রে পৌঁছই ·

এর পরে

চীনে মাটি কাঁসা পেতল বাজা লোহা
বাসনকোসন এলোমেলো ছড়ানো
ওরা কেউ আর উঠে নিজের জায়গায় যাবে না
সবাই এলিয়ে রয়েছে,
শুধু ধারালো বঁটিটা
ওই ধারে শুয়ে চুপচাপ হাসছে
যেন গেরস্তালি শতখণ্ড ক'রে নিশ্চিন্ত।

টুকরো টুকরো হল, এখন খোঁজো
কোথায় ভাঙা রাস্তির জোড়া লাগবে
সামনে আবার কোন্ সবুজ বাতি
কোথায় ঘুমের ঘর রোদে জাগবে
আবার হেঁসেল কুলুঙ্গি সাজবে
মাছসবজি মেঝের ওপর ফুটফুট করবে,
টগবগে যৌবন-ছোটা সংসার, আহা।

খেল

সদর বাগানের ফুল এসে গেছে লরি বোঝাই,
সদর বাগান থেকে মিঠে বুলিও এসেছে এক টন
তার চাষ হয় সেখানে অতএব টাট্‌কা,
কাছেই ঈশ্বরী নদী

তার জল আনা হয়েছে তিন টাকার
কেননা লাল ছোপ তো অনেক
মেঝের ওপর দেয়ালে সামনের রাস্তার,
সেগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করতে হবে।

তারপর সন্ধের ভোল পাল্‌টে দিয়ে
মাইক-মাইক প্রেম ছিটিয়ে
একটি ফুঁয়ে দেখানো হবে দিব্য দৃশ্য :
একেবারে পয়লা নম্বরের খেল।
ঢাকঢোল পেটানো সারা,
এবার কাউন্টারে কিউ লাগিয়ে দাও ভাইসব।

শর্টকাটের খবর

নয়া সড়কে মেঘ জমছে, কান্নাও ভেসে আসছে।
—কেন, কান্না কেন? সিধে রাস্তায় কেউ কাঁদে
কখনো শুনিনি।

—তা বলেছেন ঠিক। শোনাটা বড় রহস্যময়
ক্রিয়া। নতি নড়ে পাতি নড়ে তারপর চুপচাপ, ওই
মিলিয়ে গেল ঢেউ। মোট কথা একটু অপেক্ষা করলেই
আর শুনতে পাওয়া যায় না। যাবতীয় শর্টকাটে
এমন হয়।

—কেন, অপেক্ষা করার কথা কেন?
—সেটা এক হিসেবছুট সময়। সইয়ে
নেওয়ার জন্যে লাগে। শেষ পর্বয় দেখবেন
হাসিহাসি মুখ স্বর্গের সিঁড়ি ঘেঁষে, যেখান
থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেলে সুখশান্তির
ঘর। তার আগেই অবিক্তি কান্নাটান্না ধুয়ে
সাফ। মেঘ জমছে, জমতে দিন।

তুফানে

তুফানের পৃথিবী এমনই,
চিহ্ন ছিল চোখের চিহ্ন ছিল ঠোঁটের
যার ছিল চেনা তারা,
সবই নিরুদ্দেশের হাওয়ায়,
গেল সন্ধ্যামালতী নিশিপদ্ম
গেল গেল।

অসম্ভব এক দিনের কাছ থেকে ফিরেছিলাম
আমি ফিরেছিলাম সেইখানে
যেখানে তুমি জমিয়ে রাখছিলে
মাটির গন্ধ উর্বরতা পিপাসার জল।
হাতপায়ের শিরায় আঁধার খুঁড়বার জন্যে
কথার ঢেউয়ে আড়াল খসাবার জন্যে
আমি ভিড়েছিলাম তোমার জাগন্ত রাতে।

গেল গেল
এক্ষুণি রাশ রাশ খড়কুটো উড়বে
আর আমি তোমাকে খুঁজতে থাকব ঝড়ো ঘরে।

জীবনানন্দ

কুয়াশার মধ্যে হাত বাড়িয়ে আমি উজ্জ্বলতা স্পর্শ করেছিলাম।
তুমি ওইভাবে নিজেকে ঘিরে রেখেছিলে।

তুমি ধূসরে ডুবে মানুষকে প্রকৃতিকে কাছে টানলে।
হায়রে কোথায় তারা? তখন আবার অন্য দিগন্তে।
যেখানে আলো সেই দিকে।
মাঝখানে উন্মাদ পৃথিবীকে নিয়ে তোমার বাঁচার মুহূর্তগুলো।
তোমার নিঃশ্বাসে তার জ্বালা।

স্তব্ধতার মধ্যে তোমার মৃদু কথার ঝ'রে পড়া।
আমি শুনেছিলাম অনন্ত কথারা গুঞ্জন করছে
আর যন্ত্রণা আর হাপরের ওঠাপড়া।

নটরাজ

কাদামাটি মেখে চলা একেবারে গজহাটা অথচ
ওই পা-ফেলা ফেলতেই গুরুগুরু, আমার নটরাজ।
ছন্দের ঝাঁকানি খানাখন্দে ছন্দ দুভাজ করে শরীর নুইয়ে
দেয় চারাগাছ ছন্দ আবার ওঠায় ভাঙা ঢেউয়ে, আমার
নটরাজ। ঘামের ঝারানি বীজের মুখে যেখানে ফুঁসতে
থাকে সবুজ কী দিন কী রাত্তির, লাঙলের ফালে পৃথিবীর
জমাট ফেড়ে আকাশের নিথর ফেড়ে রক্তের নীল ফেড়ে
তোমার দুর চলার দাপানি, আমার নটরাজ। লকলকে
হল্‌কা হয়ে সবুজ দশদিকে যখন সবুজের বারুদে
তোমার পা পড়ে নটরাজ তোমার মহাবিস্ফোরণের
ছড়ানো বীজে।

যখন থমকে যাই

হঠাৎ থমকে যাই আমি, মাটিতে নিষেধ গাড়া। ফলক। কোনো তাপ নেই, দেখতে বিষের মতো ঠাণ্ডা সব অক্ষর, ফলক মাটির ভেতর থেকে উঠেছে যেন, সামনে কিছু নেই না জল না ফসল অথচ। যে-জায়গাটা থমথম করছে আরো সামনে সেখান থেকে অগুন্তি বীজ ডাকছে শুনছি ডাকছে কিন্তু দেখছি না কোনো জল কোনো উথলপাথল অথচ। এমনিধারা। আর তাতে বাতাস খুব টানটান হয়ে যায়, আমি চলতে চলতে একখানে থমকে গিয়ে আরো সামনে ওই যে। শরীরের চামড়ার ওপর ছোঁয়ায় তা প্রত্যক্ষ বুঝি, আর এ-ব্যাপারে প্রত্যক্ষতাই তো সব, শুধু শরীরেই বা কেন মনেও, মনও স্বাদে ওই অতদূর সামনে থেকে হাতছানি এবং ক্রমাগত ডাক শুনছে শরীর, মনও। সামনাসামনি অক্ষরগুলো বিষ জমিয়ে ঠাণ্ডা আর আমি যদি থমকে যাই আমার মুঠো খোলে বন্ধ হয় যেন ফোঁসফোঁসানির মুখেই তাদের বাগ মানানোর মহড়া শুরু আমার রক্তে।

তবুও আমি বলছি

তোমাদের মধ্যে আমি পৌঁছে গিয়েছি, আমি বলেছিলাম। আমার আর ভাবনা কী ? এসো এবার চোখ খুলতে বলি আমরা। চোখ খোলো শিশুরা পাখিরা চোখ খোলো কুঁড়িরা। শিশির ছিটোও। কিন্তু আমার কথায় সুর লাগছিল না, খোয়া রাস্তায় ধাক্কা খেলে যেমন হয়। বুকের দুরুদুরু আর যায় না। শব্দগুলোকে ঘিরে এত ভ্রান্ত ছিল। আমি যখন বলেছি শিশির, সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে হল সে তোরের মুখ, নিচে ওপরে রঙের ছড়া হাসি আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে আবার কোথাও আমাদের অজানায়, আর পাখি বলতে না বলতেই এক প্রকাণ্ড ডানার ঝাপটানি আমাদের হৃৎপিণ্ডের ওপর আর ছায়ার এক তীক্ষ্ণ ফলা আমাদের দৃষ্টি ফেড়ে পূর্বকোণে বিঁধবার মতো মনে হল।

এমনিই কি হয় জলস্থলের দিকে তাকাতে চাইলে তোরকে চিনতে বললে আপন মানুষদের একসঙ্গে ডাকলে ? তবুও আমি বলছি চোখ খোলো চোখ খুলে তাকাও।

জাহাজঘাটার সকাল

জাহাজঘাটার সকাল বেলেহাঁসের ডানায়
চমকায় আর শোনা যায় দূরে যাওয়ার ভোঁ।
তুষারের পথ বালির পথ। হাওয়ায় আর
বাষ্পে সীমান্ত পার। জল থেকে উঠে মেঘে।
চরাচর-যাত্রার পা রাখার এই জাহাজঘাটা।
ভোরের দেওয়ানা আমি পৃথিবীর
মুখ দেখি। তুমি আমাকে ভাসাও ওড়াও,
আমার প্রেয়সী।

বাতাস কাঁপিয়ে

বাতাস কাঁপিয়ে কারখানার বাঁশি।
রোদে ঝাঁঝরা হওয়ার রাস্তা সামনেই। যখন
ছায়ায় দাঁড়ানোর কথা থাকে তখন সময়
আর ঠাওর করা যায় না, মহাদেশ চ'লে

পড়ে। রাজবাড়ির চংচং নেই, শুধু হিসহিস
আর তোমার চোখের পাতা বোজা, ফিরে
নীলবর্ণ।
বাঁশি বাজার পর থেকেই ভাবছিলাম
দাঁড়াবার জায়গার কথা। ছায়ায়।
ছায়া! হুঃ!

ওই ধারাজলে

মুখ ঢাকা কেন, খুলে দাও। ওই তো ধারাজলের রাত বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি পেরিয়ে খরার ফাটলে ছায়া ফেলতে ফেলতে এখানে।
ফিন্‌কি রক্ত দিনের নাম লিখেছিল শহিদস্তম্ভে। যেন এই শেষ, আর অঙ্কুর নয় শস্যশ্যামল নয়। শুকনো আকাশে চামড়ায় মোড়া ধানমণ্ডি।
না, শেষ আচ্ছাদন দিয়ো না, ধারাজলে রাখো, বিদ্যুতের খেলায় রাখো। সোনালি-সবুজ যদি ইশারা দেয় তখন আর অন্তিম নয়, তখন প্রথম প্রেম, ফসলের পালা।

জখম

তারা যতই বিজয়তোরণের দিকে ততই রক্ত ছোটে তাদের জখম থেকে। শহরই হোক আর গ্রামই হোক, পথে এত অস্ত্রমুখ। মুকুটের ঝালর ঝলমল করে সামনে আর ছটফটিয়ে ওঠে তাজা হাড়মাংস। সেই সঙ্গে মার বুক আঁকড়ে বাচ্চাদের গোঙানি। দুধারে শস্যের ক্ষেতে আগুন, দুধারে ফুলের কেয়ারিতে আগুন। কার সাধ্যি বাতাসকে আদর করে? দাওয়া বারান্দা পুকুরপাড় ময়দান তারামণ্ডলের পাঁচিল ফোঁটায় ফোঁটায় লাল।
এগোনোর এই দৃশ্য। রাত নামলেও এই। ঘুরে ঘুরে যে-আলো পড়ে তাতে ঝল্‌কাতে থাকে ধারালো হীরে খুনী দাঁত।
আমি হাঁ-করা জখমগুলো দেখতে পাই আর বলি ও প্রিয় মুখেরা তোমরা কথা কও, তোমরা আগামী জয়গাথা গুঞ্জন করো, ও অন্তরঙ্গ মুখেরা তোমরা কথা কও। আমি সেইভাবেই বলি যেমনভাবে যন্ত্রণাকে কথা বলালেন শেক্সপীয়ার।

চিৎকার

যখন অন্ধকারে বড় গর্জায় তখন আমার চিৎকার। আমার গলা ঢেউয়ের ওপরে ওঠে ঢেউয়ের নিচে ডোবে তালে তলিয়ে যায় উছলে ছোটে। আমার চেঁচানো একটানা: শো-নো-তো-য-খা-শো-নো ঘুরে ঘুরে লণ্ঠনগুলো নেভবার মতো শিউরোয় আর কয়েকটা নড়বড়ে হাতের ছায়া কাঁপে।
গর্জনের মধ্যে আমাকে কে শোনে? তবু চেঁচাই। আমার কণ্ঠস্বরে একবিন্দু শান্তি নেই। আমার আওয়াজ যায় বিদ্যুতে জ্বলতে জ্বলতে কিংবা যায় ওপ্‌ড়ানো শিকড় জড়িয়ে নয়তো ধুলোর পাগসাটে। নাগালের এত বাইরে সবাই, তবু কাছে আসার জন্যে একসঙ্গে জড়ো হওয়ার জন্যে চিৎকার।
কে শোনে?
কেউ কি শোনে?

প্রথম পঙ্‌ক্তির সূচি

অতঃপর সে সার্কাসে ঢুকতে চায় ৩৯
অনেকগুলো রাস্তার জট ছাড়িয়ে অবশেষে থামা ১০২
অন্ত এক হাত মুখগুলোকে ভাঙে ৮২
অলিগলি ঘুরে রোজ প্রকাণ্ড চিমনিটার সামনে ২৭
অন্তরাল একটু সরলে সুবাতাস ৮৫
অস্থিমজ্জায় বুঝি কোন গোপনতা থাকে ১৭
অক্ষরগুলো জুড়ে জুড়ে আমার ঘুমের মধ্যে মিশে গেল ৯৫

আকাশে এক মস্ত রঙিন থালা ১৫০
আকাশে কোনোই আড়ম্বর নেই ১৬০
আকাশ-ধনুকে ছিলে চড়ানো রয়েছে ১৪৩
আগুনের কথা আমি এত বলেছি ১৬৩
আবার এক অস্থিরতা আমাকে ৬১
আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে ? ২২
আমার আর পাতা উল্টে ছবি দেখা হল না ১৪২
আমার এমন যন্ত্রপাতি নেই ২২
আমার একটা মজা গাঙ তবু ৬৩
আমার ঘুম ভেঙে যায় ১১৭
আমার হাতে কোনো ম্যাজিক বাক্স নেই ১০৫
আমি অল্প করে বলি যদি তুমি বোঝ ৬১
আমি এই মাটি আর মানুষকে বুঝি ১২৪
আমি এক সামান্য মানুষ
আমি এত বয়সে গাছকে বলছি ১৪৫
আমি এক ধুলোর মানুষ ১১৬
আমি কতবারই তো বলি আমি জানি না ১২৫
আমি কথাগুলোকে সাপ্‌টে ধরতে যাই ৬৯
আমি কোনো গূঢ় ঘটনায় যাই নি ১৩০
আমি ঘুরে ফিরে এইখানে ৪৫
আমি গম্ভ গম্ভর খাতা খুলে বসি আর ৬৪

আমি তো সহজ ক'রেই বলতে চাই ১৩৮
আমি ধোঁয়া দেখে ১৫৬
আমি বুঝতে পেরেছিলাম ১৩৮
আমি যখন পুরোনো চিঠি খুলতে যাই ১০১
আমি যেখানে পা রেখে দাঁড়িয়েছি ৯৮
আমি সবুজে অনেকক্ষণ যেতে ছিলাম ১২২
আমি শব্দের ভাঁড়ার খুলেছিলাম ৬৫
আমি সাদাভাত মুঠোয় তুলছি ১০৬
আমি সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে ১১৯
আমি হাওয়া থেকে রস টানছি ৯৮
আলো আঁধারির তামাশা আমাকে জাগিয়ে রেখেছে ১১৩
আলো থেকে বেরিয়ে এইমাত্র এমন ৭২
আসবাবপত্রই আমাকে তিষ্ঠোতে দেয় না ১২৯
আসরের বাইরে বেরিয়েই দেখি ৬১

ইটকাঠ পাথরে বিঁধে বিঁধে ৩৪
ইঁটের কেয়ারিতে চারাগুলো সবসময়ই ১০৬
ইচ্ছে পুষে রেখেছিল যাবার সময় ৭৯
ইস্পাতের ভঙ্গিটা মনের পরতে ব'সে যায় ৩৩

উছলে উঠেছিলো আমার কামিনা ২৩৪

এই কয়েকটা ছত্র বন্ধুদের মনে ক'রে ৭০
এইখানেই বোধহয় স্তুতি করার কথা ৬০
এই ভাগেবরকে রোদে খুব পোড় খাইয়েছি ১৪৩
এই যে গ্রীষ্মের হাতে আছি ৮০
এ ছবি এক সম্পন্ন দশজনের কাছে ১৪০
এ সব কিছু নয় আমি বলি ৬৮
একদিন আমি সিকিপথ গিয়েছি ১০৫
এক চিলতে ফাঁক রয়েছে তাই দেখেছি ৬২
একমাঠ ভরতি মানুষ ১৩০
এক সরু রাস্তায় আমার এগোনো ১৩৪

এত ঝড়জলেও আগুন নিভল না ৩২
এলোপাথাড়ি বৃষ্টি আর বাতাস ১২৮

ওই আশা টাশা যাকে বলে তাকে তুড়ুং ঠুকে ১৪৪
ওই কোন্ নক্ষত্রের জল পড়ছে ১৩৩

কত যে আমি হেঁটেছি তার ইয়ত্তা নেই ১৬০
কচি ডাটা ভেঙে সোনামুখ ৬৫
কবিতায় কথা বলি, তা নাকি তক্ষুনি হয়ে যায় ১০২
কলকাতার বিকেলে নারকেলপাতার ছায়া ৬২
কয়েক হাজার মাইল ১৪
কাঁচা শিকড়গুলোয় এইভাবে আগুন ধরে ১১১
কাদামাটি মেখে চলা একেবারে গন্তহাঁটা ১৭১
কাপের ওপর হাল্কা ধোঁয়ায় ভোর উড়ছে ২৯
কামিলার হাঁটা অনেক পথ অনেক দূর ১৩৭
কারখানার ভোঁ ২৭
কিছু শোনা যাবে না ২১
কিছুতেই পৌঁছনো যায় না ১২৭
কুয়াশার মধ্যে হাত বাড়িয়ে ১৭০
কেমন করে দিন যায় ছাখো ১৬৪
কোন্ পর্যন্ত ঝাউ হাওয়া ৮৬
কোন্ সকালে বেরিয়েছি ১৫৫
কোনো কোনো চিহ্ন খোজা ৩৭

গর্জনের মুখে একটা তারা কেঁপেছে ২০
গাছের মাজে পৌছে উত্তুরে ঝড় পেলাম ১০৩
গাড়ির চাকাগুলো থেমে যায় ১১৪
গোটা বাগান উজাড় করে স্মৃতিসভা ১৪৮

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি অথই শহরে ১৩৮
ঘাসঘাটি পার হলে বাঁশঝাড় ৪৪
ঘুষখোর কেরানির টেবিলে ১৫০

চারপাই এর ওপর ছটফটাচ্ছে পিরাবিরা ১২২
চিনেমাটি কাঁসা পেতল মাজা লোহা ১৬৮
চেনাজানার মধ্যে আমার বাস ১১২
চোখছুটো আমাকে তাড়া করে ৭১

ছবি তোলা হবে আমি মুখ উঠিয়ে ৬১
ছেঁড়া ক্ষতগুলো অদৃষ্ট রেখা বরাবর ১০৭
ছন্দ গেঁথে দেওয়া যেতে পারে ৬৮

জলস্থল জুড়ে এক দারুণ কৌশল, ১৪০
জানলাগুলো তাড়াতাড়ি খোলা হয় ১০৮
জানালা দিয়ে মিহি বৃষ্টি আসছে ১১৩
জানলার ধার ঘেঁষে স্রোত ৭৩
জাহাজঘাটার সকাল বেলেহাঁসের ডানায় ১৭২
জায়গাটা পিছল বড়, পড়ছে তো পড়ছেই ৭৯
জোর আওয়াজ হল ঝনঝন ১৬৩

ঝমঝম দুরপাল্লার নাড়া ১১৬

ট্রামবাসের ঝড় এইরকমই হয় ৪১
ট্রামের তুনম্বর থেকে আমরা ১৫৮
টেবিলের ওপর ঘূর্ণিআপাতত স্থির হয়ে আছে ১০৫

ঠাসবুনোন শহরটা আকাশে টান দেয় ৪২

তখন থেকে শুরু হয়েছে লড়াই ১২৬
তখন বৃষ্টি থেমেছিল. ৪৯
তারা অবিশ্রান্ত আসে ৭১
তারা যতই বিজয়তোরণের দিকে ১৭৩
তারিখটা ছুঁয়ে বছরগুলো ঘুরছিল ৪৬
তিনটাকা চারটাকা পাঁচটাকা কিলোর খোসা ৬৬
তুমি উপরে হাত মেললে আকাশে ছায়াপথ ৩৬
তুমি কতকাল নিশ্চল রয়েছো ভুবনমোহন ৮৭

তুফানের পৃথিবী এমনই ১৭০
তোমাকে ওরা শুইয়ে রেখেছে কাচের সেবাশূন্তে ১২১
তোমাদের মধ্যে আমি পৌঁছে গিয়েছি ১৭২
তোমরা কখন আমাকে ডেকেছিলে ১১
তোমার কবিতার মুখ যেই দেখতে গেলাম ১৬২
তোমার পলাশ-গোধূলির রাজ্য ১২৮
তোমার মূর্তি আমি গড়ছি অঙ্কে গ'ড়ে ৯৮

দশটা দিকের খোঁজখবর না নিয়েই চলে এলাম ৭৬
দিনরাতের মাথামুণ্ডু নেই ১৩৪
দেখবে এসো আমার বস্তির রাজা ১৪৬
দেখলাম লোকটা ঠাঠা রোদ্দুরে ১২০

ধরো যদি আমার বাঁ কব্জির শিরা চিরে ফেলে ১৪২
ধারালো চক্কর কাছে যেতেই ছিটকে পড়েছি ১৫০
ধূলোকাদা মেখে ওই তুঙ্গে উঠেছে ৫৯
ধূলোপড়া তুকতাক লাগিয়ে আমি ৫৮

নদীর স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে এল ১৬১
নয়া সড়কে মেঘ জমেছে, ১৬৯
নাটকের পালা ফুরোলে আমি হাহা ১৪১
নিখোঁজ ছেলেটা আবার ওই তো দাঁড়িয়ে ৬৬
নির্জনতা আমার জানা ৩০
নিটোলের স্বপ্ন শেষ হলেই মূলকথা শুরু হয় ১০০

পাতা উল্টে গেলে ১১৪
পায়ের তলায় পিচের তাত ঝিমিয়ে আসে ৮৯
পুরো দিনটা ঝাঁঝিয়ে ছিল ১১৮
পোড়া মাঠে ওরা ছিল ৪৬
প্রথম সমুদ্র আমার ভোরবেলায় ১১
প্রথমেই সবিনয় নিবেদনে বলা ভাল ৫৫

ফটিকজল চিৎকারে আকাশ কেটে গেল ১৩৬

ফসল ঘন হয়ে উঠলে ৭৪

ফিরে তাকালে অনেকখানি বুনোবাত ৪৮

ফুটবলের আড়ি কোয়াড়িতে, সাদা ময়দান দুলছে ১২৩

বইয়ের অক্ষরগুলো শেষপর্যন্ত, আমাকে ছেড়েই দিল ৭০

বদলটা অন্ধকারে হয় ১৩

বড়ফটক ছোটফটক আবার বড়ফটক ৬৭

বাইরে গেলেই টের পাওয়া যায় ১৬৬

বাঁচার উত্তাপ ঘিরে তোমরাও সঙ্গে আছো ৯৩

বাজারের পথে আপিসে ইস্টিশানে গুদোমে ১০৪

বাতাস কাঁপিয়ে কারখানার বাঁশি ১৭২

বালিগঞ্জ কালিঘাট চক্কর দিয়ে এসে ২৬

বালির ঝড় চলতে চলতে ১৫

বারে বারে এই ঘর ২৫

বাড়িগুলোর গায়ে নামঠিকানা একাকার ৪০

বৃক্ষমূলে আমার ঘনিষ্ঠতম কথা রেখে দিয়েছি ১০১

বৈশাখের রোদ্দুরে চিরে আসে ২৩

বিকেলবেলায় মেয়েরা ডোবার পাড়ে এলে ৬৬

বেশ কয়েকটা বাগান পেরিয়ে আসতে হল ৭৭

ভালোবাসার ঘর বাঁধা রয়েছে উঁচু স্টেজের ওপরে, ১৪১

ভিটে আগ্‌লে জাগন্ত ক'জন ৮৫

ভিড়ের মধ্যে এক পা এক পা ক'রে ৬৩

মনে মনে আমার আঁচ করা ছিল ১২৪

ময়দান ধ'সে তাঁবুটা গোটানো ৯১

মাটি কাঠ জলের গতি ৬৪

মাটির পাত্রটাকে আমি জান কবুল আঁকড়ে আছি ১২০

মানস সরোবরের পাখিরা ৪৭

মুখের ঘেরে এখন সূর্য থাকে ১১৫

মুখঢাকা কেন, খুলে দাও ১৭৩
মোহনগঞ্জের আবহাওয়া এক সময় পরিতাপ ৯৬
মোড়ের মুখপাত আমি পা ফেলে রেখেছি ৮৪

যখন অন্ধকারে বড় পর্দায় ১৭৪
যত আগুন দুপুরে জ্বলে ১৩১
যদিও কোথায় তীব্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ৭৮
যাত্রাশুরু চলা— ১১৭
যে এসেছে সে খুব আপনার লোক ৮১
যেখানে জলের বাধা নেই ৭৫

রং এর ওপর রং চাপছে ১৫৯
রাস্তার ধুলোয় কোজাগরী আছে, ৫০
রাস্তায় দুইসার দোকানের মাঝখান দিয়ে ৬৫

লণ্ঠনটা দপদপ করে ৮০
লক্ষ ফুলের ফুটে ওঠা ১০৪
লক্ষ লক্ষ শিশু ১৯

শহরের চৌকাঠ পার হয়ে ৯৪
শিয়রের তারা আর দেখা যায় না, ভালোবেসে ৮২
শুকিয়ে যাওয়ার বড়ো ভয় রয়েছে ৯৫
শেষ গাড়িই ছেড়ে গেল বুঝি ৮৩
শেষ সরাইখানায় পা রেখেছি শুনছি হাহাহিহি ১৪৫
সকাল হতেই দোকানগুলো জেগে উঠছে ২৮
সকাল হতেই দেখি গরল ফেনিয়ে উঠছে ১৩৩
সদর বাগানের ফুল এসে গেছে লরি বোঝাই, ১৬৮
সবজি আর টাটকা মাছে বাজারে থলি ভর্তি, ১১৯
সবই টলমল মাটিতে ১১৬
সবাই তুমুল পথে আসে নি তো ৭৮
সময় ভাগ ক'রে এদিকে কাঁচাপাকা কলকায় ১৬৭
সময়ের বুকে যেমন আগুন ছিল তেমন আদর ৭৪

সমরকে নিয়ে অনেক মজা দেখা গেল	৩৮
সমুদ্র অনেক দূরে, তার জল	১১০
সহজ বলায় ছিল যেমন নিঃশ্বাস	৪৪
সেইসব চূড়ান্ত কথা	১৬৫
সেখানে সূর্য ছিল না	৯৩
সে তার প্রলাপ বকে বেঁচে আছে	৮৬
সে তো পাল তুলে নৌকো ভাসিয়ে যাওয়া	৩৫
সে পাহাড় এমন মেঘের ছায়া কখনো টানেনি	৮৮
সারা জীবন আমি ছোট ছোট কথা বলেছি	১৩৫
সাপ বলে : আমার মাথার মণি কোথায় গেল,	১৪৭
সন্ধের মেলায় তাকে দেখি	৪৭
সকল কিছুই আর নেই	১৬১
সন্ধের পথে বেড়াবার লোক,	২৪
সস্তা নিউপার্কারের ডগা	৮৯
হঠাৎ থমকে যাই আমি	১৭১
হাওয়াঘরের উপরে মোরগটা ঘুরছেই	৩৭
হাওয়ায় আক্‌রি কেটে	৫৯
হাতের মুঠোয় যেন আত্মদিক্ষা	১৩২

কবিতার নামসূচি

অগ্নিবলয়ের এপারে ৮৯
অথচ ঘুরতে ঘুরতে ১৫৫
অথচ জলের জন্যেই ১৫
অন্য এক হাত ৮২
অন্য স্রোত ৩৫
অপেক্ষা ১১৬
অপেক্ষায় ৭৪
অলঙ্কার ১০২
অলিগলি ঘুরে ২১
অন্তরাল একটু সরলে ৮৫
অস্থিমজ্জায় কোনো ১৭

আগুনের কথা আমি... ১৬৩
আবার এক অস্থিরতা ৬১
আবার কথা খুঁজতে হবে ১৩৫
আমার একটা মজা পাও ৬৩
আমার হাতে কোনো ১০৫
আমি অল্প ক'রে বলি ৬২
আমি জানি না ১২৫
আমি তো সহজ করেই... ১৫৬
আমি ধোঁয়া দেখে ৬০
আমি বেরিয়ে পড়েছি ১৪৪
আমি যেখানে ৯৮
আলো আঁধারির তামাশা ১১৩
আলো থেকে বেরিয়ে ৭২

ইচ্ছে পুষে রেখেছি ৭৯
উছলে উঠেছিল ১৩৪

এই ইস্পাত ৩৩
এই একটা বাক্তির ৫০
এই কয়েকটা ছত্র ৭০
এইখানে স'রে এসে ১৩০
এইবার চলো ৭৩
এই যে গ্রীষ্মের ৮১
এই স্তব্ধতায় ১১৪
এই হাওয়া ৯৮
এ এক রাজা ১৪৩
একজন নিশ্চয় দাঁড়িয়ে ৪১
একচিলতে ফাঁক রয়েছে ৬২
একসাথে ১৩৮
এক শিশুকে দেখে ৮৬
একের পর আর ১৬৬
এ কি কোনো নির্জনতা ৩০
এখন দ্যাখো ১৫৮
এখন ভাবনা ৬১
এত ঝড়জলেও ৩২
এতসব চিনিয়েছিল ১৩৬
এমনই ভঙ্গুরতা ১২০
এর পরে ১৬৮
এর পর কোনো ৫৮
এসব কিছু নয় ৬৮

ওই কোন্ নক্ষত্রের ১৩৩
ওই স্তূপে ৫৯
ওই ধারাজলে ১৭৩

কত যে আমি হেঁটেছি ১৬০
কথা ৪৪
কথাগুলোকে ৬৯
কথা বোঝাবার জন্যে ১২৮
কাঁচঘর ১০২
কাপের ওপর হালকা ধোঁয়ায় ৯৯

কাফিলার সময়ের ভিতরে ১৩৩
কাফিলা হাঁটছিল ১৩৭
কি করে আপনার আমি ৮৯
কিছু শোনা না গেলেও ২১
কিন্তু তার মাঝখানে ১৬৫
কেমন ক'রে দিন যায় ১৬৪
কেয়ারির চারা ১০৬
কোনো কোনো চিহ্ন ৩৭
কোন্ বিন্দুতে কখন ১২৪
কৌশল কথা ১৩৯

খাতা খুলে ৬৪
খেল ১৩৮
খেলা ৪২
খোলা ৬৬

গর্জনের সামনে ২০
গভীর শহরে ৪০
গতি ৬৪

ঘুরেফিরে এইখানে ৪৫
চওড়া চওড়া রাস্তায় ৭৬
চলা ১০৫
চিৎকার ১৭৪
চারপাইয়ের ওপর ১২২
চেনা জল ১১০
চেনাজানার মধ্যে ১১২
চক্কর ২৬
চব্বিশ ঘণ্টায় ২৭

ছবি ১৫৯
ছবিঘর ১৪২
ছোঁড়াছুঁড়লো ১০৭

জখম ১৭৩
জড়ো হওয়া ১১৫
জানি না কত কাছে ১৩৪
জাহাজঘাটার সকাল ১৭২
জীবনানন্দ ১৭০

ঠাসবুনোন শহরটা ৪১

ডকুমেন্টারি ১৫০

তবেই তোমার কথা টইটম্বুর ৯৫
তবুও আমি বলছি ১৭১
তারা অবিশ্রান্ত, আসে ৭১
তারিখ ৪৬
তিনি ১৪৮
তুফানে ১৭০
তোমার মূর্তি আমি ১৮
তুমি শান্তিতে চোখ বুঁজে ১২১
তুমুল পথে আসেনি তো ৭৮

দক্ষিণা বাতাস কি এইভাবে ১৩২
দিনলিপি ২৮
দুই ঠোঁট ১০৮
দূর পাল্লায় নাড়া ১১৬
দুস্তর ১১৯
দেখার জায়গায় ১১৭
দেখলাম লোকটা ১২০
দেয়ালের বাইরে ২২
দ্যাখো এই আমি এলাম ১১
দৃশ্য ৬৬
দৃশ্যমান ১৬৭
দ্বৈত ১২৭
ধুলোয় মানুষ ১৬৬

নটরাজ ১৭০
নাটকীয় ১ ১৪০
নাটকীয় ২ ১৪১
নির্জনে ২০৩
নিটোলের স্বপ্ন ১০০
নিরুদ্দেশের মাঝখানে ৭০
নিসর্গের বুকে ১৪৫
নিশ্চল রয়েছো ৮৭
পতন ৭৯
পটবদল ১২২
পরম আশ্রয়ে ৭৯
পাতা উল্টে গেলে ১১৪
পারাপার ৭১
পরিস্থিতি ১৪৮
পুরোনো চিঠি খুলতে গেলে ১০১
পুরো দিনটা ১১৯
পুরোনো নতুনের টানে পক্ষপাত ৫৫
পোড়ামাঠে ওরা ছিল ৪৩
পেছন থেকে যে ডাক শুনি ৪৮
প্রতিমূর্তি ৯৩
পড়ন্ত বেলার বাড়ি ৬২
পদ্মপাতায় কাঁপে ৩৬

ফটিক জল চিৎকারে ১৩৬
ফসল ঘন হয়ে উঠলে ৭৪
ফাটল ১৫০
ফিরে আসা ১৪

বনটা অন্ধকারে হয় ১৩
বন কেটে বসত ১০৩
বাইরে ১৩৮
বাতাস কাঁপিয়ে ১৭২
বানাও ইন্দ্রপুরী ৭৫
বারে বারে এই ঘর ২৫
বিকেল বেলায় ৬৬
বিরতি ১০৪
বৃষ্টি ১১৩
বৃক্ষমূলে ১০১

ভিটে আগলে ৮৫
ভিড়ের মধ্যে ৬৩

ময়দানের ওপারে হলঘর ১২৩
মহিমা ৮৫
মানস সরোবরের পাখিরা ৪৭
মাটি কেবলই কাঁপছে ৬৭
মোলোয়েজ, তোমায় উদ্দেশে ১৬২
মোহনগঞ্জের উপাখ্যান ৯৬
মোড়ের ঘুরপাক ৮৪

যখন থমকে যাই ১৭১
যত আগুন ১৩১
যদি কোথ য় ৭৮
যদিও তাদের বুকের পাশে ২৯
যাত্রাশুরু চলা ১১৭
যে এসেছে ৮১
যেখানে আংটায় বাধা ১০৪
যেমন বৃষ্টি ঝরে ১৬০

রহস্য ৪৪
রাজা ১৪৬
রাস্তায় ৩৭
রাস্তার ছুইসার দোকানের ৬৫
রোদ ভেঙেছে ১৫০

লণ্ঠনটা দপদপ করে ৮০
লক্ষ লক্ষ শিশু ১৯

শর্টকাটের পক্ষে ১৬৯

শহরের চৌকাঠ পার হয়ে ১৪
শিল্প ১৪১
শিয়রের তারা আর ৮২
শিশু ৬৮
শুধু রাতের শব নয় ১১
শূন্যতার বিরুদ্ধে ১২৬
শেষ গাড়ি ছেড়ে গেলে ৮৩
শেষ সরাইখানায় ১৪৫
শস্যের ভাঁড়ার খুলেছিলাম ৬৫
শাখ ৯৫

সবাই অতুল ১২৪
সবই রাস্তার কথা ৫৯
সবতার নামিয়ে ১১৯
সময় ৩৮
স্বর ৩৪
সরু রাস্তায় ১৩৪
স্বপ্ন দেখায় ১৬০
স্থিতির কথা কে বলে ২২
সম্রাট ১৪০
সমুদ্দুরে যায় ১৩০
সাটকেসে ভর ক'রে ৩৯
সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে ৯৭
সাত সমুদ্র পার হয়ে ৮৮
সাদাভাত মুঠোয় ১০৬
সাপের পাঁচালি ১৪৭
সাবাস মাদারি ৬৭
সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ৯৩
সেই দেশে ১৬১
সেই ভেজা মাটির উপর ৪৯
সে তার প্রলাপ ব'কে ৮৬
সন্ধ্যার পথে ২৪
সঙ্কের মেলায় ৪৭
স্তব নয় ৬০
স্পর্শ থেকে সরে গেলে ১০৪
স্থিতিহীন ১২৯

হায় ১১১